(পঞ্চম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অনুশ্রুতি

৫ম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

অনন্ত করুণাময়ের অমৃত-অবদান অনিঃশেষ, অজস্রধারায় ব'য়ে চলে। তাইতো দেখতে-দেখতে এক বৎসরের মধ্যে তাঁর-দেওয়া নিত্যনূতন মঙ্গল-মন্ত্র-সমন্বিত ছন্দোবদ্ধ বাণীসম্ভার বহন ক'রে চার-চার খণ্ড 'অনুশ্রুতি' প্রকাশিত হ'য়ে গেল। এখনও ছড়া বলার বিরাম নেই, তাই 'অনুশ্রুতি'র এই পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের কথা ভাবতে হচ্ছে। এই খণ্ডে সংজ্ঞা, গুরুবাদ, নিষ্ঠা, ভজনচর্য্যা, ভগবত্তা, শব্দ-বিজ্ঞান, অনুভূতি, জীবনবাদ প্রভৃতি ৩৯টি অধ্যায়ে ১২৭২টি ছড়া প্রকাশিত হ'য়েছে। গত ৪ঠা জুলাই (১৯৬২) পর্য্যন্ত প্রদত্ত অধিকাংশ ছড়াই এর ভিতর স্থান পেয়েছে।

দ্বন্দ্বসংঘাতময় আপদসঙ্কুল সংসারপথে চলতে-চলতে অজ্ঞতা, মূঢ়তা ও অভিভূতির দরুন আমরা পদে-পদে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কত ভুল ক'রে বসি, আর সেই ভুলের মাশুল জোগাতে হয় জীবন-ভোর। যে-বিষবৃক্ষ আমরা নিজ হাতে রোপণ ক'রে সযত্নে লালন করি, তার ফল শুধু আমরাই ভোগ করি না, আমাদের পরিবার, পরিজন, সমাজ, রাষ্ট্র, জগৎ, মায় আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ পর্য্যন্ত ঐ সংক্রমণে বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে চলে। তাই বিশ্বজনক বুকভরা ব্যাকুলতা নিয়ে পরম দরদে পই-পই ক'রে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—ব্যক্তিগত জীবনে, দাম্পত্য-জীবনে, গার্হস্থ্য-আশ্রমে, সমাজ-বিন্যাসে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্পকলা, অর্থনীতি, প্রজনন, সন্তানচর্য্যা, মনঃ-সমীক্ষণ, সাধন-ভজন, কর্ম্ম, সেবা, ঐতিহ্য, কুলাচার, কৃষ্টি, সৎ-সঞ্চারণা ইত্যাদি ব্যাপারে সার্থকতা লাভের জন্য নারী ও পুরুষকে কেমনভাবে চলতে হবে, কী কী পরিশীলন করতে হবে, কী কী পরিহার করতে হবে এবং কেমনতর চলায় কোন্ পরিণতি উদ্গত ও উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। যুগপৎ ভয় ও ভরসার কথা এই যে, করলে করার উদয় হয়, চললে চলার নেশায় পেয়ে বসে—ভয় এই জন্য বলছি যে, একটা মন্দ করা, ভুল চলা আমাদের হাতছানি দিয়ে বার-বার ঐ পথেই ডাকে, ভরসা এইখানে যে, ভাল করা, সুষ্ঠু চলা একবার সুরু করলে তা'ও আমাদের তন্মুখী চলনে সম্বেগ সঞ্চার করে—অবশ্য পূর্ব্বের পুঞ্জীভূত কর্ম্মসঞ্জাত অভ্যাস-ব্যবহার

তার প্রভাব বিস্তারে কসুর করে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ছড়াগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা' শুধু জ্ঞানসঞ্চার ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, আমাদের ভিতর একটা দাউ-দহন উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে তোলে—সৎ অর্থাৎ জীবনবর্দ্ধনী যা' তা' অনুশীলন করতে, এবং অসৎ অর্থাৎ সত্তাপলাপী যা' তা' বর্জ্জন ও নিরোধ করতে।

তিনি যেমন সত্তার গভীরে পুণ্য প্রেরণাপ্রবাহ ঢেলে দিতে জানেন, তেমনি জানেন পাপ-সম্বন্ধে অন্তরে নিদারুণ অনুতাপ, ভীতি ও ত্রাস সঞ্চার ক'রে তা' হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হবার কঠোর সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলতে। আবার, বাণীগুলি আর্ত্তের নিথর বুকে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার উষ্ণশ্বাস সঞ্চালিত ক'রে দিতে অমোঘ ও অদ্বিতীয়। বিষয়-অনুগ সার্থক ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগ সমগ্র রচনাকে অনবদ্য ক'রে তুলেছে। সব যা'-কিছু শুভ-সঙ্গতিশীল-বিন্যাসে একাত্ম হ'য়ে যেন পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের নিটোল-মধুর মিলনরাগ ধ্বনিত ক'রে তুলেছে। তাই, বক্তব্য-অনুযায়ী ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্য স্বতঃই লীলাকমলের মত প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে। গদ্য-কবিতার ঢং-এও কতকগুলি ছড়া দিয়েছেন। বাঙলার মধ্যে দুটি হিন্দী ছড়া যেন সোনার উপর মিনের মত চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে। সব দিক্ দিয়ে চিরসুন্দরের স্বর্ণস্বাক্ষর পুস্তকের পাতায়-পাতায় প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

শ্লোকগুলির পঠন, পাঠন ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে মানুষ নবজীবনের অভিযানে অভিজিৎ হ'য়ে উঠুক, উদ্বোধনের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হো'ক, দিকে-দিকে সাত্বত তপতাপনার অনির্ব্বাণ হোমশিখা অখণ্ড নিরন্তরতায় জ্বলতে থাকুক, অশান্তির আগুন নির্ব্বাপিত হো'ক, জগৎ অমৃতময় হ'য়ে উঠুক—পরম-প্রেমময়ের চরণে দীন সন্তানের এই আকুল প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
তালনবমী
২৩শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৯
ইং ৮।৯।১৯৬২

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

আয়াহি বরদে দেবি ! ধৃতিকৃতিবিভাবরে !
অচ্ছেদ্যশ্রেয়নিষ্ঠে চ ইষ্টার্থং পরিবেদনি !

তত্ত্বজ্ঞানবিবেকিনী ত্বং দীপ্তকৃতিমণ্ডিতে !
ধীবিনায়নি ! ভাবার্থে!, বিভূতিবিভবান্বিতে !

ধর্ম্মবিধায়িত্রি ! দেবি ! কৃতিযজ্ঞনিযোজিকে !
সত্ত্বাচারসুপালিকে ! বোধিকারিণি ! তে নমঃ ॥
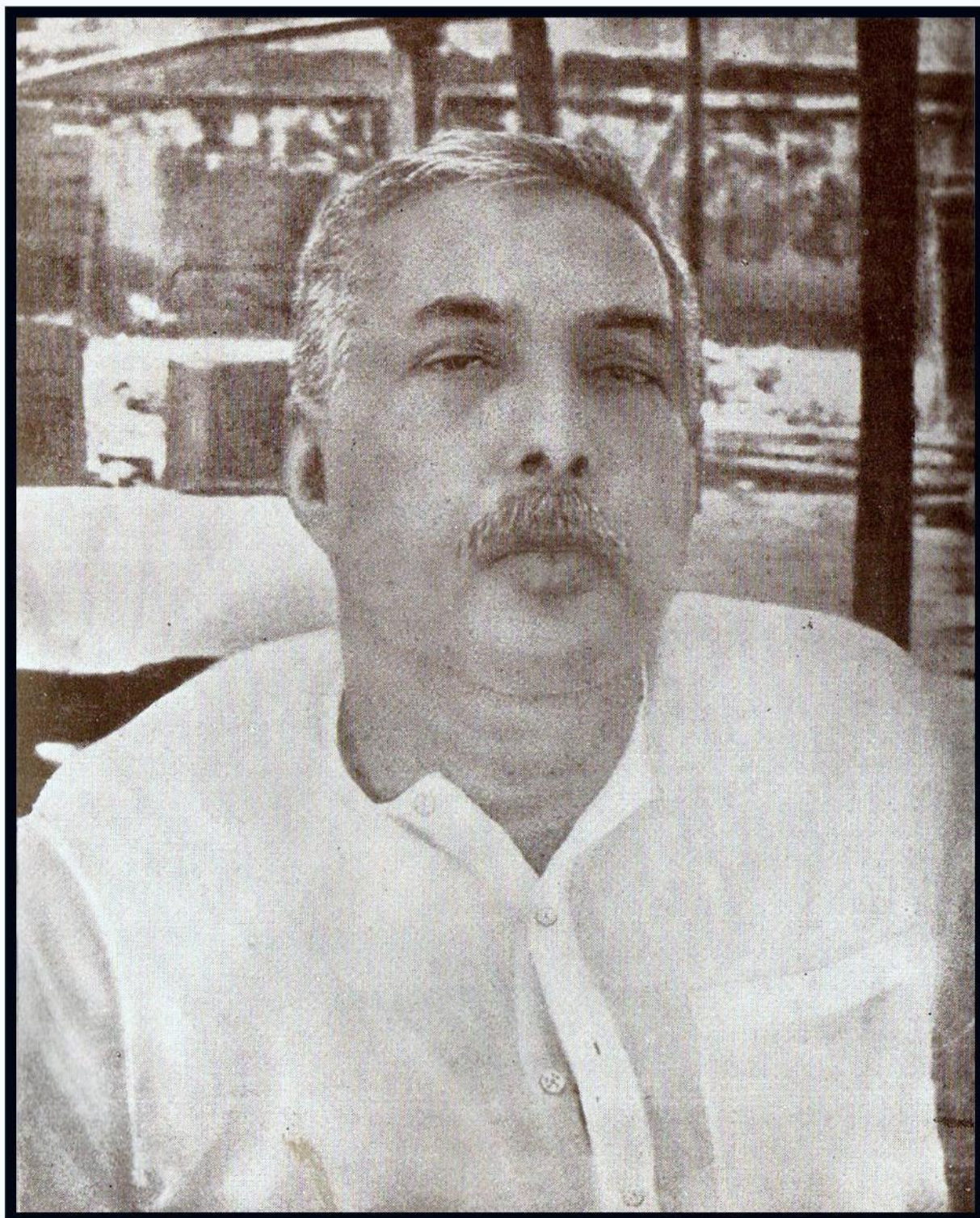
সংজ্ঞা

রসায়ন কা'রে কয় ?
কী জিনিসের কেমন যোগে
কেমনতর হয়। ১।

পদার্থবিদ্যা কী ?
সংবেদনী সার্থকতায়
যেথায় স্থিত ধী। ২।

ঔষধ বলে কা'য় ?
রোগক্লিষ্ট বিধানটাকে
সুস্থ করে যা'য়। ৩।

প্রীতিই বলে তা'য়—
অনুচর্য্যী আপ্যায়নী
সেবাকৃতি যা'য়। ৪।

ভক্ত তবে কে ?
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
ভজনরাগী যে। ৫।

নেতা তবে কে ?
বৈশিষ্ট্যপালী নিয়মনায়
সমষ্টি রাখে যে,
জীবনীয় বোধিবিভাকে
সবা'য় সঞ্চারে। ৬।

পতি বলে কা'রে ?
(তোমার) সব প্রবৃত্তির শুভসঙ্গতি
পালন করে যা'রে। ৭।

সংসার কা'রে কয় ?
সমীচীনে স্বস্তিটাকে
ক'রে সিদ্ধ জয়,
শুদ্ধসত্ত্ব বিনায়নে
উৎসর্জ্জনায় ধায়,
জীবনচলায় তাল মিলিয়ে
আরোর পথে যায়। ৮ ।

বিধান মানে তা'ই কিন্তু
বিহিতে যা' ধারণ করে,
যা'র ফলেতে অস্তি-বৃদ্ধি
শিষ্ট-সবল ক'রে ধরে। ৯ ।

যা' মানুষকে ধ'রে রাখে
জীবনবৃদ্ধির উর্জ্জনায়,
সেই বিধি তো ধর্ম্মবিধি
কৃতিস্ফীত উচ্ছলায়। ১০ ।

সব যা'-কিছুর অনুপ্রেরক
সর্ব্বজ্ঞ তো তা'ই,
মনের কথা বলতে পারায়
সর্ব্বজ্ঞতা নাই। ১১ ।

সম্যক্‌ভাবে দেখা-বোঝা
তা'কেই বলে সমালোচনা,
বিভাজনার বিশুদ্ধিতে
সঙ্গতিতে রেখে টানা। ১২।

দুষ্ট মানে তা'কেই জেনো—
জীবনটা যা' নষ্ট করে,
জীবনধৃতি শীর্ণ হ'য়ে
বিষাক্ততায় ঢ'লে পড়ে। ১৩।

শত্রু তোমার সেই—
ইষ্টনেশায় ভাঙ্গন ধরায়
তপ্ত নরক যেই। ১৪।

অশুদ্ধ কা'রে কয়?
জীবন-চলনার সহজ গতি
যা'তে খিন্ন হয়। ১৫।

তা'কেই বলে নিমকহারামি
নুন খেয়েও যে কৃতজ্ঞ নয়,
সত্তা এমনই লুব্ধ কটু
অন্তর-বিন্যাসও তেমনি রয়। ১৬।

(যা'র) সঙ্গগুণে ইষ্টনিষ্ঠা
বাড়েই কৃতিসম্বেগে,
আকুল হৃদয় উদ্দীপনায়
দীপ্ত সজাগ কৃতিবেগে,

সেই জনই তো সদ্-বান্ধব
সৎ-এর সঙ্গ সেথাই হয়,
ব্যতিক্রমটি যেথায় হবে
সে তো সৎসঙ্গই নয়। ১৭।

ঈশ্বর মানেই অধিপতি
ধৃতিপালী স্বতঃসম্বেগ,
দীপ্ত করেন আত্মিক প্রাণন
রক্ষা করেন জীবন-আবেগ। ১৮।

আশীর্ব্বাণী—শাসনবাণী—
শিষ্ট-সিদ্ধ উপদেশ,
যে-পথেতে চললে,—পাবি
বহুদর্শী সুসন্দেশ। ১৯।

জাতি, জন্ম, বর্ণ ও গুণ—
কর্ম্মের যেটা সঙ্গতি,
সদৃশ ঘর একেই বলে,—
বিহিত বিয়ের এই রীতি। ২০।

কুলের আচার শিষ্ট যাহার—
জীবন-স্বাস্থ্য বাড়িয়ে তোলে,
ঐতিহ্যেরই অবদান যে তা'
সদাচার তো তা'কেই বলে। ২১।

নিষ্ঠানিপুণ দীপন-কৃতির
সংযম-নিয়ন্ত্রণে
অন্তর-নিয়মন করেন যিনি—
অন্তর্য্যামী ভণে। ২২।

বিশিষ্টভাবে 'সু'-এর ধৃতি
যেমন ক'রে করতে হয়,
তা'তেই কিন্তু সু-বি-ধা আনে,
অন্যথায় কি সেটা হয় ? ২৩ ।

'সু'-এর ধৃতির ব্যতিক্রম যা'
নিয়ে আসে সত্তা-স্বার্থে,
অ-'সু'-বি-ধা তা'কেই বলে
নিয়োগ করে শুধু ব্যর্থতাতে । ২৪ ।

যেমনতর যা'র প্রয়োজন
যখন যে-জন যেমন থাকে,
তদ্-অনুগ তেমনি করাই
সাম্যবাদ তো বলেই তা'কে । ২৫ ।

রাস মানেই কিন্তু রসলীলা
বোধ-বিন্যাসে ফোটে যা',
সব বিষয়ে তেমনি জ্ঞান
তা'কেই বলে প্রাজ্ঞতা । ২৬ ।

মগজ যা'তে রক্ষা করে—
বলে লোকে কপাল তা'য়,
দেখাশোনা, বোধ ও ভাব
মগজে যে মজুত রয় । ২৭ ।

উচিত কথা তা'কেই বলে
সাত্বত মিলন যা'তেই হয়,
সে-ঔচিত্য করেই কিন্তু
মিলন সহ শান্তিময় । ২৮ ।

স্বতঃ-সন্দীপ্ত বিভায় ব্যক্ত
ব্যষ্টিতে হন—তিনি স্বরাট্,
সমষ্টিটির ব্যক্ত বিভা—
তিনিই তখন হন বিরাট্। ২৯।

সাত্বত দীপ্তি ব্যষ্টিতে যেথা
স্বরাট্ তিনি সেখানে,
বিরাট্ তিনি সেইখানেতে
সমষ্টিভাতি যেখানে। ৩০।

সুষ্ঠু-সুন্দর পরিচর্য্যায়
বেড়েই চলে যা',
ধন মানেই তো সে-সব বিভব—
বুঝে রাখিস্ তা'। ৩১।

বড় লোক তো সেই—
বোধে-কাজে-ব্যবহারে
আপূরণী যেই। ৩২।

পারস্পরিক সঙ্গতিসহ
বিনায়িত করছ যা'—
পর্য্যায়শীল সংযোজনায়
চলে যেটা, সত্ত্ব তা'। ৩৩।

সুর যেখানে সলীল-স্রোতা
স্বতঃ স্রোতল স্পন্দনায়,
দীপন-রাগে উছল তালে—
স্বর্লোকই তো বলে তা'য়। ৩৪।

বাগ্‌ব্রহ্ম মানেই কিন্তু
বৃদ্ধি যা'তে ক্রমে গজায়,
সঞ্জীবনী স্পন্দনাতে
বাস্তবেতে যা' ফোটায়। ৩৫।

বিভু মানেই জানিস্—যিনি
বিশেষভাবে হ'য়ে র'ন,
বাস্তবতার অন্তরালে
থাকেই সদা তাঁ'র রণন। ৩৬।

বিহিতভাবে অস্তিত্বকে
সব দিক্ দিয়ে করে ধারণ—
তা'রেই জেনো বিধি ব'লে,
যা'তে স্বস্তি রয় স্থাপন। ৩৭।

কিছু করতে গেলে যা'-সব লাগে
ঐগুলিই তা'র উপকরণ,
উপাদানই বলবে তা'কে
স্ব-অবস্থায় সে-সব যখন। ৩৮।

নিষ্ঠা বলে তা'য়—
লাখ সংঘাত-অত্যাচারেও
বিশ্লিষ্ট না হয়। ৩৯।

চালচলন আর কথাবার্ত্তা
যেখানে যেমন করতে হয়—
তৃপ্তি পেয়ে নাচে হৃদয়,
সুষ্ঠু ব্যাভার তা'কেই কয়। ৪০।

ন্যায্য যা' তা' কূটদর্শনে
বিহিতভাবে চিন্তেভেবে
বিহিত স্থানে করা প্রয়োগ,—
নৈয়ায়িক তো তুমি তবে। ৪১।

ন্যায় মানে কিন্তু ঠিক বুঝো তুমি—
যে-যুক্তি শুভেই বয়,
নিয়ে যাওয়ার তুকতাক জানে—
জানলে লোকে ন্যায়বিদ্ হয়। ৪২।

বিবেচনার বিচরণাই
শিষ্ট সঙ্গীতি নিয়ে চলে,—
তাই-ই কিন্তু শিষ্ট ন্যায়,
তা'কেই লোকে ন্যায় বলে। ৪৩।

প্রতিটি কথায় প্রতি চাউনিতে
প্রতি পদক্ষেপে-ব্যবহারে
ফোটে যদি তোর জীবনদীপ্তি—
সুষ্ঠু অভিনয় বলেই তা'রে। ৪৪।

সুর যেখানে কলনাদিনী
সাত্বত ঢেউ ধ'রে
নাচন-দোলায় চলছে নিয়ত্—
কালী বলে তা'রে। ৪৫।

বাহু মানেই সুষ্ঠু শক্তি
উদ্দীপনী হৃদয় নিয়ে,
বহুকে যা' বহন করে
সিদ্ধ-নিপুণ হৃদয় দিয়ে। ৪৬।

সৎসঙ্গীতির জীবনবেদীর
যিনি তাহার কেন্দ্রপুরুষ,
সন্দীপনী জীবনগতির
সঞ্চারণী শিষ্ট মানুষ,
সৎসন্দীপী বিকিরণা
উথলে ওরে যেথায় ওঠে—
সেই তো সন্ত, সেই তো সাধু,—
নিষ্ঠারতি যেথায় ফোটে। ৪৭।

গুরুবাদ

বেত্তা যিনি তিনিই আচার্য্য
অন্য যা'-সব বিশেষ,
বিশেষ জেনে নির্ব্বিশেষে
হ'য়ে থাকেন অশেষ। ১।

বেত্তাকে যদি ভাগ্যগুণে
পায় কখনও কেউ,—
নিখিল কৃষ্টি উচ্ছলিয়া
ওঠে প্রাজ্ঞ ঢেউ। ২।

মহৎ যাঁ'রা বুদ্ধ যাঁ'রা
প্রবুদ্ধিও তেমনতর,
যেমন জ্ঞানী অজ্ঞ তেমন
ব্যবহারও তেমন দড় ;
যেমন হওয়ার ভাব তোমাদের
যেমন বওয়ার সুর,
নিকটে তিনি তেমনতরই
তেমনি থাকেন দূর। ৩।

অন্তরেরই বিভু-বিগ্রহ
ইষ্টার্থটি ঠিক জেনো,
মান-অপমান-ভৎর্সনা সব
দিয়ে বিসর্জ্জন তাঁ'য় মেনো। ৪।

বেত্তা-পুরুষ মূর্ত্ত যিনি
ধরেন ধৃতি প্রীতি দিয়ে,
আচার্য্যত্বে উদ্ভাসিত
পুরুষোত্তম আসেন হ'য়ে। ৫ ।

লোকের আলো যে-সব মানুষ
দীপ্ত ক'রে তোলেন প্রাণ,
ভালমন্দ সবারই তিনি
সবারই তিনি অধিষ্ঠান। ৬ ।

জীবনবিভা—পরমপুরুষ,
ইষ্ট যে-জন তাঁ'র প্রেরণা,
তাঁ'তে নিষ্ঠা না থাকলে কভু
আনে কি কোন আপূরণা ? ৭ ।

পুরুষোত্তম যখনই আসেন
পূর্ব্বেরই তাঁ'র পুনরাগমন,
পূর্ব্বজনে নিষ্ঠা নিয়ে
পরজনে ক'রো অনুসরণ। ৮ ।

পুরুষোত্তম যিনি আসেন
পূর্ব্বদেরও তিনি গুরু,
তিনিই আধান, ঊর্জ্জনা হ'ন,
তিনিই জীবের কল্পতরু ;
যখন তিনি বর্ত্তমান র'ন
সবা'র গুরু তিনিই এক,
সময় তাঁ'কে সংহত ক'রে
করতে কি ছেদ পারে তাঁ'ক্ ? ৯ ।

পূর্ব্বের প্রতিকৃতি ভেবো—
পরে যিনি এসে থাকেন,
তাঁ'রই পথে চলতে থেকো
যিনি তোমায় ধ'রে রাখেন। ১০।

ভক্তাবতার যিনিই আসেন
প্রীতির ঢেউয়ে চলেন শুধু,
সকল ভুলে লোক-হৃদয়ে
বিলিয়ে বেড়ান কেবল মধু। ১১।

পূর্ব্বপরের পরমপুরুষ—
ধরার বুকে আসেন যাঁ'রা,
একই সত্তা তাঁ'দের জানিস্
জীবন-যোগের শিষ্টধারা ;
আত্মিক সত্তায় অভেদ যদিও
ক্রম-হিসাবে আছে ভেদ,
নিবেশ-সেবায় শিষ্ট থেকে
বাড়িয়ে তোল্ তোর জীবন-বেদ ;
পূর্ব্বতনের নবকলেবর
তবুও তিনি জগন্নাথ,
সীমায়িত অসীম তিনি
তিনিই সবার জীব-প্রপাত। ১২।

গুরু যদি নিদেশ না দেন
ক'রে পাওয়ার বর্দ্ধনায়,
ছাত্রেরা সব শিখবে তবে
কোন্ আবেগের উর্জ্জনায় ? ১৩।

পূরণ পুরুষ যখনই আসেন,—
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ছিলেন যাঁরা
গুরুগরীয়ান্ সবার চেয়ে,
তাঁতে ফুটন্ত তাঁদের ধারা। ১৪।

দেখে-শুনে-বুঝে গুরু
যেখানে যেমন করতে হবে,
শিষ্যকে তো সেই তালেতে
বিনায়িত করেন তবে। ১৫।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা যা'
আচার্য্যের অবদান—
গ্রহের পীড়া ক্ষান্ত প্রায়ই
নিগ্রহও মন্থর-প্রাণ। ১৬।

যে-আচার্য্যে উৎসর্জ্জিত
শাসন-তোষণ-নিয়মন,
তাঁরই কিন্তু করণীয়
তোমার সত্তার সঙ্কর্ষণ। ১৭।

আচার্য্য যিনি সিদ্ধ গুরু
তিনিই গুরু বাস্তবে,
আচার-আচরণ দেখেশুনে
করবি গুরু তেমনি তবে। ১৮।

সদ্‌গুরু বা আচার্য্যগুরু
পরম পূরণ যাঁতেই রয়,
তাঁর নিকটে দীক্ষা নিলে
পূরের দীক্ষা সার্থক নয়। ১৯।

গুরুর কাছে পাবার কিছু নেই
শাসন-তোষণ-সুনিয়মন ছাড়া,
তবুও তিনি সাত্বত-সম্বেগ
জীবনপালী দীপ্তিসুধাভরা। ২০।

গুরু কিন্তু দয়ার আধার,—
শিষ্য-স্বভাব যেমনি,
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা আর
তোষণও পায় সেমনি। ২১।

শিষ্যকে দেখে কোথায় কেমন
এঁচে নিয়ে সবটা,
গুরু করেন বিনায়িত
স্বভাব-বিভব হয় যেটা। ২২।

গুরুর বিরাগ রয় নাকো স্থির
অনুরাগই তাঁ'র স্বতঃস্থিতি,
শাসন-তোষণ যা' করেন তিনি—
গজিয়ে তুলতে জীবনধৃতি। ২৩।

জীবন-বিভব শিষ্টতালে
বেড়ে ওঠে শিষ্যের যা'তে—
গুরুর কিন্তু তেমনি ধারা
ভর্ৎসনা আর শাসনেতে। ২৪।

গুরুর যদি শাসন-তোষণ
সইতে বইতে পারলি না,
ধৃতি-আবেগ অন্তরে তোর
সেধেশুধে বাড়লো না। ২৫।

গুরুপূজা না করলে কিন্তু
কোন দেবতার হয় না পূজা,
সব দেবতার সিদ্ধ আসন—
গুরুই কিন্তু তা'দের ধ্বজা। ২৬।

গুরুই তোমার জীবন-নিশান
তিনিই তোমার ঈশান-ডাক,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
নিবিষ্ট তুই হ'য়ে থাক্। ২৭।

ইষ্টই কিন্তু জীবনদাঁড়া
শিক্ষাধৃতির উজ্জয়িনী,—
অনুশীলনী তপদীপনায়
জাগে বোধি সম্বেদনী। ২৮।

ইষ্ট কিংবা সদ্‌গুরুদের
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা,
অপমান বা গালাগালি
যতই আনুক লাঞ্ছনা—
ন্যায্য কিংবা অন্যায্যই হোক
অটল যা'রা থাকে, রয়—
উন্নতির উজ্জী লেখা
অন্তরীক্ষে গায়ই জয়;
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ
থাকেই যদি অন্তরে—
মিলিয়ে দেখ বিশেষ ক'রে
ঐ লাঞ্ছনা কী করে। ২৯।

সব বিধানের ধাতা যিনি
ধৃতিও তিনি হ'ন সবার,
বাঁচার তত্ত্ব, কৃতিসত্ত্ব—
বিভবই কিন্তু হয় তাঁহার। ৩০।

সব দেবতার জীয়ন-বেদী—
ইষ্ট, এটা জেনে রেখো,
অস্খলিত নিষ্ঠা-কৃতির
অনুশীলনে মিলিয়ে দেখো,
প্রেরিত যাঁ'রা, অবতার যাঁ'রা,
যাঁ'দের যেমন বিভব আছে,
ইষ্টনিষ্ঠার অনুশীলনে
দেখবে সবই তাঁ'রই কাছে ;
বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়ে কভু
ভিন্ন অর্থে দেখো না তাঁ'দের,
বোধচক্ষু নিয়ে দেখো—
তাঁ'তেই বিভব সব মহতের ;
খাবি খেয়ে বিপাক-বোধে
তাঁ'কে কি আর দেখা যায় ?
নষ্টে প'ড়ে ধীরে-ধীরে
ঐ বিপাকে সব হারায় ;
পূর্ব্বতনে যাঁ'রা ছিলেন
উর্জ্জী দীপ্ত উচ্ছলায়,—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
দেখতে পাবে সবই তাঁ'য়। ৩১।

নিষ্ঠা

কোথায় কেমন কী ভাব নিয়ে
কেমন ক'রে চলবে তুমি,
সব অবস্থায় শিষ্টভাবে
ঐটি করাই নিষ্ঠাভূমি। ১।

নিষ্ঠাবিহীন আনুগত্য
কৃতি-আবেগ রয়ও যদি,
ভঙ্গপ্রবণ চলন-চর্য্যায়
ব্যর্থ হবে নিরবধি। ২।

জপতপ তুমি লাখ কর-না
তত্ত্বকথায় সাঁতার কাট,
জীবনদ্যুতিই জাগবে নাকো
ইষ্টনিষ্ঠায় থাকলে খাট। ৩।

শুভ নিষ্ঠা, বলিষ্ঠ নয়—
ব্যতিক্রমের রয়ই ভয়। ৪।

ইষ্টপোষী নিষ্ঠা ভাল,—
স্বার্থপোষী নয় তেমন,
আপদ্‌নিরোধ হয় না তা'তে
উন্নতিকেও করে দমন। ৫।

সুসময়ে প্রভাত এলেই
দোয়েল-শ্যামার গানের সুর,
মলয়নিটোল দীপ্ত প্রাণে
ছড়িয়ে পড়ে বহুৎ দূর ;
নিষ্ঠা-প্রভাত যেমনি ফোটে
অন্তরেরও তেমনি সুর
ঘটে-ঘটে ছড়িয়ে পড়ে
বিছিয়ে যায় সে অনেক দূর। ৬।

দণ্ডীকা চলন রোখনা কঠিন
নিষ্ঠা কাফী জিস্‌কো,
বিভব উস্‌কা ঢেউ লাগাওয়ে
মিঠা ব্যবহার জিস্‌কো। ৭।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
স্খলিত হয় না নিষ্ঠাস্রোত,
যা' ক'রে সে সুনিষ্ঠ হ'য়ে
নিজেই হয় সে কৃতিপোত। ৮।

বোধবিবেকের সঙ্গীতসুর
নিষ্ঠাই নিয়ে আসে,
নিষ্ঠাকৃতি দুষ্ট ভীতি
উতাল তালে নাশে। ৯।

সৎ-এ নিষ্ঠা সৎই আনে
অসৎ ভাঙ্গে সত্তারাগ,
সৎ-সংহতি সৎ-এর দীপক
অসৎ ভাঙ্গে সৎ-এর বাগ। ১০।

নিষ্ঠা যখন রোল তুলে ধায়
অস্খলনী অনুরাগে
উতল চলার পরাক্রমে,—
যায় না ঠেকানো কোন বাগে। ১১।

নিষ্ঠা তোমার যা'তে,—
তা'তেই তোমার চলন-বলন—
সৎ বা অসতে। ১২।

নিষ্ঠা থাকলে নেশা হয়
নেশাই কিন্তু ঝোঁক,
অস্খলিত নিষ্ঠা যেমন
জীবনেও তেমনি রোখ। ১৩।

ইষ্টনিষ্ঠা থাকেই যদি তোর—
শিষ্টাচারে সুষ্ঠু হ'য়ে
চলিস্ জীবনভোর। ১৪।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়—
দীপ্ত হবে দীপন বেশ,
অটুট-নিটোল শিষ্টাচারে
স্বস্থে র'বে জীবন-রেশ। ১৫।

ইষ্টনিষ্ঠ কৃতিচর্য্যায়
বিভবের অভাব কী!
ছাইয়ে ফলে সোনা তা'দের
জলে গজায় ঘি। ১৬।

ইষ্টনিষ্ঠাই মুক্তি তোমার
ইষ্টনিষ্ঠাই পরাগতি,
ইষ্টনিষ্ঠাই ব্রাহ্মী পথ
নিষ্ঠাই তোমার জীবনগতি। ১৭।

জ্ঞানের স্থণ্ডিল ঐ তো নিষ্ঠা
নিষ্ঠাই কিন্তু তপের টাট,
মন্ত্রসুরের নিষ্ঠা জীবন
নিষ্ঠাকৃতিই জীবনঠাট। ১৮।

সংস্থিতির যা'-কিছু আছে
নিষ্ঠাই তা' ধ'রে রাখে,
অসৎনিরোধ নিষ্ঠাই করে
স্থিতিও বাড়ে নিষ্ঠারাগে। ১৯।

বিক্রম যেথা যেমন থাক্-না
সাত্বত স্রোত নিষ্ঠাই বয়,
নিষ্ঠাকৃতি অভয় দিয়ে
নষ্ট করে অনেক ভয়। ২০।

নিষ্ঠায় পরাক্রম নাই যদি রয়
নাই যদি থাকে উর্জ্জনা,
নিষ্ঠা তোমার আছে কি নাই!—
বলবে প্রকৃতি—'না গো না'। ২১।

যেমনতর নিষ্ঠা-আবেগ
তেমনতরই ধ্যান,
তেমনতরই চলন-ফেরন
তেমনি বোধ ও জ্ঞান। ২২।

নিষ্ঠা থাকলে সেবা আসে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
দুনিয়াটাকে নিয়ে বিনিয়ে। ২৩।

বহুর সঙ্গতি নিষ্ঠাতে হয়
বহুর দীপক প্রীতির গান,
নিষ্ঠা আনে ধৃতিবেদনা
নিষ্ঠাই তো স্থিতির টান। ২৪।

নিষ্ঠাটাকে কায়েম কর
নিয়ে অটুট উদ্দীপনা,
তা'তেই উঠবে গজিয়ে তোমার
গুরুদত্ত সন্দীপনা। ২৫।

পর্য্যায়ক্রমে সার্থকতায়
তীব্র চলন যা'র যত,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগী
পরাক্রমও তা'র তত। ২৬।

আঘাত-ব্যাঘাত যা'ই আসুক না—
শিষ্ট শাসন-অনুনয়ে,
প্রেষ্ঠসেবায় অটল থাকলে
নিষ্ঠা আসে হৃদয় ব'য়ে। ২৭।

মান-অপমান-তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতেও
নিষ্ঠানিপুণ রয় যা'রা,
অস্খলিত জীবন নিয়ে
কৃতিদীপ্তই হয় তা'রা। ২৮।

তাড়ন-পীড়ন আর অপমান,
ভর্ৎসনাপিষ্ট অনুরাগে—
অস্খলিত দীপ্ত দাপে
শিষ্ট তালে নিষ্ঠা জাগে ;
একস্রোতা রাগ যদি রয়
তাড়ন-পীড়ন-অপমানে,—
শিষ্ট তালে নিষ্ঠা সেথা
বেড়েই ওঠে দৃপ্ত টানে। ২৯।

নিষ্ঠা আনে প্রাণের দ্যুতি
নিষ্ঠা আনে উছল প্রাণ,
নিষ্ঠাতেই তো জীবন গজায়
নিষ্ঠায় বাড়ে জীবনখান। ৩০।

নিষ্ঠা বাড়ায় মেধাশক্তি
নিষ্ঠা বাড়ায় মন্ত্রবল,
নিষ্ঠা আনে তন্ত্রবেদ
নিষ্ঠা বাড়ায় যন্ত্রবল,
নিষ্ঠা আনে জীবনদ্যুতি
ইষ্টতপা নিষ্পাদন,
নিষ্ঠাই তো কৃতিতীর্থ
নিষ্ঠাই সৎ কৃতিবোধন। ৩১।

ভজন-চর্য্যা

ভক্তি আছে শক্তি নেই,
সে-ভক্তির নেই বড়াই। ১।

শক্তি-বিহীন ভক্তি যা'র,
অলস অনুরক্তি তা'র। ২।

ভক্তিভাবে শক্তি যেথা নাই—
দুর্ব্বলতার আধান সেটা
ভক্তির কমই ঠাঁই। ৩।

ভক্তিই যদি রয়—
হয় কি রে তা'র জ্ঞান অপচয়?
হয় কি কৃতি ক্ষয়? ৪।

ভক্তই যদি হও—
ব'সে থাকলে চলবে নাকো
কৃতিচর্য্যায় ধাও। ৫।

মিইয়ে চলায় নাইকো ভক্তি
সন্দীপনা কোথা তা'ই?
সেথায় আছে দুর্ব্বলতা—
আর তাহাতে কিছু নাই। ৬।

ভক্তি যদি উর্জ্জী না হয়
পরাক্রমের ইন্ধনে,
নিষ্ঠাবিহীন নষ্ট হৃদয়
থাকেই বৃত্তি-বন্ধনে। ৭।

মারুতি যেমন ভক্ত ছিলেন—
উর্জ্জী তালে তাল ধ'রে,
অসৎ সবই কর নিকেশ তুই
শিষ্ট তালে তা'ই ক'রে। ৮।

উর্জ্জী ভক্তি নে সেধে তুই
ধীমান বীর্য্যের দীপ জেবলে,
ক্লৈব্য চলন দূর ক'রে দে
আবর্জ্জনা সব ঠেলে। ৯।

সবার প্রেয় জীবন কিন্তু
শ্রেয়ও কিন্তু তা'ই পালা,
নে সেধে নে উর্জ্জী ভক্তি
যাক্ মিটে যাক্ সব জবালা। ১০।

চলনসুরে বলন এনে
বর্দ্ধনা তুই ছিটিয়ে দে,
বিশাল-বিপুল প্রাণনদীপ্ত
সেই অমরার প্রাণন-নদে। ১১।

নিপুণ হ'য়ে উতল রোলে
সামসুরে তুই সে গান কর্—
যেটি ধ'রে যেটি ক'রে
পায় সকলে তৃপণ-বর। ১২।

ইষ্টনিষ্ঠ বৈধী টানে
কৃতিস্মৃতি নিয়ে,
সুষ্ঠু লোকপূজায় কিন্তু
ভাগ্য চলে ব'য়ে। ১৩।

কৃতি-উছল তৎপরতায়
নির্ব্বাহ কর্ রাগ নিয়ে,
সার্থকতা হাসিমুখে
ভাগ্যেতে তোর যাক্ ধেয়ে। ১৪।

শ্রদ্ধাভক্তির উতাল চলায়
আচার্য্যে কর প্রতিষ্ঠা,
অস্খলিত হ'য়ে চল
তাঁতে রেখে নিষ্ঠা। ১৫।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
অনুজ্ঞাত অনুনয়নে
লোকভজী যা'রাই যত,—
তা'রাই ওঠে সুবর্দ্ধনে। ১৬।

ইষ্টনিষ্ঠার আবেগভরে
তপরত তুই হ'য়ে চল্,
সাধার আবেগ বেড়ে উঠুক
বেড়ে উঠুক হৃদয়-বল। ১৭।

নিষ্ঠানিটোল অনুশীলন যেথা
শিষ্ট বোধে দাঁড়িয়ে রয়,
ভাগ্য কিন্তু সেইখানেতে
উচ্ছলতায় উজান ধায়। ১৮।

ভক্তি বাড়ায় নিষ্ঠানুরাগ
নিষ্ঠা বাড়ায় কৃতিবোধ,
কৃতিবোধে আসে জ্ঞান—
দূরদৃষ্টের অবরোধ। ১৯।

ভক্তি যদি ভালই লাগে
সুনিষ্ঠ হও আগে,
শিষ্ট চলায় চলতে থাক
পরাক্রমী রাগে। ২০।

শিষ্ট-সুষ্ঠু কৃতি যেথায়
সঙ্গেতে রয় পরাক্রম,—
দীপ্ত চলন তৃপ্ত করে
সার্থক হয় ভক্তি-দম। ২১।

প্রাণের টানে ধর, কর,—
অনুশীলনী কৃতি নিয়ে,
কর, বোঝ, চলতে থাক—
ভক্তি-নিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে। ২২।

ভক্তি তোমার থাকলে কিন্তু
শৌর্য্য জাগবে ঠিক জেনো,
ভেজাল ভক্তি থাকলে—শৌর্য্য
আসে নাকো ঠিক মেনো। ২৩।

ভক্তি যদি না থাকে তোর
শক্তি পাবি কিসে ?
ভক্তি-শক্তি এক বাঁধনে
রেখে—রাখ্ না দিশে। ২৪।

অধম হ'য়েও ভক্তিনেশায়
শিষ্টনিপুণ থাকলে কেউ,
অধঃপাতকে এড়িয়ে তা'রা,
সদ্-দ্যোতনার তোলেই ঢেউ। ২৫।

দীপ্তিই যদি চাও—
দীপক দৃষ্টি নিয়ে তুমি
ভক্তি-চর্য্যায় ধাও। ২৬।

শ্রেয়ই যদি চাও—
ভক্তিটাকে সেধে নিয়ে
সেবার পানে ধাও। ২৭।

মুক্তি দিয়ে কী লাভ তোমার ?
ভক্তি সেধে নাও,
ভরদুনিয়ায় সবার প্রাণে
তা'ই ছিটিয়ে দাও। ২৮।

ভক্তি যেথা আছেই জানিস্
আছেই সেথা পরাক্রম,
কৃতিরাগে শিষ্ট তালে
দীর্ঘ কর্ তোর জীবনদম ;
দীপ্ত-নিটোল ইষ্টগানে
মাতিয়ে তোল্ রে সকল বুক,
সবাই যেন করে উপভোগ—
জীবনতালের পরম সুখ। ২৯।

তৃপ্তি যদি চাওই তুমি
বাড়িয়ে চ'লো নিষ্ঠা-আগুন—
ভজনসেবায় কৃতি-প্রীতিত্
শিষ্ট ক'রে সাত্বত গুণ ;
নিষ্ঠারাগে অটুট রহ
চলতে থাক জীবনভর—
সুখেদুঃখে যেমন পার
চলায় থেকে সুতৎপর। ৩০।

ভক্তিতে রয় নিবেশ-দৃষ্টি
নিবেশ-দৃষ্টিতে জ্ঞান,
ইষ্টনিষ্ঠ তাৎপর্য্যেতে
সৃষ্টি করে ধ্যান,
ধ্যানে খোলে অন্তর্দৃষ্টি
তা'তেই আসে বিশদ দেখা,
অমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
মস্তিষ্কে আসে প্রাজ্ঞ লেখা। ৩১।

ভক্তিশ্রদ্ধা-কৃতিসেবা
শ্রেয়গুরুতে যাহার রয়,
দাম্ভিকতা দূরে থাকে তা'র
বিভুই তাহার বিভব বয়। ৩২।

জীবনপথের দ্যুতি যিনি—
নিষ্ঠানিপুণ রাগে
বেশ ক'রে তাঁ'য় নাও না জেনে
ভজনদীপন যাগে। ৩৩।

আচার্য্যসান্নিধ্যে থাকবে যখন
তাঁ'র সেবা আর চর্য্যা ক'রে,
ক্রমে-ক্রমেই উঠতে থাক
গতি রেখে শুদ্ধ ধীরে ;
শিষ্টভাবে নিবিষ্টতা
আসে যখন, তখন কিন্তু
ভজনতপের সময় এলো,—
সুষ্ঠু হবে জীবনতন্তু। ৩৪।

ঝন্ঝনানি ঝিঁঝির রোলে
নামের বোলটি বিছিয়ে চল্,
উছল হ'য়ে উর্জ্জনাতে
সেধে নে তোর জীবন-বল। ৩৫।

সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে যে ঐ
ডাকছে ঝিঁঝি ঝঞ্চনে,
ঝিঁঝির সুরে সুর মিলিয়ে
রও লাগোয়া ইষ্টটানে। ৩৬।

ভজনপথে শব্দ নিয়ে
অন্তরেরই ঝাঁঝালো তান,
ক্রমে-ক্রমে এগিয়ে চলুক,—
সার্থক কর জীবন-প্রাণ। ৩৭।

অন্তরেরই ত্রিবেণী তোর
ত্রিকূট যেথায় জেগে রয়—
হুঙ্কারেরই ঝঙ্কারেতে
তাপস সেথা ধ্যানে রয়। ৩৮।

ধ্যানের আবেগ বাড়বে যতই
ইষ্টনিষ্ঠ সন্দীপনে,
ক্রমে-ক্রমে রারং-দ্যুতি
কাঁপিয়ে তোলে সত্তাখানে। ৩৯।

ভজন ছাড়া হয় কি রে জ্ঞান ?
ভজন থেকেই ভক্তি আসে,
ভক্তি ছাড়া বাস্তব জ্ঞান
পড়ে না কি মিথ্যা ফাঁসে ? ৪০।

যেভাবে যেমন ভজন তোমার
বিভবও তেমনি হবে তোমার,
তেমনতরই স্বভাব-চলন—
তুমিও তেমনি হবে আধার। ৪১।

নিষ্ঠা-ভজন যেমনতর
পাবেও কিন্তু সেই ধৃতি,
বিভুর বিভব এমনতরই
চলারও জেনো তা'ই রীতি। ৪২।

নিষ্ঠাদীপী ভজন করবি
যেমন নিখুঁত উদ্যমে,
কৃতি-অনুগ ফলও পাবি
তেমনতরই দমে-দমে। ৪৩।

ভজনদীপ্ত পূজা যখন
প্রেষ্ঠপ্রীতি-বর্দ্ধনায়
চলে দীপ্ত উৎসৃজনে
স্বতঃসিদ্ধ কর্ষণায়,
বর্দ্ধনা তো তখন আসে
বোধ ও গুণের তর্পণায়,—
তৃপ্ত ক'রে ব্যক্তিত্বকে
হৃষ্ট-শুভ উর্জ্জনায়। ৪৪।

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ
দীপ্ত যাহার ইষ্টনেশা—
সোহাগ কিংবা ভর্ৎসনাতে
অটলই যে রয় তা'র দিশা,
ইষ্টনেশা দীপ্ত যাহার—
আত্মশাসী হ'য়ে থাকে,
কৃতিপথে বোধবিবেক তা'র
ক্রমে-ক্রমেই ওঠে পেকে ;

জীবনভরা অমর দ্যুতি
ডমরু-কণ্ঠে বিলায় সে-জন,
কিঙ্করীরই কনক-তালে
উথলে ওঠে তা'র ভজন। ৪৫।

ভজনপূজার তপদীপনায়
নিষ্ঠানিপুণ যেমন হ'য়ে
সাধবি যা'রে যেমনতর,—
আবেগ নিয়ে উঠবে ধেয়ে। ৪৬।

তীব্র গতি মন্থর হ'ল
কেমন চলার কেমন ধাঁচে ?
ছোটবড়ই বা কেন হ'ল
কেন কোথায় কেমন ছাঁচে ?
কোথায় কাহার কেমন গতি
মতি ও বোধ কেমনতর ?
কী আবেগে কেমন চলে
অস্তিসম্বেগ কেমন দড় ?
নিষ্ঠানিবেশ নিয়ে ওসব
নিপুণ হ'য়ে বুঝে দেখ্,
কেন কোথায় কী যে হ'চ্ছে
ধীইয়ে সে-সব বোধে রাখ্ ;
ঐ ধারাগুলি ঠিক হ'ল কি—
বিনিয়ে বুঝে সেটাও রাখ্,
নিয়োগ করিস্ সে-সবগুলি
সব যা'-কিছুর বুঝে তাক্ ;

কেমন করলে ভাল পাবে
খতিয়ে সে-সব রেখে দিও,
কোথায় কেমন ভাল হবে
এমনি ক'রেই বুঝে নিও ;
সত্তাস্বস্তির সিদ্ধি এনে
সম্বর্দ্ধনায় নিয়োজন,
ধ'রে-ক'রে ক'রো সে-সব
যেথায় যেমন প্রয়োজন ;
এমনি ক'রে পদক্ষেপে
এগিয়ে চল জীবনতালে,
বিহিত ভজন সার্থক ক'রো
সুসন্দীপ্ত সিদ্ধ তালে ;
ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাহৃতি সব
সংগ্রহ কর দক্ষ হ'য়ে,
বেড়ে চলুক ভরদুনিয়া
সিদ্ধ নিপুণ বৃদ্ধি পেয়ে,
পায়ে-পায়ে এগিয়ে চল
জীবনতালটি ঠিক রেখে,
দেখে-চ'লে-ক'রে-বুঝে
জাগুক সবাই তোমায় দেখে ;
স্বস্তি আসুক, বৃদ্ধি আসুক
দীপ্তি চলুক জীবন ব'য়ে,
বিভব-বিভোর ইষ্টনেশায়
সার্থকতায় সিদ্ধ হ'য়ে। ৪৭।

নিষ্ঠানিটোল হৃদয় নিয়ে
আগ্রহশীল তৎপরতায়,
কৃতিপথে যায় এগিয়ে
উদ্যমেরই দ্যুতিবিভায়—
বোধবৃত্তিও সঙ্গে-সঙ্গে
সজাগ হ'য়ে ওঠে যখন,
দৈবশক্তি অমনি ক'রেই
উচ্ছলতায় চলে তখন,
দৈবশক্তি ওকেই বলে
চলন তাহার অমন দড়,
উচ্ছলতায় কৃতিসিদ্ধ
সার্থকতায় করেই বড় ;
বিহিত বিশেষ অবস্থাতে
প্রাকৃতিক বিন্যাস রয় যেখানে,
আশ্রয় হ'য়ে সে তোমারে
বাঁচায় তোমায় দুষ্ট ক্ষণে,—
এমনতর বিহিত বিন্যাস
যেখানে তুমি পাও যখন,
প্রকৃতিরই বিন্যাস তোমায়
রক্ষা কিন্তু করে তখন ;
কারণ যেথায় বোবা মেধায়
উচ্ছলিত সক্রিয় নয়—
দৈবশক্তি ব'লে তা'কে
অনেক সময় লোকে কয়। ৪৮।

ব্যভিচারদুষ্টা ভ্রষ্টা নারীর
কান্তাভাব প্রায় নয়ই সৎ,
স্বার্থলোভেই চলে তা'রা
কমই শিষ্ট জীবন-পথ ;
নিবিষ্ট নয় যা'দের হৃদয়
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,
তাড়ন-পীড়নে নয়কো তৃপ্ত
কান্তাভাব কি তা'দের জাগে ?
অটুট নিটোল নিবিষ্ট যা'রা
প্রেষ্ঠচর্য্যায় অটুট রতি,
কান্ততে যে শান্ত থাকে—
শিষ্ট চলায় সুষ্ঠু গতি,
অমনতর কান্তাভাবের
শান্ত হৃদয় তৃপ্ত মন,
কান্তপ্রীতিতে হৃদয় ভরা,
না চায় বিভব, না চায় ধন,
কান্তাভাব তো সেথায় সিদ্ধ—
অসৎ-বিদ্ধ নয় কখন,
জয়ের গানে প্রীতির টানে
কান্তা সিদ্ধ হয়ই তখন ;
বোধ-বিবেকের সুষ্ঠু চলন
শিষ্ট-সিদ্ধ, দৃষ্টি সুদূর,
ভক্তিমাখা ধীটি তাহার
সব সমস্যা করেই দূর ;
শিষ্ট-শান্ত তৃপ্তি নিয়ে
ব্যস্ত সেবা-পরিক্রমায়—

কান্তাভাবটি তেমন জনার
অন্তরে গড়ে দিগ্‌বলয় ;
বর্ত্তমান আর ভূত-ভবিষ্যৎ
শিষ্ট তালে এঁচে নিয়ে,
কান্ত সহ কান্তা চলে
স্নেহসিদ্ধ চুমু দিয়ে ;
এমনতর দেখবে যেথায়
কান্তাভাবের রূপ মহান্‌,—
দেখলে বুঝো, নারায়ণের
লক্ষ্মীবিভব, লোকনিদান ;
পুরুষ-নারী উভয়েই কিন্তু
কান্তাভাবের ভাবুক হয়,
দেখে-শুনে বুঝে নিও—
কেবা কেমন, কী-পরিচয় !
ভ্রষ্ট নিষ্ঠা যা'দের থাকে
হয় না তা'দের কান্তাভাব,
ছিন্ন-ভিন্ন মনে তা'দের
ব্যতিক্রমই হয়ই লাভ। ৪৯।

নষ্ট থেকেও ভ্রষ্ট হ'য়েও
ইষ্টনিষ্ঠার টানে,
ঐ নেশাতেই চলে-ফেরে
হৃদয়-নিবেদনে,
শিষ্ট আচার-ব্যাভার নিয়ে
লোকচর্য্যী প্রাণে
আপন মনে ভিক্ষা ক'রে
তৃপণ-উপাদানে

বেড়ায় যে-জন,—ঐ অবদান
সৌষ্ঠব ক'রে চলে,
যা'র ফলেতে ভাগ্যদেবী
তৃপ্ত হ'য়ে ফলে। ৫০।

ইষ্টাপূর্ত তপোনিষ্ঠায়
কৃতিস্রোতে যা'রাই চলে,
শুভদীপ্ত উচ্ছলতায়
পরিবেশকে উপ্‌চে তোলে ;
বাস্তবতার বিনায়নে
দক্ষনিপুণ হ'য়ে তা'রা,
উদ্দীপনী স্বস্তিপ্রভার
আনেই বিপুল স্রোতল ধারা ;
হাতে-কলমে করবে যতই
নিখুঁত হ'য়ে নিবেশ নিয়ে—
ভগবানের ভজন হ'তে
উঠবে বিভব বিচ্ছুরিয়ে ;
অক্রিয় যা'রা, হাজার ভাবুক—
সক্রিয় দীপ্ত হয় কি কভু ?
সম্যক্‌ভাবে যেমন হবে
তেমনি হবে সত্তাবিভু। ৫১।

ইষ্টার্থ-ভজন—শ্রেয়ভজন,
সবার শ্রেয়রাগে
চলতে থাক, ধ'রো নাকো
বৃত্তিবেঘোর বাগে ;

তাঁর জীবনের যে-উদ্দেশ্য
তোমারও তা'ই হোক,
বিনায়নী তাৎপর্য্যেতে
রেখোই তা'রই রোখ। ৫২।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠার
একতন্ত্র ধ'রে,
সেবায় আপ্রাণ হ'য়ে তুমি
চল দীপক সুরে;
দীক্ষা পাও আর না-ই পেয়ে থাক—
একায়িত মনে,
আচার্য্য ভ'জে চলতে থাক
ভাব-উৎসারণে;
যখন বোঝেন দেবেন দীক্ষা
তা'তেই খুশী হ'য়ো,
একনিষ্ঠায় তাঁ'রই সেবায়
নিয়োজিত র'য়ো;
দেখবে কেমন সব যা'-কিছু
ধৃতি-বিনায়নে,
উথলে ওঠে ভক্তি-হাওয়ায়
জীবন-উৎসারণে। ৫৩।

প্রিয়র প্রতি নিষ্ঠা-আবেগ
রয় যদি—
শেলের মতন প্রিয়'র ব্যথা
লেগেই থাকে নিরবধি,

যতক্ষণ তাঁর আপদ্-বিপদ্
নিরসন করতে না পারে,
দীপ্ততেজা পরাক্রমটি
বোধবিকাশে ক্রিয়া করে ;
কৃতিদীপ্ত প্রাণ-আবেগে—
দাউ-দহনী বুকের আগুন,
সুদক্ষতার অনুনয়নে
নিভিয়ে দিয়ে—হয় নতুন,
তৃপণতেজা হৃদয় নিয়ে
স্ফূর্ত্তি নিয়ে চলে তখন—
প্রীতির পূজায় প্রিয় তাহার
পরিতৃপ্ত হন যখন ;
প্রীতির নেশা এমনতরই
বিক্রম নিয়ে চলতে থাকে,
প্রিয়কে সে সব-রকমে
ভজনসেবায় মুগ্ধ রাখে ;
অস্খলিত প্রীতির নিশান
দৃপ্ত-তেজা তাহার কাছে,
মূর্ত্ত প্রীতি ঐ দেখ না—
সার্থকতায় দাঁড়িয়ে আছে। ৫৪।

ভগবত্তা

সৰ্ব্বঘটে র'ন ভগবান্
ভজনদীপ্ত উচ্ছলায়,
বেত্তাপুরুষে তিনিই বিভু
লোকহিতী ঊর্জ্জনায়। ১।

সৰ্ব্বঘটে র'ন ভগবান্—
আচাৰ্য্য ন'ন কা'রো তিনি,
শিষ্ট জনার ইষ্টনিষ্ঠায়
জ্ঞান-বিভবে ফোটেন,—জানি। ২।

সৰ্ব্বভজী হ'ন ভগবান্—
আচাৰ্য্য ন'ন কা'রো তিনি,
ইষ্টনিষ্ঠ শিষ্ট জনার
নিষ্ঠাসেবায় বিকাশ তিনি। ৩।

সৰ্ব্বঘটে র'ন ভগবান্—
জ্ঞানবিভবে বিকাশ যেথা,
বরেণ্য তিনি পুরুষোত্তম
জীবন-বৃদ্ধির হ'ন উদ্ধাতা। ৪।

সৰ্ব্বঘটে যিনি থাকেন
তিনিই স্রষ্টা, তিনিই ধাতা,
তা'র মধ্যে বেত্তা-পুরুষ—
তিনিই তো হন লোক-উদ্ধাতা। ৫।

ঘটে-ঘটে র'ন ভগবান্
বিশ্বজগৎ ছেয়ে,
ধৃতিনিপুণ তৎপরতায়
প্রতিপ্রত্যেককে বেয়ে। ৬।

বিশ্বধাতা ঐ ভগবান্
পূরণ পুরুষ সবার,
নিষ্ঠাচারে—বেত্তা যিনি
অবতরণ সেথা তাঁ'র। ৭।

নিষ্ঠাভরা প্রজ্ঞা যেথায়
ভক্তি যেথায় কৃতিস্রোতা,
বিকাশ পেয়ে জ্ঞানে সেথায়
ভগবান্ই থাকেন তথা। ৮।

জেনে যখন জানান সবায়
আচার্য্য হন তখন তিনি,
তাঁ'তেও থাকে ভজী সত্তা
শিষ্ট সত্তায় মূর্ত্ত যিনি। ৯।

নিষ্ঠানিটোল ভক্তি-স্রোতে
আনুগত্য-কৃতির সেবা,
সুসমীচীন চর্য্যাসেবায়
ফোটেই ভগবানের বিভা। ১০।

ভজনচর্য্যা-বোধকৃতি
ভগবান্‌কে মূর্ত্ত করে,
যেখানে যেমন ঊর্জ্জনা তা'র
থাকেন তিনি সেই কলেবরে। ১১।

যাঁ'র আগমনী উৎসর্জ্জনায়
তুমি-আমি শুভপ্লুত,
তাঁ'র আগমন আবার বিনা
কেউ কি রে হয় স্বস্তিপূত? ১২।

কৃতকৃতার্থ অনুচলন
ধৃতি-কৃতি-প্রীতি নিয়ে,
সার্থকতায় আগ্‌লে ধরে
সৎ-শুভকে হৃদয় দিয়ে—
মূর্ত্ত বিভু সেথাই র'ন
ভজন-পূরণ দীপ্তি দিয়ে,
ভগবত্তা সজাগ সেথায়
বিস্ফারিত বিভব নিয়ে;
বিহিত হওয়ার স্বস্তিসেবা
সেথায় করে আরাধনা,
বিভূতি তা'য় হাস্যময়ী
নিয়ে নিটোল সদ্‌-ঊর্জ্জনা। ১৩।

শব্দ-বিজ্ঞান

অযুত-কোটি শব্দ ভাসে
মহাশূন্যের ঢেউ ধ'রে,
বেছেগুছে পারলে নিতে
সুফল দিয়ে সুষ্ঠু করে। ১।

তোমার সত্তার একটি অণু
একটি শব্দ-ঝঙ্কার,—
ভরদুনিয়ার অর্থ আছে,
সাধ, ধর—তুক্ তা'র। ২।

শব্দযোগের হ' না যোগী
সঙ্গীতি তা'র দেখ্ না বুঝে,
বিহিত শব্দে হয়ই বিহিত
লাগেও সেটা তেমনি কাজে। ৩।

জীবনটাও তোর স্পন্দনা তো
এমনতরই সব-কিছু,
স্পন্দনারই নন্দনাতে
নে খুঁজে তুই তা'র পিছু। ৪।

নাচ-গান যা' দেখিস্-শুনিস্
স্পন্দনারই পরিভব,
চলা-বলা, ভাব ও বোধ
স্পন্দনই তো করে সব। ৫।

স্পন্দনাকেই ব'লে থাকে
শব্দসুরের দ্যোতন ভেলা,
বিশ্বভরা তা'রই ভৃতি
হ'চ্ছে সদা কতই খেলা ;
লয়-বিলয় আর উদ্ভবেতে
উঠছে ফুটে স্থিতি ও লয়,
তেমনি ক'রেই নিত্যনূতন
উঠছে ফুটে, পাচ্ছে ক্ষয়। ৬।

শব্দব্রহ্মে যুক্ত র'লে
সত্তায় যুক্ত রইলে না,
সত্তাই ইষ্ট, সত্তাই গুরু,—
স্খলিত হ'লে, ধরলে না। ৭।

কোন্ স্পন্দনার বিভার রঙে
কেমনতর সমাবেশ ?
কোন্ দ্যুতিতে রং খেলে তা'র—
কোন্ বা রঙের হয় নিবেশ ?
কী স্পন্দনের বস্তু কেমন ?
বস্তুর বিভা কেমনতর ?
দ্যোতন-তালে খুলে খেলে
কেমন তালে চলছে দড় ?
কী সঙ্গীতির সমাবেশে
শাসিত রূপ কেমন কা'র ?
সেইটি দেখে বুঝে নিও—
সার্থকতা কেমন তা'র। ৮।

জীবনটা কী? আছে কোথায়?
কেমনে কী ধ'রে রাখে?
প্রাণন-স্পন্দন কোথায় কেমন?
কেমনে তা' জীবন রাখে?
কোন্ সুরেরই বিনায়না?
কোন্ বা সুরের উছল লীলা?
কী তানের বা আকর্ষণে
জীবনটার এই স্রোতল চলা?
কেমনতর কী ব্যতিক্রম
জীবনক্রমকে দুষ্ট করে?—
কেমন ক্রমে সচল থাকে
প্রাণন-দীপ্তি বিভায় ধ'রে?
দেখেশুনে বোধবিচারে
ক'রে সবার মুক্ত বোধ,
জীবনদীপে র' দাঁড়িয়ে
মরণটাকে কর্ না রোধ। ৯।

বৃত্তিমুখর বুদ্ধি হ'লে
জাগবে না সুর কোনকালে,
ইষ্টমুখর শিষ্ট নেশায়
চলেই সে তান ঝঞ্ঝারোলে। ১০।

সুরেই কিন্তু ভাবের বিকাশ
সুরই কিন্তু জীবন-ধ্বনি,
মিলনসুরে চল্ গেয়ে তুই,—
প্রাজ্ঞ হোক্ তোর জীবন-খানি। ১১।

সুরের সাথেই স্বরের বিভব
সুরই মূর্ত্ত স্বরে,
একনিষ্ঠ অনুরাগে
কৃতিও মূর্ত্তি ধরে। ১২।

মান-অপমান-হিংসা-নিন্দা
এড়িয়ে ধর সে মূল তান,
নিষ্ঠানিপুণ পরিচর্য্যায়
গাহুক সবাই তেমনি গান। ১৩।

কেমন সুরের কোন্ অণুটি
দূরান্তরের কোন্ টানে,
এক জোটেতে শৃঙ্খলিত
উঠ্ল হ'য়ে কী তানে!—
এমনি ক'রে সব যা' দেখে
তত্ত্বদর্শী হ' আগে,
ঋষির চক্ষু তবেই পাবি
ধৃতিপালী হোমযাগে। ১৪।

স্পন্দনারই দ্যুতির দোলায়
বিহিতভাবে বিহিত হয়,
যেখানে যেটার উৎসর্জ্জনা
তেমনি বিধান সেথা রয়। ১৫।

প্রাণনধারাই জীবন তোমার
স্পন্দনই তা'র গতিবেগ,
তা'তেই তুমি জ্যান্ত থাক
তা'তেই থাক নিয়ে আবেগ। ১৬।

স্পন্দনটা সমীচীন হ'লে
সত্তাও থাকে সমীচীন,
স্বাস্থ্য-সন্দীপনাও তেমনি
বোধ-বিবেকে রয়ই লীন। ১৭।

দীপ্ত সুরে দৃপ্ত গানে
নিয়ে বুকের স্পন্দনা,
ওঠ্ নেচে তুই তাথৈ তালে
ক'রে বিভুর বন্দনা। ১৮।

জীবনপথে আলোর গতি
ঝুলনদোলায় দুলছে যাহা,
হোক্ না বিকাশ তোমার কাছে
হও না সার্থক বুঝে তাহা। ১৯।

জীবনদাঁড়ায় রুণুঝুনু
শিষ্টতালে বেজে উঠুক,
'জয়গুরু জয়গুরু' রবে
ভরদুনিয়া তেমনি নাচুক্। ২০।

অণু-পরমাণু সবে
দীপন সঙ্গীতি নিয়ে
বুঝে-সুঝে বিনিয়ে দেখিস্—
কোথায় কেমন হ'য়ে,
উচ্ছলিত উৎসারিত
হ'ল কোথায় কেমন,
বিক্ষেপই বা আন্‌ল কোথায়
কেমনতর চলন;

দীপন রাগে এমন স্রোতটি
বুঝলে-সুঝলে পরে,
ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রাহ্মী ধৃতি
ফুটবে থরে-থরে ;
পরাৎপর যে অণু আছে
পরমাণু রূপে—
কী মর্য্যাদায় কেমন হ'ল
কেমন ধাপে-ধাপে !
বিনিয়ে দেখলে বিন্যাসে তা'
বিহিত ধৃতিবোধে,
তবে তো তোর আসবে রে জ্ঞান
অজ্ঞতাকে রুধে ! ২১ ।

শব্দব্রহ্ম পাবে কিসে
সত্তাব্রহ্মে যদি না জান ?
ইষ্টনিষ্ঠ হবে কিসে
ইষ্টব্রহ্মে যদি না মান ?
যত অনাদর করুন তিনি
যত অত্যাচারই করুন না,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
ক'রোই তাঁহার বন্দনা ;
যে-জন তোমায় যা'ই বলুক না
অনিষ্ট ব্যবহার ক'রোই না,
সত্তাব্রহ্মের ঐ পূজাই তো
শব্দব্রহ্মের অর্চ্চনা ;
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,

সত্তাব্রহ্ম উঠুক জেগে
শব্দব্রহ্মে দীপ্তরাগে । ২২ ।

স্থির ও চরের চরম প্রান্তে
শব্দ-আলোর সঙ্গীতি,
নিয়ে আসে নাদ ও বিন্দু—
চরম ধৃতির প্রতীতি,
অবশ-বিভোর উৎসর্জ্জনায়
শান্ত-তৃপ্তী নন্দনায়,
ক্ষান্তিপ্রসূ হ'য়ে চলে
ইষ্টীপূত বন্দনায়,
শিষ্ট প্রজ্ঞার সুষ্ঠু ধারায়
চর ও স্থিরের কোলাকুলি,
নিপট শিষ্ট সুষ্ঠু বোধে
উছল হ'য়ে সব ভুলি,'
শান্ত-শিষ্ট রাগদীপনায়—
সন্ত তখন সুধী বেদে,
মহামায়া-পূরণপুরুষে
শুদ্ধ সঙ্গীতি পায় সেধে,
ইষ্টীতালের দৃষ্টি সেথায়
শুদ্ধ হ'য়ে রয় সুখে,
প্রান্তরেরই ধৃতিবেদন
রয় মিলন ঐ প্রীতি বুকে । ২৩ ।

নাম সাধা মানেই—নিষ্ঠানতি
অন্তর-শব্দে রেখে মন,
দীপ্ত বেগে সজাগ থেকে
শুনতে থাকা—নাদ-ধ্বনন ;

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
ইষ্টে অটুট না হ'লে,
শিষ্ট-শুদ্ধ অন্তর-নাদে
থাকে নাকো মন, যায় চ'লে ;
ডা'ন কানে যে নাদ পাবি তুই
সেইটি কিন্তু শ্রেয় নাদ,
বামের নাদে হয় না সিদ্ধ
ঘটেও অনেক পরমাদ ;
ভাববৃত্তির পাকে প'ড়ে
মানুষ অনেক দেখে-শোনে,
নাম-নাদেরই ত্বরিত জেল্লা
অস্তিসত্তাক্ ক্রমে আনে ;
ইষ্টনেশার কৃতী চলন
যেমনতর জাগে যা'র,
রাগদ্যুতির উচ্ছলাটি
জেগেও থাকে তেমনি তা'র ;
ইষ্টনিদেশ ভেঙ্গে দিয়ে
কামকামনায় থাকবে যত,
অস্তিত্বটাও ঘূর্ণিপাকে
তেমনতরই ঘুরবে তত ;
ইষ্টার্থ সাধাই নিষ্ঠা নিয়ে
ঐ সবগুলির শিষ্ট হাল,
নামের হাওয়ায় নাদতরীতে
চল্ না ওরে, টেনে পাল ;
জীবনদ্যুতির প্রশস্তিসুর
ঠিক জানিস্ তুই, ঐ নাদ,

শিষ্টকর্ম্মা হ'য়ে ধ্যানে
চল্ কেটে চল্ সব প্রমাদ। ২৪।

অণুসঙ্গীতির যে তাৎপর্য্যে
পুরাণপুরুষ ব্যক্ত হন,
সে-তাৎপর্য্যের বিধায়নায়
তিনিই তেমন মূর্ত্ত হন;
মূর্ত্ত ব্রহ্মই পরব্রহ্ম
বেদদীপ্ত তাঁ'র শরীর,
তাঁ'রই ভক্তি তাঁ'রই পূজায়
হ'য়ে ওঠ তুমি সুধীর;
এমনতর পুরাণপুরুষ
ছেড়ে—কোথাও দীক্ষা নেওয়া,
তা'র মানেই কিন্তু সত্তাটাকে
অধঃপাতে বিলিয়ে দেওয়া;
অন্য স্থানে শিক্ষা নিয়ে
পুরাণপুরুষ আঁকড়ে ধরা—
সেটা কিন্তু ক্রমে-ক্রমে
শিষ্ট পথে এগিয়ে চলা;
জ্যান্ত থাক, মূর্ত্ত থাক,—
যেমন সম্ভব তোমাতে,
মূর্ত্ত হ'য়ে ব্যাপ্ত থাক
সব সত্তারই অস্তিতে,
অস্খলিত নিষ্ঠারাগে
ভক্তি-পূজা তাঁ'কেই কর,
জেগে উঠুক তোমার প্রাণে
নাদব্রহ্ম দীপ্ত দড়। ২৫।

অনুভূতি

স্বর্গ তবে কোথায় ?
তৃপণসুরের উচ্ছলতা
দীপ্ত রাখে যেথায়। ১।

স্পন্দনারই নন্দনাতে
নাচ্ছে জগৎ বিহিত নাচায়,
(সেই) নাচন যেন মোহন সুরে
নাচায় তোরে বর্দ্ধনায়। ২।

বিভু থাকেন সবখানেতে
অণু হ'তেও অণুতমে,
অস্খলিত নিষ্ঠা-কৃতিত্
বুঝে জান প্রিয়তমে। ৩।

বিজ্ঞ হ'য়ে উঠো নাকো
বাদবিলাসী তপ নিয়ে,
সঙ্গতিশীল তৎপরতা
অন্তরে তোমার থাকুক জী'-য়ে ;
বাস্তবতার সঙ্গতি নিয়ে
অন্তরবাহিরের যা'-কিছু,
অন্তরে তোমার উঠুক ফুটে
চুলুক সত্তার পিছু-পিছু। ৪।

সুষ্ঠু যাজন, চলন-বলন,
নিষ্ঠাভরা ইষ্টভৃতি,
করে যে-জন, হয়ই তো তা'র
ঐশী দ্যুতির সুসম্ভূতি। ৫।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
ইষ্টার্থে ওরে, সজাগ থাক্,
জীবন, কৃতি, বোধি নিয়ে
নিপুণ হ'য়ে তাঁ'কেই রাখ্,
নিবিষ্টতর অনুরাগে
দেখবি ক্রমে দিন-দিন,
বিভূতি তোর জাগছে ক্রমে
অন্তরেতে থেকে লীন। ৬।

ভাবে বিভোর অন্তর তোমার
মূর্ত্তি গড়ে মানসপটে,
দৃষ্টিনেশা তেমনি হ'য়ে
দর্শন আনে ঘটে-ঘটে। ৭।

আরাধ্যেরই ভাবমূর্ত্তি
যেমনতর যতই দেখিস্,
প্রাজ্ঞ বোধের বিন্যাসে তোর
বিজ্ঞ বাস্তবতা জানিস্। ৮।

তপের সেবায় বোধবিজ্ঞতায়
যেমন তুমি দক্ষ হবে,
বিভুকৃপা বিভূতি নিয়ে
তেমনি জেনো বিভবে র'বে। ৯।

ইষ্টনিষ্ঠা যেমনতর
　　কৃতিদীপ্ত শিষ্ট তালে,
চলবে তুমি যেমনতর—
　　তেমনি বিভব আসবে ভালে। ১০।

ইষ্টার্থটা বোঝ্ আগে তুই
　　নিষ্ঠানিবেশে করিস্ তা',
লোকপালী কৃতিচর্য্যায়
　　সার্থক হবে বিভব যা'। ১১।

শিক্ষা-অভ্যাস-শাসন-নীতি
　　যেমনতর যেথায় লাগে,
উচিত মতন মেনে তাহা
　　করাতেই তো বিভূতি জাগে। ১২।

অস্খলিত থাকলে নিষ্ঠা
　　কৃতিযোগে বিভব পায়,
সেই বিভবই সদ্বিভবে
　　বিভাবিত হ'য়ে রয়। ১৩।

উথলে উঠুক জীবন তোমার
　　সদ্বিভব আর বিভূতিতে,
প্রাজ্ঞচেতন চলন তোমার
　　উজিয়ে চলুক উন্নতিতে;
একনিষ্ঠ প্রাণনচর্য্যায়
　　যা'-কিছুর সব তথ্য নিয়ে,
তপের পথে এমনি চল—
　　প্রজ্ঞা-চেতন ধীটি দিয়ে। ১৪।

জীবনবাদ

স্বস্তিই যদি চাও—
ইষ্টনিষ্ঠ রাগ-আগুনে
দীপ্ত হ'য়ে ধাও। ১।

(যদি) জীবনই ভাল লাগে—
বিধিবিনায়নী স্বস্তিচর্য্যায়
সেব' শিষ্ট রাগে। ২।

জীবনদ্যুতি জেগে উঠুক
চর্য্যা কর সৎ,
প্রাণপ্রবাহ উথলে উঠুক
জাগুক জীবনপথ। ৩।

জীবনচলার আধান নিয়ে
গেয়ে উধাও সুর—
দৃষ্টিপথে দেখে-বুঝে
নজর রাখিস্ দূর। ৪।

জীবনপথে কৃতিরথে
শিষ্টপথে ধাও,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সার্থকতায় যাও। ৫।

সুষ্ঠু-চলন, শিষ্ট-ব্যাভার,
হৃদয়ভরা পরাক্রম,
কৃতিপথে উছল যে-জন—
দীপ্ত হয় তা'র জীবনক্রম। ৬।

আলোর দীপ্তি রয় যেখানে
অন্ধকার কি সেথায় রয় ?
ব্যতিক্রমদুষ্ট নিষ্ঠা হ'লে
বিভুবিভব সে কি বয় ? ৭।

মতবাদের নয়কো বিষয়
চ'লে চ'লে গজিয়ে ওঠ,
ছোট-বড় নাইকো কথা
এই জীবনেই ওঠ, ফোট। ৮।

জীবন আছে সবখানেতেই,
তবুও বেঁচে থাকে না কেউ,
বাঁচে যা'তে তা'কে বাঁচিয়ে
রাখে কি কেউ জীবন-ঢেউ ? ৯।

(তোরা) এমনি পাগলপারা
এমনি লক্ষ্মীছাড়া—
জীবন-আধানে করলি না সেবা
হ'লি সর্ব্বহারা ? ১০।

জীবন যদি যায়—
লাখ বিভবই আসুক না
তা'ও কি কভু পায় ? ১১।

সব বৃত্তিই উচ্ছলতায়
ফেঁপে উঠতে পারে,
ভাঁটা প'ড়ে যা' থাকে তা'ই
রয় সত্তা ঘিরে। ১২।

সাত্বত ধৃতি নাইকো যেথায়
পরদুঃখে নাই বেদনা,
এমন চলায় কী লাভ তোমার ?
কর ধৃতির সাধনা। ১৩।

ভোগ চাও তুমি, সুখ চাও তুমি,
সুষ্ঠু কিছু করবে না,
ও-চাওয়া তো বাতুল চাওয়া
দুর্ভোগ ছাড়া আসবে না। ১৪।

তুমি যদি ভাল থাক
অন্যেরা যদি হয় নিপাত,
তোমার থাকা কি সুষ্ঠু র'বে ?—
আসবেও কিন্তু তা'তে আঘাত। ১৫।

রূপ কিংবা ভাতি থাকলেই
হয় না জ্যোতি জীবনের,
জীবন-পোষক বর্দ্ধনা বিনে
হয় না তা' তাৎপর্য্যের। ১৬।

আনন্দ আর আহার নিয়ে
ব্যস্ত কিন্তু রয় সবাই,
'সত্তাপোষক ধৃতি ছাড়া'—
কেউ কি বোঝে—'উপায় নাই' ? ১৭ ।

ধৃতিবিধান ভেঙ্গে গেলেই
স্থিতিবিধানও যায় ভেঙ্গে,
অশিষ্ট যা' সুদুষ্ট যা'
তা'রই আভায় যায় রেঙে । ১৮ ।

আচার্য্যনির্দেশ পাললি না তুই
তেমন পথে চললি না,
দুর্ভাগ্য এল কতই ছাঁদে
দেখলি তবু বুঝলি না । ১৯ ।

জীবনীয় যা'কেই জানিস্—
তা'রও অপব্যবহারে,
আনে অনেক কুফল জানিস্
জীবনটাকে শীর্ণ ক'রে । ২০ ।

ভেড়া-মেড়া শক্ত হ'লেও
নম্র কিন্তু সহজ স্বভাব,
এমনতর দেখলে তা'দের
ক'রো পালন রেখে সুভাব । ২১ ।

ভয় থাকে না কখন ?
বিবেক-বিচারদক্ষ তুকে
চলিস্-ফিরিস্ যখন । ২২ ।

জেনেশুনে বুঝে চল—
কিসে কী বা হয় !
ঐ পথেতেই চলতে থাক,
কর জীবন জয়। ২৩।

থাকায় আছে সার্থকতা,
না-থাকায় তা' নাই,
থেকে—বেঁচে সার্থক হওয়ায়
বিধান বলে তা'ই। ২৪।

বয়স যত বাড়তে থাকে
নিরিখ-স্মৃতি কমে তত,
অভ্যাসে যেটা এস্তামাল হয়
তাই-ই প্রধান হয় সে মত। ২৫।

জীবনটা তো নয়কো ফাঁকা
নয়কো কিন্তু অর্থহীন,
যেমন ছাঁচে ঢালবি তা'কে
তেমনি ধাঁচে হ'বি রঙীন। ২৬।

দ্যুতির বেগে চলছে ধরা
ভাঙ্গাগড়ায় বজায় থেকে,
ঊর্জ্জনা কি পারবে না তোর
অমর জীবন আনতে ডেকে ? ২৭।

চাওয়া করে পাওয়া বন্ধ
চর্য্যাবিমুখ হ'লে,
কৃতিবিভোর সেবায় কিন্তু
জীবন-বিভব ফলে। ২৮।

জীবনটাকে সুষ্ঠু তালে
শিষ্ট ব্যাভার নিয়ে,
চল্ এগিয়ে ভর দুনিয়ায়
দক্ষ হৃদয় দিয়ে। ২৯।

সত্য কিন্তু তা'কেই জানিস্
সত্তাপ্রভ যে-সব রয়,
বিনিয়ে তা'কে ব্যবহারে
তাড়িয়ে দিস্ সব কুটিল ভয়। ৩০।

ধুপপাখী ঐ গাছের ডালে
গান গেয়ে যায় ধুপ-বোলে,
তোমার প্রীতি, ধ্যান ও জ্ঞানে
উঠুক কৃতি উতরোলে। ৩১।

বাঘ-বিড়াল নাকি একই জাতির
তবু কি রয় এক সাথে?
জীবন-বিপদ্ দেয় সন্দেহ,—
মন কি চলে সেই পথে? ৩২।

প্রাণের দায়ে ত্রস্ত যখন
হিংসা কি আর তখন রয়?
প্লাবন এলে সাপ-বাঘ-ব্যাং
একত্র থাকতেই দেখা যায়। ৩৩।

অস্তিত্বটার বিপাক এলে
হিংস্র,—তা'রও বুদ্ধি খোলে,
বিনিয়ে সবা'য় আনত হয়
প্রেষ্ঠনিষ্ঠার সদ্-উল্লোলে। ৩৪।

ফুলগাছের ঐ ফুলপ্রবৃত্তি
ফুটিয়ে তোলে তাহার ফুল,
ফলের আশা তখন বাড়ে
ঐ গাছেরই ভ'রে কুল। ৩৫।

দীপ্তি ছাড়া আলো যেমন
কোথাও একা রয় না,
নিষ্ঠা ছাড়া সত্তা তেমন
বিভু-বিভব বয় না। ৩৬।

পাখীরা সব চরে-ঘোরে
খাদ্য করে অন্বেষণ,
খাদ্য পেলে, খায়ই তা'রা
যেমন তা'দের প্রয়োজন ;
কৃতিপথে চল তুমি
ধৃতির দ্যুতি রেখে' ধ'রে,
প্রয়োজনমত কর ব্যবহার
পাওয়ার নেশায় ঘুরে-ফিরে। ৩৭।

নেকড়ে বাঘের এমনি স্বভাব
পালক যা'রা তা'দের মারে,
যা'র ফলেতে মৃত্যু এসে
হিংস্রের মতন তা'দের ধরে ;
খাওয়া-খাওয়ি মারামারি—
ধরপাকড়ের বালাইগুলো,
ছেড়ে দিয়ে সংযত হও—
ঝেড়ে তা'দের সত্তার ধুলো। ৩৮।

যত বাদই থাক্ দুনিয়ায়
জীবনবাদটি সবার সেরা,
যে-স্থণ্ডিলের শিষ্টাসনে
জীবনদ্যুতি আছে ঘেরা। ৩৯।

নিষ্ঠানিপুণ পুণ্য-কৃতি
জীবনীয় অভিযানে,
শিষ্ট চলন—ব্যবহারে
স্বস্তিটাকে ধ'রেই টানে। ৪০।

মিষ্টি মুখ, চোখা দৃষ্টি
সৎসন্দীপী হ'লে—
শিষ্ট-সুষ্ঠু কৃতী হ'য়ে
জীবন ওঠে জ্ব'লে। ৪১।

নিষ্ঠানিবেশ জীবনধূমে
চলছে ক'রে জীবন-হোম,—
যাগের ধোঁয়ায় দিক্ ভ'রে যায়,
হয় কি তাহার ব্যতিক্রম? ৪২।

জীবন চলুক উধাও সুরে
বর্দ্ধনারই নন্দনায়,
নিষ্ঠানিবেশী হ'য়ে ওঠ্ তুই
ইষ্টপূজার বন্দনায়। ৪৩।

অস্খলিত নিষ্ঠা যাহার
শ্রদ্ধানিপুণ উচ্ছলায়,
সব ব্যাপারে চলতে থাকে—
ফোটেই সে তো উজ্জ্বলায়। ৪৪।

জীবনতপা চল্ হ'য়ে তুই
কৃতি-উছল নিষ্ঠারাগে,
ঐ তপেতে গা ঢেলে দে—
সত্তা যেথায় সদাই জাগে। ৪৫।

বিনায়িত জীবন যা'তে
তাই-ই কিন্তু অমর ফল,
বিহিত রকম ব্যবহারে
ফোটেই তাহার পদ্মদল। ৪৬।

শিষ্টনেশায় সুষ্ঠু ব্যাভার,
ধৃতিপোষণ, তুষ্টিচলন—
অস্খলিত নিটোল হ'য়ে
থাকলে কি হয় বিফল কখন? ৪৭।

প্রেয়নৈষ্ঠিক শ্রেয়তপা
কৃতিবিভোর উর্জ্জনা—
শিষ্টচলন এমনতরই
আনেই জীবন-বর্দ্ধনা। ৪৮।

জীবনপ্রভ যা' পাবি তুই
ঘুরিয়ে নিবি স্বস্তিতে,
ভক্তি আসুক, স্বস্তি আসুক—
আসুক নিয়ে অস্তিতে। ৪৯।

জীবন তোমার যদি না সাধালে
অচ্ছেদ্য-অটুট উদাত্ত রাগে,
প্রেষ্ঠে তোমার বিনায়িত হ'য়ে
সত্তা কি কভু আসিবে বাগে? ৫০।

অস্খলিত নিষ্ঠারাগে
দীপন চলার চলনবেগ,
এগিয়ে যেয়ে ক্রমেই দেখে
সত্তার কেমন ধৃতি-আবেগ। ৫১।

জগন্নাথকে অন্তরে রাখ
সজাগ প্রীতি নিয়ে,
অসৎ যা'-সব ছারখারে যাক্
প্রাণ উঠুক জীইয়ে। ৫২।

নিষ্ঠাতে তুমি নিবিষ্ট থেকে
সাধতে চাও যা' সেধে নাও,
সবার বুকে অমৃত ঢাল
প্রীতির প্রসূন ফুটতে দাও। ৫৩।

তোষণ-পোষণ-সংঘাতেতে
সাম্য যতই হবে তুমি,
শিষ্ট-সুষ্ঠু হবে তেমনি
বুঝে রেখো—সত্তাভূমি। ৫৪।

বীর্য্য কর বজ্রতেজা
শরীর কর স্বস্থ,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপী হও,
কৃতি-কুশল হস্ত। ৫৫।

রুপেয়া কা রঞ্জন জাঁহা-তাঁহা
জীবন কা রঞ্জন কঁহি নেহি,
জীবন কা রঞ্জন জো করে
মহামানব সো হি। ৫৬।

নেহাত নিষ্ঠা থাকে যা'তে
স্বস্তিযাগের চর্য্যা নিয়ে,
নিবিষ্ট থাক্ তুই তাহাতে,—
উঠুক সুফল ফিনিক্ দিয়ে। ৫৭।

আকারে তুমি হও না ছোট
তা'তে কিন্তু কমই ক্ষতি,
বৈধী পথে ধী সেধে তুই
বেছে নে তোর দিব্য গতি। ৫৮।

বড় কিংবা ছোট হওয়া
নয়তো কিছু তালিম-গোল,
যেমন থাকিস্ তা'ই থেকে চল্
তত্ত্ববেত্তার তুলে রোল। ৫৯।

জীবনপথেই জীবন ফলে
বিহিত চলায় স্বস্তি পায়,
সঞ্জীবনী মনন-মন্ত্রে
বেঁচে থাকা বেড়েই যায়। ৬০।

সত্তাটাকে ধারণ করে—
এমন কিছু যা'-সব আছে,
সঞ্জীবনের তা'ই উপাদান
বিহিতভাবে নিও বেছে। ৬১।

সাত্বত যা' দেখেশুনে
বুঝে-সুঝে বিহিতভাবে,
স্মৃতিতে রেখে ব্যবহার ক'রো
যেথায় যেমন জীবন চা'বে। ৬২।

বিবাগী আর ভোগবিলাসী-
যেমনতরই হও না তুমি,
ঠিকই জেনো, মহাসত্য—
সত্তালাভের তত্ত্বভূমি। ৬৩।

স্বস্তিসুরের সামগানেতে
মাতাল ক'রে রাখ সবায়,
কৃতির সাথে চলুক সদাই
জীবনীয় উর্জ্জনায়। ৬৪।

জীবনের অর্থ বেঁচে থাকা
কৃতিবিশাল তা'র প্রয়াণ,
সার্থকতার সন্দীপনেই
ঠিক জেনো তা'র মনো-ধেয়ান। ৬৫।

বাস্তবতার জীবনকথা
সার্থক হ'য়ে উঠুক ফুটে,
জীবনবাণী দে ছিটিয়ে
সবাই যেন নেয় তা' লুটে। ৬৬।

আসল কথা, কৃতিযোগে
ধৃতিপথে চলতে থাক,
ইষ্টনিষ্ঠার সুষ্ঠু তালে
বৈধী আচার ধ'রে রাখ। ৬৭।

সদ্‌জীবনের সদ্‌ভাবনী
সদ্‌দীপনী সদ্‌-উর্জ্জনা—
সবই কিন্তু সত্তাটাকে
দীপ্ত করে ক'রে মার্জ্জনা। ৬৮।

সত্যলোকের বিভব জেনো—
সব সত্তারই অধিষ্ঠিতি,
সৎ-এর পূজা তা'ইতো প্রধান
তা'তেই তো হয় সবার স্থিতি। ৬৯।

জীবনটা তো নয়কো ফাঁকা
নয়কো বেকুব বোধ-অয়নে,
অভ্যাসেরই উদ্দীপনায়
ফোটে সবই কৃতি-বিধানে;
কৃতিতপা নিষ্পাদনে
অনুশীলনী সাধনায়,
নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনাতে
ওঠেই বেড়ে বর্দ্ধনায়। ৭০।

জীবনটাকে দ্যোতনবিভায়
দীপ্ত করতে চাস্‌ যদি,
ইষ্টার্থেরই সার্থকতায়
ব্যাপ্ত থাকিস্‌ নিরবধি। ৭১।

থাকার দিকে চল্‌ ওরে তুই
শিষ্ট চলন-বলন নিয়ে,
অভ্যাসেতে নে সেধে নে
যেখানে যেমন করণ দিয়ে। ৭২।

নিষ্ঠাবাহী গতি যাহার
অচ্ছেদ্য আর তীব্র যত,
আয়ুও প্রায়ই দেখতে পাবে
চ'লেই থাকে শিষ্ট তত। ৭৩ ।

একনিষ্ঠ ইষ্টাগ্নিতে
যত পারিস্ করিস্ হোম,
হোমের তালে নেচে-নেচে
বাড়িয়ে তোল্ তোর জীবনদম,
শক্তি বাড়ুক, দীপ্তি বাড়ুক—
লোকচর্য্যায় অঢেল হ'য়ে,
কৃতির রাগে দীপ্ত ফাগে
অমৃত আন্ হৃদয় ব'য়ে ;
জীবনটা তোর ফুটে উঠুক
নিটোলধারায় দীপ্ত রাগে,
দে ছিটিয়ে শান্তিজল তুই—
হৃদয় ভ'রে প্রীতির ফাগে। ৭৪ ।

শিষ্ট-নিপুণ অনুরাগে
নিষ্ঠাকে কর্ সিদ্ধ টানা,
সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তি-জ্ঞানের
চর্চ্চাতে হ' সুষ্ঠুমনা ;
এমনতর গতি নিয়েই
চলতে থাক্ তুই জীবন-পথে,
ক্রমে-ক্রমে চল্ বেড়ে চল
ভক্তিসিদ্ধ প্রজ্ঞা-রথে। ৭৫ ।

ভ্রান্তিটা তোর যেথায় যেমন
চলনও তেমনি দিশেহারা,
সংক্রমণী বর্দ্ধনা তোর
তেমনি সেথায় বেতাল ধারা ;
বেতালটাকে বিনিয়ে দেখ্-না
সুতালে তুই কেমন চলিস্,
ভ্রান্তিগুলি তাড়িয়ে ও-তুই
দেখতে পাবি কেমন বাড়িস্ !
নিষ্ঠাভাঙ্গা চলন নিয়ে
চলিস্ নাকো কোনদিন,
অমৃত সে চলন হ'লেও
বিষিয়েই চলে দিন-দিন ;
সত্তাধৃতি বিনিয়ে দেখে
বিপাক ও-তোর কোথায় আছে—
বেছে নিয়ে সে-সব ও-তুই
ধৃতির ঢেউয়ে চল্ রে নেচে ;
স্বস্তিদীপা তৃপ্তি নিয়ে
চলতে থাক্ তুই সমান তালে,
বিকৃতি সব যাক্ রে ভেসে
স্বর্গ আসুক হেলেদুলে'। ৭৬।

নিবেশ-নিটোল অস্খলনে
ইষ্টে ওরে ! লেগেই থাক্,
তাঁ'রই সেবায় সব জীবনটা
নিটোল অর্ঘ্য ক'রে রাখ্ ;

জীবনটা তোর ঐ আলোতে
দীপালী-সজ্জায় সাজিয়ে তোল্,
নেভে না যেন ঐ আলোটি
ধ'রে রাখিস্ রাগের রোল। ৭৭।

বোধবিবেকের দূরদৃষ্টি নিয়ে
কৃতিপথে স্মিত আবেগসহ
সার্থকতায় ওঠ জেগে,
আগুয়ান হও,
ধন্য হ'য়ে চলতে থাক,—
অর্থসহ বাস্তবেতে
করি' প্রণিধান
নিটোল সন্ধান—
যা'তে হয়
ব্যর্থহারা অর্থ নিয়ে
সার্থক জীবন। ৭৮।

কঠোর সহজ সুসাধনে
স্বস্তিটাকে নিখুঁত কর্,
বিভুর কাছে সেধে নে তুই
জীবনযাগের অমোঘ বর ;
ধৈর্য্যনিপুণ তীক্ষ্ণ চলন
সূক্ষ্ম জ্ঞানের দীপ নিয়ে—
অমর চলায় চলতে থাক্ তুই
শুভ কৃতির ধী বিলিয়ে। ৭৯।

নিষ্ঠা এলে নন্দনা নিয়ে—
আনুগত্যে ভরা হৃদয়,
কৃতিসেবার উচ্ছলাতে
স্বস্তিসম্পদ্ বেড়েই যায় ;
বিভূতি আসে বিভব নিয়ে
প্রীতি আসে,—মেলে হাট,
কৃতি তা'দের উছল ক'রে
নষ্ট করে ব্যতীপাত। ৮০।

নিষ্ঠা যতই শক্ত র'বে
কৃতির যোগে উন্মাদনায়,
ততই সত্তা স্বস্তি পাবে
সাত্বতীর সুরসন্দীপনায় ;
ব্যতিক্রম হ'লে তেমনি আবার—
সমঞ্জসা শিষ্টাচারে,
সত্তা ততই সমত্ব হারায়
থাকে না আপন অধিকারে। ৮১।

ব্যবহার—নিষ্ঠানিপুণ
চর্য্যানিপুণ আপ্যায়নে,
শিষ্টনিপুণ সন্দীপনায়
জাগো শিষ্ট উৎসারণে ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
পরাক্রমী উর্জ্জনায়,
আগুন হ'য়ে নিরোধ কর—
সব যা'-কিছু আবর্জ্জনায়। ৮২।

উদ্ধ্বর্তে ঐ তাকিয়ে দেখ্ না—
শিবের তাণ্ডব নৃত্য কেমন,
ধীইয়ে দেখে নে না বুঝে
জীবনদ্যুতি কোথায় কেমন! ৮৩।

শিবত্ব যা' জীবনীয় তা'
প্রাণন-নর্ত্তন নাচছে ঐ,
দেখ্ না ওরে উছল ধারায়
নাচায় বলে—'সতী কৈ'?
সৎ-সতী হও সব জীবনের
বিধিমাফিক মিলিয়ে তান,
কৃতি-নাচায় নেচে চল
শিবসুন্দরের গেয়ে গান। ৮৪।

সংক্রামক যদি না হয় ব্যাধি
অপারগতা থাকলে কম,
প্রেষ্ঠসেবায় যা' পার কর
উৎসারিত রেখে দম;
ভাল হওয়ার সুস্থ-দীপ্ত
সহজ-সমীচীন ঐ পথ,
ওটা রেখে যা' হয় কর
নয়তো তুমি হবে অসৎ। ৮৫।

মিটির-মিটির দূরের আলো
দেখিস্ যেমন আঁধার ভেদি',—
তেমনি ক'রেই এগিয়ে চল্
কৃতির যাগে নিরবধি;

মহামানব ইষ্টপুরুষ
জীবন-আলো সবা'র জেনো,
সেই আলোকে লক্ষ্য ক'রে
নিষ্ঠা নিয়ে তা'রেই টেনো ;
আলো-নিষ্ঠাই স্রষ্টা হবে
চলার পথেই আনবে বিভব,
এমনি ক'রেই আঁধার-পারে
তৃপণ-তোড়ে আসবে রে সব ;
থামাস্ নে তোর কৃতির চলন,
হাতড়িয়ে চল্, থামিস্ নাকো,
ঐ চলাই তো আনবে রে বল—
স্বস্তিসহ যা'তে থাকো । ৮৬ ।

স্খলনহারা ইষ্টনেশায়
কৃতিদীপন সেবার টানে,
শক্ত হ'য়ে দাঁড়া রে তুই
সিদ্ধ অভ্যাস দীপন গুণে ;
সত্তাদীপী কৃতিপূজায়
অভ্যাসে তুই সিদ্ধ হ',
শক্তিদীপন তৎপরতায়
সিদ্ধ হ'য়ে শক্তি ব' ;
পারগতা আসুক নেমে
সত্তাতে তোর উদাম হাওয়ায়,
এমনি ক'রে বেড়ে-বেড়ে
দাঁড়া ও তুই বিরাট্ হওয়ায় ;

কৃতি-অভ্যাস ছাড়া কিন্তু
সত্তাসাধন হয়ই না,
সুক্রিয় সিদ্ধ না হ'লে কিন্তু
পারগতা বয়ই না ;
পারগতাই জানিস্ কিন্তু
পারিজাতের অভিজাত,
তা'তে কিন্তু ফুটে ওঠে
দেশসহ তা'র সর্ব্ব জাত ;
ব্যক্তিত্বটা বেড়ে উঠুক
দীপ্ত তৃপণ কৃতিমেধায়,
শিষ্ট হ'য়ে শক্ত হ' না
বোধবিভবের দীপ্ত বোঝায় ;
তড়িত-ঘড়িত যত পারিস্
সেধেশুধে শিখে নে,
বীর্য্য ব'য়ে দেশসমাজ সব
দাঁড়াক শুভ বিধানে ;
অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
এমনতরই চল্ ক'রে—
যা'তে বাড়ে সাত্বত জ্ঞান
কৃতিতপা ধাঁজ ধ'রে। ৮৭।

বিধি

বিধি মানেই নিয়মধারা
ভালমন্দ-স্রোতা সে,
সদ্-বিধিতে সক্রিয় হ'য়ে
সঙ্গতিটায় বিকাশে। ১।

ঈশ্বরই তো পরম বিধি
বিধি ধ'রেই সিদ্ধি পায়,
বিধি-বিপরীত করলে কিন্তু
আসেই বিপদ্ পায় পায়। ২।

যেমনতর কর তুমি
যেমনতর চ'লে থাক,
সেই বিধিরই রেখাপাত
সত্তা তোমার ভোলে নাকো। ৩।

বিধি-বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
যোগবিয়োগের ব্যবস্থিতি
যেমনতর, তেমনই হয়
ভালমন্দের অবস্থিতি। ৪।

যেমনতর চাহিদা তোমার
যেমনতর চলবে—
করণ-কারণ তেমনি হ'য়ে
সে-ফল তোমার ফলবে। ৫।

সৎনিষ্ঠাতে সৎই জাগে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
মন্দ-নিষ্ঠায় মন্দই হয়
সেই ভাবেতেই মোচড় খেয়ে। ৬ ।

পাখীর মত চল যদি
পাখীর বিধানে—
তুমিও তেমনি চলতে পাবে
আকাশ-বিতানে। ৭ ।

যেমন ক'রে যা' হ'বি তুই
চলবিও হ'য়ে সেই মতন,
হয়তো উজিয়ে চলতে থাকবি
নয়তো ভাঁটায় করবি গমন। ৮ ।

সাবধানতা আর দোষারোপ
নয়কো কিন্তু একই কথা,
সাবধানতায় শিষ্ট করে
দোষারোপ আনে বিকার সেথা। ৯ ।

ভর-দুনিয়ায় চলবে যে-জন
সুখ-দুঃখ বা আক্রোশভরে,
সেই চলনই করবে তেমন
তেমনতরই রকম ধ'রে। ১০ ।

অসুবিধাও কিন্তু সুবিধার সাথে,
নিয়ত চলায় চলতে থাকে,
চলার তালে চলবে যেদিক্
বুঝবেও তা' সেই তাকে। ১১ ।

অসৎ-কাজে মন্ত্রগুপ্তি
অসৎটাকেই বাড়িয়ে তোলে,
সৎ-কাজেতে মন্ত্রগুপ্তি
সৎকে বাড়ায় কৃতিবলে। ১২।

চলবে যেমন করবে যেমন
পাবেও তেমন তেমনি ক'রে,
চলা-করা এড়িয়ে তোমার
আসবে পাওয়া কী ধ'রে? ১৩।

চাওয়ার নিবেশ যেমনতর
চলার যেমন গতিবিধি,
পাওয়ারও হয় তেমনি আসা,—
জেনো বিধাতার এই বিধি। ১৪।

যা'কে যেমন করবে পূজা
অর্ঘ্য দেবে যেমনতর,
ফলও পাবে হয়তো ভাল
নয়তো কুৎসিত ভয়াল দড়। ১৫।

অসাবধানী চলন—
প্রায়ই জেনো দুঃখ আনে
ক্ষুণ্ণ করে বলন। ১৬।

ইষ্টবিহীন চলনা—
তা'ইতো যমের দোলনা। ১৭।

অসৎ-বুদ্ধি যেমন যা'র
কাল্পনিক-বুদ্ধি তেমন তা'র। ১৮।

কৃতঘ্নতায় কৃতি নষ্ট
জীবন নষ্ট পাপে,
নিষ্ঠাহীনের বুদ্ধি নষ্ট,—
ব্যক্তিত্ব লোভের চাপে। ১৯।

আপদে-বিপদে নিগ্রহে ফেলে
যা'রাই লোকের অর্থ চোষে,
বিধির বিধান শাস্তা হ'য়ে
নিগ্রহ করে তা'দের ক'ষে। ২০।

ভাব আছে, বুঝ আছে,
নিষ্ঠানিটোল নয়,
এমন লোকের ধৃতি-চলন
ভালমন্দই হয়। ২১।

মানুষ যখন ইষ্টে বলে—
'তোমার মতে থাকব না আর
তোমার মতে চল্‌ব না',
বিধিও বলেন মুচ্‌কি হেসে—
'চল্‌তি আমি—রইব নাকো
তোমার কাছে থাকব না'। ২২।

ঔচিত্যকে মানলি না যেই
করলি না তা'র কৃতি-সর্জ্জন,
যখন যেমন যতই করিস্‌
ক্ষীণই র'বে তা'র বর্দ্ধন। ২৩।

বিজ্ঞের মতন হাতমুখ নেড়ে
অন্যের নিন্দা রটাবে যত,
ব্যক্তিত্ব তোমার সেই তালেতে
অতল তলে ডুব্‌বে তত। ২৪।

বাহাদুরি বল দেখিয়ে
যা'কেই করবে লাঞ্ছনা,
অসৎ কিন্তু সেথাই হবে
আনবে সাথে বঞ্চনা। ২৫।

অন্যায় যদি কর কা'রও
দুষ্ট-কুটিল কুবিধানে,
ঠিক জেনো তা' পাবেই তুমি
জ্বলবে তাহার সংক্রমণে। ২৬।

দুঃখকষ্টে ফেলে মানুষকে
স্বার্থ আদায় করবে যত,
ভবিতব্যও তেমনি তোমায়
দুঃখকষ্টে ফেলবে তত। ২৭।

ব্যতিক্রমের ধাঁচ ব'য়ে তুই
করিস্‌ নে কিন্তু যা' তা',
সেটা কিন্তু অবৈধই হয়—
দুঃস্থি আনে মলিনতা। ২৮।

ধাপ্পাবাজি—জুয়াচুরি
ফাঁকির ফুৎকারে
যেমনতর চলবি ক'রে,—
ভাগ্য ধিক্‌কারে। ২৯।

চলার ব্যাঘাত যেমনি এল
আঘাত এল ধেয়ে,
অদূরেই ঐ দুর্দ্দশাটি
চলে মিটির চেয়ে। ৩০।

ঘৃণ্য যা' তা' ভাল লাগে
পুণ্য লাগে কুৎসিত,—
তখনই জেনো দেশ-সত্তার
উন্নতিও হয়ই চিৎ। ৩১।

নিয়ম-নীতি-আচার-ব্যাভার
যতই যাহার সুষ্ঠু হোক্,
অবৈধ তা' হ'লেই কিন্তু
আসবে তা'তে দুষ্ট ভোগ। ৩২।

অন্তঃকরণ বিগড়িয়ে দেয়
এমন সত্যি কথা,
গোল পাকিয়ে ব্যর্থ ক'রে
হৃদয়ে জাগায় ব্যথা। ৩৩।

(যা'রা) পেয়ে খুশী—দেয় না,
দিলেও তা'রা পায় না। ৩৪।

বিধি-অনুকম্পা পায় না—
অন্তর যা'দের কলুষভরা,
আত্মপ্রসাদ আসবে কিসে ?
হৃদয়ই যে তা'র নিষ্ঠাহারা। ৩৫।

নাইকো নিষ্ঠা, নাই অনুরাগ,
স্বস্তিচর্য্যা নাইকো যা'র,
তা'র উপদেশে যে-জন চলে
নিছক পতন হয়ই তা'র। ৩৬।

দানের ভাঁওতায় অপহরণ
যতই কেন করছ না,
শিষ্ট প্রাপ্তি করবেই কিন্তু
তেমনি তোমায় প্রতারণা। ৩৭।

ইষ্টার্থতে আঘাত হেনে
জাগবে ব্যাঘাত যেমনতর,
অদৃষ্টও তোর সেমনি ক'রেই
মারবে আঘাত হ'য়ে দড়। ৩৮।

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লে কিন্তু
ব্যতিক্রান্ত হবেই হবে,
লক্ষ জীবন ব্যর্থ ক'রে
চ্যুতিবিভূতি র'বেই র'বে। ৩৯।

বোধই যা'দের খুঁতো—
চলার পথে বেতাল চলায়
খায়ই তা'রা গুঁতো। ৪০।

নষ্টামিতে নষ্ট আনে
করেই নিজের অপচয়,
সাত্বত এই ধৃতিটাকে
ক'রেই থাকে কিন্তু ক্ষয়। ৪১।

অপরাধটি সাধলে কিন্তু
অপরাধেরই হয় উদয়,
বেতাল তালে পা পড়ে তা'র
অপরাধই তা'র হয় উপায়। ৪২।

সত্তাপোষণী যা'-কিছু নয়
তা'কেই কিন্তু অসৎ জেনো,
অসৎ কিছু করলে পরে
সত্তার হানি হয়ই মেনো। ৪৩।

যেমন ক'রে যে-ভাবেই হো'ক্
সত্তার যেটা অপচয়,
প্রশ্রয় দিলে উচ্ছলই কিন্তু
হ'য়ে সেটা চলতে রয়। ৪৪।

স্খলনভরা হাবড়-জাবড়
যেমনতর চলবে ক'রে,
ব্যর্থতাও আসবে দেখো
তেমনতরই কৃতির সুরে। ৪৫।

বিহিতভাবে না চল যদি
আশিস্ কিন্তু ফলবে না,
করবে যেমন হবেও তেমন
অন্য কিছুই পাবে না। ৪৬।

বিহিতভাবে চলিস্ যদি
বৈধী চিন্তা-চলন নিয়ে—
বিহিতভাবে চললে ক'রে
চলন চলে আশিস্ দিয়ে। ৪৭।

কুৎসিত সন্দীপনা, কুৎসিত বৃত্তি,
কুৎসাভরা মানস-আবেগ,
কু-এর আধান তাই-ই কিন্তু
জন্ম কু-এ করে সবেগ;
ভালও আবার তেমনিতর
নিষ্ঠানিবেশ—অনুগতি,
নিয়ে জীবন এমনি ধরে
সুষ্ঠু হয় যা'য় জীবন-ভাতি। ৪৮।

বারনারী অনেক ভাল
ইষ্টত্যাগীর চেয়ে—
অন্তর যদি উথলে চলে
প্রেষ্ঠপূজায় ধেয়ে। ৪৯।

বিভুর বিধান বিহিত হয়ই
হয় না তা'তে কম-বেশ,
কৃতিতপে সিদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টার্থেতে কর্ নিবেশ। ৫০।

পিপাসা যদি হয়ই শ্রেয়—
পিয়াস যদি মেটাতে চাও,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
শ্রেয়'র সেবায় নিয়ত ধাও। ৫১।

যা'র পোষণে দাঁড়িয়ে তুমি
স্ফূর্ত্তি নিয়ে চলছ বেশ,
বেদনা-নিথর সে হ'লে যে
স্ফূর্ত্তি তোমার হবে শেষ। ৫২।

নিষ্ঠা যা'তে নিবিষ্ট যেমন
চেষ্টাও চলে তেমনি,
চলা-বলার যেমন গতি
ভাগ্যও ফলে সেমনি। ৫৩।

ভাল'র টানে করলে সেবা
যেমন যা'তে ফলবে ভালো,
তেমনি তোমার শিষ্ট চলা
আনবে নাকো কোন কালো। ৫৪।

পেতেই যদি চাও—
ধৃতির পথে এগিয়ে চল,
নিপুণ-নিষ্ঠ হও। ৫৫।

বিভুর আছে বিধায়না
তাইতো তা'কে বলে বিধি,
বিহিতভাবে ধারণ করাই
তা'তেই যে তা'র সত্তাস্থিতি। ৫৬।

করবে যেমন, চলবে যেমন,
ফলবে তেমন, মিলবে তা'ই,
শিষ্টভাবে সুপথে চল,
নিষ্ঠার বাড়া কিছুই নাই। ৫৭।

জীবন-আটাল নিষ্ঠানিবেশ
যেমন দৃঢ় তেমনি চলন,
অসৎ হ'লে দুষ্ট কপাল
শিষ্ট হ'লেই শ্রেয়ে বলন। ৫৮।

দীক্ষা মানুষকে দক্ষ করে
বিহিতভাবে যদি চলে,
প্রীতি লোককে প্রসন্ন করে
চর্য্যা-বিভূতির ফলে। ৫৯।

চেষ্টা যেমন নিখুঁত
উন্নতিও তেমন মজবুত। ৬০।

বোধবিবেকের যেমন তরণ
অবতরণও হয় তেমনি,
তেমনি ধাঁচে বেড়ে ওঠে
কৃতিও তা'র সেমনি। ৬১।

যেমন বোধে, যেমন রাগে,
যেমন তালে নাচবে তুমি,
দুনিয়াও কিন্তু সেই রোলেতে
সার্থকতা আনবে চুমি'। ৬২।

অধিপতি তুমি তেমন—
ধারণ-পালন-পরিচর্য্যায়
দক্ষ যেথায় যেমন। ৬৩।

নিষ্ঠা যা'তে যেমনতর
নেশাও সেথা তেমনি,
যেখানে যেমন নেশা থাকে
চলনও হয় সেমনি। ৬৪।

তোষণ-পোষণ করবে যত
শাসনভরা সোহাগ নিয়ে,
শিষ্ট মানুষ প্রায়ই চলে
নিষ্ঠাকৃতির তালে ধেয়ে। ৬৫।

হওয়াই যদি চাও—
করতে হবে এমন নিখুঁত
হওয়ায় যা'তে পাও। ৬৬।

গ্রহণ তোমার যেমনতর
গতিও হবে তেমনি,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগী
চলনও হবে সেমনি। ৬৭।

নিপুণতা ভালই আনে
হয়ও ভাল কৃতি যেমন,
ঝামেলা যদি ব্যস্তও করে
ভালও করে ঝোঁক-মতন। ৬৮।

যেমন পারিস্ দে না পাড়ি—
ইষ্টনিষ্ঠা থাকে যদি,
সব আপদে পড়বে গেরো
স্বস্তি পাবি নিরবধি। ৬৯।

বলা-করা দুটি কর্ম্মের
থাকলে শুভ সঙ্গতি,
ন্যায্য পথে বিহিত বোধে
চললে আসে উন্নতি। ৭০।

সঙ্গ তোমার যেমনতর
স্বভাবও চলে সেই পথে,
ভাল'য় সবা'র ভালই তো হয়
শিষ্ট তাদের গতি-রথে। ৭১।

ধান্ধা তোমার যেমন থাকে—
বান্দাও হবে তেমনি,
সুসতর্ক নিষ্পাদনে
বিজ্ঞও হবে সেমনি। ৭২।

ভজন-সেবার অনুরাগটি
যেমন কৃতি-নিষ্ঠানিপুণ,
ধৃতিবোধন যেমনতর,—
তেমনি বিকাশ বিধির গুণ। ৭৩।

আকিঞ্চনের উৎক্রমনা—
নিষ্ঠানিটোল কৃতির রাগে
সুবীক্ষণী তৎপরতায়,
ভাগ্যে প্রায়ই সেইটি জাগে। ৭৪।

জীবন যেথায় বেঁচে থাকে
যেমন ক'রে যেই তপে,
সবারই উচিত সেইটি করা—
সেটাই বিধি—সেইভাবে। ৭৫।

বুঝ-বিকাশের দীপ্তি নিয়ে
বর্দ্ধনাকে ডেকে আন্,
সৃজন-গতি পবিত্র রেখে
নিষ্ঠাপ্রবল কর্ বিধান। ৭৬।

ব্যষ্টিসহ প্রকৃতি দেখে
বিধিটাকে বের কর,
সেই বিধিরই নিয়মনে
জীবনবৃদ্ধি তুলে ধর। ৭৭।

বিধির দ্বারা বিনায়িত—
উৎসৃষ্ট হয় যা'-কিছু,
একাদর্শে বিন্যস্ত যা'
সাম্য থাকে তা'র পিছু। ৭৮।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত সু-বি-ধা যা'
আসে যদি চলায় নিত্যদিন,
অ-সু-বি-ধায় প'ড়ে তা'তে
হ'তে হয় না ক্রমে ক্ষীণ। ৭৯।

বৈশিষ্ট্যসহ বিধি ধ'রে
যেটার সত্তা যেমন ফোটে,
সেই কায়দাতেই চলতে হবে
যা'তে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। ৮০।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
আনুগত্য কৃতি-কুশল
থাকলে তা'তে নিষ্পাদনা
গড়ে ভাগ্য দিব্য সবল। ৮১।

সশ্রদ্ধ দানে জ্ঞানের প্রসার
আগ্রহদীপ্ত হয় অন্তর,
বাড়লে যেটা, থাকলে যেটা
বাড়েই কৃতি নিরন্তর। ৮২।

মহিমামুগ্ধ ভজনসেবা
ধৃতিমুখর যেমনি,
ভাগ্যও তা'র তেমনি চলে
কৃতিও হয় সে তেমনি। ৮৩।

ঈশ্বর-ইচ্ছায় সবই হয়
ঠিকই যেমন এই কথাটা,
করেন না-কো ঠিকই সেটা
বিধির সাথে মেলে না যেটা। ৮৪।

গতি-গমন যেমনতর
প্রাপ্তিও তেমনি তা'র,
উদ্ভাবনা-উদ্দীপনার
কৃতিরও তেমনি ধার। ৮৫।

জানার পাল্লা বাড়বে যত
বিধির বিধানও এগিয়ে যাবে,
বিধিগুলো আরো তোমার
ধী-এর আওতায় এসে যাবে ;
এগিয়ে যাবে এমনতরই
বাস্তবায়িত চলা নিয়ে,

সেই চলনই আরোর পথে
উঠবে ফুটে আরো নিয়ে ;
এই আরো-র কি ইতি আছে ?
চলার ইতি নাইকো যা'র,
রীতি যাহার যেমনতর
বিধিও ফুটবে তেমন তা'র। ৮৬ ।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠাই
জীবন-আগুন—ভেবে নিও,
নিষ্ঠা-আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে
স্থিতিপথে এগিয়ে যেও,
স্থিতির যেমন করণ-কারণ
মেনে চ'লো সবগুলি,
বিহিতভাবে বিধি বিধান
করেন ধারণ—যেও না ভুলি' ;
যেখানে যেমন চলতে হবে
চ'লো তুমি সেই রকম,
বিধি যা'তে বিকৃত না হয়
ধ'রো-চ'লো সেই ধরণ। ৮৭ ।

বিধান তুমি নষ্ট কর
বিধিটাকে না বুঝে,
জান না কি তা'তে কিন্তু
সমাজবন্ধন যায় মুছে ?
অস্তিত্বটা ব্যস্ত পায়ে
এদিক্-সেদিক্ বেড়িয়ে বেড়ায়,

ধীমান্ ধৃতি পায় না তা'রা
নিজেকেই তা'রা ঢের ডরায় ;
বিধিকে যদি জানই তুমি
সত্তায় বিধি কর নিয়োগ,—
সঙ্গতিশীল সমাজ হবে
মুছে গিয়ে সব বিয়োগ,
কৃতিদীপ্ত চর্য্যা নিয়ে
সত্তাপালী বিনিয়োগে,
চলবে সবাই সবার চর্য্যায়
পালন-পূজার সুনিয়োগে ;
বেঁচে ওঠ, বেড়ে ওঠ,
কৃতিপথে চল চ'লে,
অন্তরেরই পাক খুলে সব
ইষ্টনিষ্ঠ শিষ্ট তালে,
উঠুক জেগে উন্মাদনায়
বৈধী আচার কুলাচারে,
জাগুক রে সব দীর্ণ হৃদয়
ধৃতির বাঁধন ঠিক ধ'রে,
জীবনপথে চলুক সবাই
ব্যর্থ ক'রে মরণটাকে,
ইষ্টনেশার বিভবসহ
সত্তা জাগুক সুষ্ঠু তাকে,
ধৃতির বিধান মানুক সবাই
বাড়ুক সবার আয়ুষ্কাল,
জাগুক সবাই বিধির পূজায়
নাচুক বেড়ে জীবনতাল। ৮৮ ।

নীতি

বললেই কি রে হয় ?
বলার মত চলিস্ যদি
তবেই হবে জয়। ১।

নীতিবাক্য লাখ বলুক্ না
হবে কী কা'র তা'য় ?
নীতির পথে চললে কিন্তু
সার্থকতাই পায়। ২।

'সুবিধা হ'লেই এখানে এসো'—
তা'র মানে কিন্তু এই—
জীবনকথা শুনে-বুঝে
ধরে যদি কেউ খেই। ৩।

বিশ্রাম করিস্ তখন—
শ্রমচর্য্যায় বিবশ হ'য়ে
অপটু হোস্ যখন। ৪।

প্রহরীই যদি হও—
কা'রো ক্ষতি না হয় যা'তে
সেমনি বোধে ধাও। ৫।

টাকা রেখো গুণে গুণে,
মানুষ নিও চিনে-শুনে। ৬।

খোশামোদ করবে কেন ?
খোশ-মেজাজে বিজ্ঞতা লাভ
করতে পার যেন। ৭।

ভাবের আবেগ হবে যেমন
চলনও হয় তেমনতর,
সুষ্ঠুভাবে জীবনটাকে
বিনিয়ে তুমি তেমনি ধর। ৮।

সাধ্যমতন হৃদয়ধারা
চর্য্যানিটোল চল্ রেখে,
যেখানে যেমন লাগবে করা
তেমনতরই কর্ দেখে। ৯।

কৃতী হওয়ার নিবেশ জেনো—
করার প্রতি ধৃতি আনা,
কৃতিবান্ যতই হবে
সৌকর্য্যও তেমনি হবে জানা। ১০।

উপযুক্ত পাও যাহাকে
নিও তা'রে যত্ন ক'রে,
উচ্ছলায় সে বেড়ে উঠুক
ফুটে উঠুক জীবন ভ'রে। ১১।

ব্যতিক্রমী চলন-বলন—
যেথায় যেটা নয়কো ঠিক,
তেমনতর চলায়-বলায়
হারিয়ে ফেলবে চলার নিক। ১২।

ভাল যদি কুড়াতে যাও
মন্দও এসে জুটবে,
ভাল যা' তা'ই কুড়িয়ে নিও
মন্দ নিলে ঠকবে। ১৩।

সাবধানে থেকো, ভয় ক'রো না,
ভয়ে আনে বোধবিকৃতি,
বিকৃতিতে কৃতিবিভ্রম
স্তব্ধ হয় তা'র চলনধৃতি। ১৪।

বিপথে চলা চাস্ নে ও-তুই,
সুপথই চাস্ নিত্যদিন,
বিপথে যদি যাস্ ওরে তুই
হ'বিই ক্রমে নেহাৎ ক্ষীণ। ১৫।

বাস্তবের সাথে নাই পরিচয়
মনগড়া কথা কয়,
অমন লোকের কথায় চলতে
রেখোই কিন্তু ভয়। ১৬।

ব্যতিক্রমের বাঁকাপথে
চলিস্ নে কিন্তু, সাবধান!
যা'র ফলেতে অপদস্থ
ধ্বস্ত জীবন, যায় মান। ১৭।

এটা কিন্তু ঠিক জানিস্—
পরচর্চ্চায় অপগতি হয়
সেটা কিন্তু বেশ মানিস্। ১৮।

লালন-পালন-রক্ষণার ভার
যদি কা'রো বইতে নারো,
ভরসা দিয়ে রেখে তা'কে
করবে কেন তা'কে ক্ষর। ১৯।

ইষ্টনিষ্ঠ রাগ ও কৃতি
যেথায় দেখবি ভঙ্গুর,
সাবধানে চল্ সামাল হ'য়ে
নইলে হ'বি জ্ঞানাতুর। ২০।

হাতে-কলমে ক'রে জেনে
উদাহরণ হবে যেমনতর,
উপদেশ যদি দিতেই হয়
দিও হ'য়ে তেমনি দড়;
ফাঁকিবাজির লম্বা কথা
অবাক্-করা ধাপ্পাবাজি—
শিষ্ট স্বভাব হয় না তা'তে
ফোটে না কা'রো বিভবরাজি;
ভাঁওতাবাজি মুখের কথায়
চালবাজি আর ছড়িদারি—
এ-সব নিয়ে শিষ্য করা
ঠিকই ওটা দিগ্‌দারি। ২১।

নিজেকে ভাঁড়ানোর ক'রো না অভ্যাস
ভাঁড়ানোর ভ্রমে পড়বে,
মিথ্যা নামযশের লোভ-পরবশে
ধ'রো না ভণ্ডামি—ঠক্‌বে। ২২।

স্বার্থ কিংবা কামের ভড়ংএ
ভাঁড়ানোকে ডেকে নিও না ঘরে,
ঠকানো আবেশে হইবে বিবশ
কুলকে ধ্বংস ক'রে। ২৩।

নিরালা পাবি যখন
'প্রাইভেট' করবি তখন। ২৪।

গোপন কথা শুনতে হ'লেই
শুনিস্ তা' সাবধানে,
দেখিস্ যদি আনতে পারিস্
সুষ্ঠু সমাধানে;
গোপন কথা এড়িয়ে চলা
নয়কো ভাল, ঠিক জানিস্,
বিষম যদি থাকে সেথায়
সর্ব্বনাশা তা' মানিস্। ২৫।

গোপন কথা শোন্ যা'র আছে
শুনে দে না সদ্-উপদেশ,
শ্রদ্ধা যদি থাকে তোমাতে
মানতেও পারে সৎ-নিদেশ। ২৬।

কোন্ সময় কে কেমন কথায়
তৃপ্তি পায় সে নন্দনায়,
বোধবিবেকের ধাঁজ নিয়ে তা'
নিয়োগ কর্ স্বতঃস্পন্দনায়। ২৭।

দরদীর মত ব্যাভার করিও
কথাও বলিও তেমনি,
আপ্যায়নায় উছল করিও
শাসনও করিও সেমনি। ২৮।

শুভসন্দীপী যে-সব কথা
বললে—কাজে ব্যাঘাত হয়,
বলিস্ নাকো সে-সব কথা
বললে কিন্তু পাবেই লয়;
কাজে-কর্ম্মে করবি সে-সব
উপাদান ক'রে সংগ্রহ,
শিষ্টভাবে বিকাশ করিস্
যা'তে—তা'তে না রয় দ্রোহ;
সাবধানেতে রাখবি গোপন
মানসপটে স্বপ্ন রেখে,
সিদ্ধিতে তুই বৃদ্ধি পাবি
শিখবে সবাই তোকে দেখে;
ইষ্টার্থটি পরাক্রমে
পূর্ণ করা চাই-ই চাই,—
নইলে ব্যর্থ ঊর্জ্জনাটি,
ব্যক্তিত্বটা পাবে না ঠাঁই। ২৯।

'বিনষ্ট হ' এখনই তুই,
সর্ব্বনাশই হোক্ তোমার',
এমন কথা দিস্ নে গালি,
বল্ 'বেঁচে থাক্'—বারংবার ;
ক্ষোভের সুরেও অমন আশিস্
করে শুভকেই আমন্ত্রণ,
তোমার সহ তা'রও ভাল
এসেই থাকে প্রায়ক্ষণ। ৩০।

পারতপক্ষে নিও না সাহায্য,
নিলেই ক্রমে স্থবির হবে,
কৃতি-কৌশল বুদ্ধি-বিবেক
ক্রমে-ক্রমেই হারিয়ে যাবে। ৩১।

চাইতে গেলেই মিষ্টি হ'বি
কথায়-কাজে-ব্যবহারে,
অনুকম্পা প্রাণে এলেই
দেবে যদি থাকে ঘরে। ৩২।

অসৎলোকও বিনা চাহিদায়
তোমাকে যদি কিছুও দেয়—
সেটাও নিও, ফিরিও না তা'য়,
ব্যর্থ যেন সে না হয়। ৩৩।

দাবীদাওয়ায় নিও না কিছু
মোচড় দিয়ে কাউকে কোনো,
এমনি ক'রে যাও দাঁড়িয়ে,—
আমার কথা যদি শোনো। ৩৪।

দেওয়ার প্রবৃত্তি থাকলে পরে
ন্যায্য হ'লে দিওই তা',—
চেষ্টা ক'রে এমনতর
রেখো ব্যক্তিত্বের সততা। ৩৫।

নিতে আসে না, দিতে আসে—
সেইতো প্রধান পাওয়ার পথ,
অনুকম্পী নিষ্ঠানিবেশ
পূর্ণ করে মনোরথ। ৩৬।

নিষ্ঠাপ্রবল তোমাতে যা'রা
তোমার জীবন তা'রাই জানুক,
দিব্য সঞ্চারণায় তা'রা
তেমনি করুক, তেমনি বলুক। ৩৭।

মুস্কিলের মধ্যেও থাকতে পারে
সেইতো আসল থাকা,
গাছে যে-ফল পেকে ওঠে
সেইতো সত্যি পাকা। ৩৮।

বুঝিস্ নে তুই—সবই খারাপ,
তুই কেমন তা' ভেবে দেখিস্,
ভেবে-বুঝে দেখে-শুনে
যা'তে ভাল তা'ই করিস্। ৩৯।

এমন ক'রে চ'লো-ফিরো
চৌর্য্যপ্রবৃত্তি না পায় স্থান,
আচার-ব্যাভারের সৌকর্য্যতে
চৌর্য্যবৃত্তির না রয় আধান। ৪০।

জেনো এটা খুবই সত্য—
মহান্ জনকে পরখ করা,
নিজের ব্যর্থ গতিই তা'তে
ক্রমে-ক্রমেই পড়ে ধরা। ৪১।

যত পার সহ্য ক'রো—
অন্যের কুৎসিত উদ্দীপনা,
অপরের প্রতি অসৎ-কিছু
আগুন হ'য়ে কর তাড়না। ৪২।

ভাল করার ব্যতিক্রমে
মন্দ করা আপনি আসে,
মন্দ কিন্তু—মনে রেখো—
ভাল'র দ্যুতি সদাই নাশে। ৪৩।

আইন-কানুন যেমনই হোক্—
বিধি-ব্যতিক্রম তা' যদি,
আমল দিও না সে-সবগুলির—
দুঃখ পাবে নিরবধি। ৪৪।

অমনোযোগে অবুঝ হ'য়ে
ভুল যদি করে কেউ,
প্রীতির শাসন এমনি ক'রো—
প্রাণে চলে তা'র ঢেউ। ৪৫।

অর্থটাকে মিলিয়ে নিয়ে
সত্ত্বটাকে বুঝে নিও,
অর্থহারা সত্ত্ব কিন্তু
ব্যতিক্রমী হয় জানিও। ৪৬।

বাস্তবতায় নাইকো যেটা—
কান-ভাঙ্গানো কথা নিয়ে,
সন্দেহতে চলিস্ নাকো
হাওয়াই বিদ্যার মানুষ হ'য়ে। ৪৭।

দেখাশুনা-বলাটাকে
সঙ্গতিশীল করবি এমন,
যা'তে কেউই ভ্রান্ত হ'য়ে
অপদস্থ না হয় কখন। ৪৮।

প্রয়োজনের আগেই বুঝে-সুঝে
রাখবি এমন প্রস্তুতি—
কিছুতেই যেন আসতে নারে
কুৎসিত কোন পরিণতি। ৪৯।

বিপদ্‌বিদ্ধ যে হয়েছে—
বিপদ্ উদ্ধার ক'রে দিও,
অসৎ হ'লে তা'রে কিন্তু
সৎ-এ যুক্ত ক'রে নিও। ৫০।

অন্যের গুণ-জ্ঞান বলবি সেথায়—
যেথায় যেমন পায় শোভা,
দোষের কথা বলতে বলবি—
দিয়ে সমীচীন ইঙ্গিতাভা। ৫১।

ধুপ-পাখী ঐ গাছের ডালে
করছে 'ধুপ-ধুপ',
আবোল-তাবোল ক'স্ নে কথা—
চুপ-চুপ-চুপ। ৫২।

সাদা দেখলেই হয় না কিছু,
হয় যদি সে ক্লেদা,
নিরখ-পরখ ক'রে তুমি
বুঝো তা'র মর্য্যাদা। ৫৩।

একটা কিছু হ'লেই তা'কে
অনুসরণ করছে যা',—
সেইটি তাহার সর্ত্ত জেনো,
সংগ্রথনে আসছে তা'। ৫৪।

ন্যায্য-বোধে শোনা সন্ধান
বেশ ক'রে তুই বুঝে-বিনিয়ে,
কোঁদল-বুদ্ধি নিয়োগ করিস্
ভালমন্দ সব ধীইয়ে। ৫৫।

চাইতে গেলেই প্রস্তুত থেকো—
ভাল কিংবা দুর্ব্ব্যবহার
যেই যা' করুক, স্মিত মুখে
প্রীতি-রঞ্জনা ক'রো তা'র। ৫৬।

সবার আগে ভেবে দেখো—
দিয়ে-থুয়ে চর্য্যা কা'র
করেছ কেমন কী-সময়ে—
খতিয়ে চেও নিকটে তা'র। ৫৭।

দৌত্য যদি কর তুমি
দূত হও তুমি মঙ্গলের,
মাঙ্গলিক আদান-প্রদান
হ'য়ে উঠুক প্রাণ তপের। ৫৮।

ধন্য হ' তুই পরিচর্য্যায়
ধন্য ক'রে সবা'র প্রাণ,
মান্য করিস্ তা'রেই ও-তুই
যা'-কিছু তোর সৎ-আধান। ৫৯।

সাবলীলভাবে শক্ত হ'য়ে
ভালমন্দের তর্জ্জমায়,
ভালটা তুই ভালতেই রাখ্
মন্দ রাখ্ তুই মন্দটায়। ৬০।

কত ভাল'য় কতটুক মন্দ
নিঃসন্দেহে ভাল ক'রে
বিহিতভাবে বুঝে-সুঝে
রাখিস্ সে-সব ধীয়ে ধ'রে। ৬১।

কোন ব্যাপারে ঠকিস্ যদি
ঠকাস্ না তা'য় ফিরে,
ঠকার রকম বুঝে-সুঝে
নিরসন করিস্ ধীরে। ৬২।

তাড়ন-পীড়ন-প্রীতি ছাড়া
পরখ পাওয়া হয় কঠিন,
তাড়ন-পীড়ন-প্রীতি দিয়ে
বুঝো সে-জন শিষ্ট না দীন। ৬৩।

যেমনভাবে থাকিস্ রে তুই
বিশেষ হ'য়ে থাকবিই তুই,—
দীপ্ত প্রাণে সুঠাম চলায়
প্রীতিপথের হ'য়ে ভুঁই। ৬৪।

অসৎবৃত্তিত্ জন্ম যা'দের
সহ্য করতে হবেই তো,
শিষ্ট ক'রো এমনতর—
স্বস্থ-শিষ্ট থাকে সতত। ৬৫।

অনুতপ্ত হ'য়েও যদি—
অন্যায়-অপরাধ-দুষ্টচলন
ভাব-ব্যবহারে বিকাশই পায়,—
হয়নি কিন্তু অনুতাপন ;
অনুতাপে হৃদয় যদি
বিগলিত সার্থকতায়
সুষ্ঠু-সুন্দর ক'রে না তোল,—
শ্রেয়লাভ কি হয় সেথায় ? ৬৬।

নিষ্ঠাকৃতি বাড়িয়ে নিটোল
যেমন পারিস্—লোক চিনে চল্,
একনিষ্ঠ ঐ চলনে
বোধ-ব্যক্তিত্বের বাড়া বল। ৬৭।

আদেশ-নিদেশ করতে জেনো—
অনুকম্পী প্রীতির সুরে,
হৃদয় যা'তে ফুলে ওঠে
ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত ক'রে। ৬৮।

নিষ্ঠাটিকে শিষ্ট রেখে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
ইষ্টার্থে জীবন অর্ঘ্য দিও
কৃতিদীপ্ত চর্য্যা দিয়ে। ৬৯।

যা'ই আসুক না,—সাহস-বীর্য্যের
শুভ-সার্থক বিনায়নে,
শিষ্ট রেখে নিজেকে চলিস্
অন্যের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে। ৭০।

কথাই হোক্ আর কাজেই হোক্
কিংবা হোক্ না সঞ্চারণ,
শিষ্টনিষ্ঠ ধী-টি নিয়ে
করিস্ সেটা নির্ব্বাহণ। ৭১।

ইষ্টার্থটি করতে অর্জ্জন
স্বার্থলোভী হ'য়ো না,
তোমার চর্য্যামুগ্ধ হ'য়ে
কেউ কিছু দিলে ফিরিও না। ৭২।

ওঠা-নামা—ভরদুনিয়ায়
স্বতঃসিদ্ধ গতি,
ইষ্টনিষ্ঠায় চলিস্ ও-তুই—
নিয়ে ভক্তি-রতি। ৭৩।

ধৃতিনিষ্ঠায় একায়িত হও
বৈশিষ্ট্যতে রেখো মতি,
সঙ্গতিরই সুধী চলায়
চ'লো রেখে জীবনগতি। ৭৪।

ইষ্টার্থে যে যা'-কিছু দেয়
ব'য়ে নিয়ে তাঁকেই দিও,
তোমার চর্য্যা-সৌষ্ঠবেতে
যা' দেয় তোমায়, সেটাই নিও। ৭৫।

দেওয়ার বুদ্ধি জাগাতে হ'লেই—
শিষ্ট-মিষ্টভাবে,
প্রীতিচর্য্যায় তাহার কাছে
মাঝে-মাঝে চা'বে ;
দেওয়ার জন্য যেন তাহার
হৃদয় দীপ্ত হয়,
না দিলেই যেন পায় না তৃপ্তি—
হৃদয় তুষ্ট নয় ;
দেওয়ার চিন্তাই ক্ষণে-ক্ষণে
দাতার মনে জাগে,
দিতে পেলেই তৃপ্ত হৃদয়
হয়ই তুষ্ট রাগে ;—
এমনি ক'রেই বাড়িয়ে তুলো
দেবার সুডোল ঝোঁক—
দেবার টানে নন্দনাতে
দীপ্ত হয় তা'র রোখ ;
চাওয়ার ভূখা হো'স্ না কভু
পেলেও দিস্ তা' নাইকো যা'র,
এমনি ক'রেই স্রোতল ধারা
রাখবে শিষ্ট তাহার ধার ;
দেওয়াই কিন্তু পাওয়ার ধারা
যেমন স্রোতল হয়—
সুঠাম চাওয়ায় তৃপ্তি পেয়ে
নন্দিত সে হয় ;
এমনি ক'রেই দেবার হাতটি
খুলবে যেমন সাধ্যমত—

শিষ্টাচারে মিষ্ট ব্যাভার
ফুটবেও তা'তে জেনো স্বতঃ ;
দেওয়ার টানে আসবে কৃতি
আনবে কৃতি ব'য়ে ধৃতি,
ফুটবে ক্রমে অনুকম্পা
ফুটবে ক্রমে দরদ দ্যুতি ;
তৃপ্ত-দীপ্ত হ'য়ে তা'রা
শিষ্ট-সুষ্ঠু নন্দনায়,
চর্য্যানিপুণ হ'য়ে উঠুক
কৃতিমুখর বন্দনায়। ৭৬।

নিষ্ঠারাগে নিপুণ হ'য়ে
কৃতিমুখর চল্ হ'য়ে,
প্রীতিভরা সত্তা নিয়ে
নিষ্ঠারাগে চল্ ব'য়ে। ৭৭।

দীপ্ত রাগের দীপকভাবে
বিশাল দ্যুতি নিয়ে বুকে,
ইষ্টে আরাধনা করিস্
ব্যতিক্রমেও থাকবি সুখে। ৭৮।

আর কিছু তোর বাদ যায় যা'ক্
যেমন পারিস্ তেমনি করিস্,
ইষ্টভৃতি—সদাচরণ
—লোকচর্য্যা—এ'টেই রাখিস্। ৭৯।

যেমন মহৎ যা'ই বলুক না—
বুঝিস্ এটা খুবই ঠিক,
ইষ্টনিষ্ঠানুগতি-কৃতি
থাকলে—সুষ্ঠু সমধিক। ৮০।

নিদেশ যখন পাবি রে তুই
খাড়া হ'য়ে দাঁড়া তৎক্ষণাৎ,
নিছক নিষ্ঠ কৃতিযোগে তোর
হোক্ অজ্ঞতার উৎখাত। ৮১।

রিক্ত হ'য়ে লাভ কোথায় তোর—
বিষাক্ত যা' যদি বাড়ে?
রিক্ত হ'লেও ইষ্টনিষ্ঠা
আগ্‌লে ধরিস্ অন্তর ভ'রে। ৮২।

নিপট-কপট যেমনি না হো'স্—
শিষ্ট-চতুর হ'য়ে চল্,
নিষ্ঠানিপুণ আবেগ নিয়ে
কৃতিনিপুণ হ' উছল। ৮৩।

মান-অপমানের তোয়াক্কাটা
নিজের বেলায় রাখিস্ না,
ইষ্টার্থটির ব্যতিক্রমে
না রুখে তা'য় থাকবি না। ৮৪।

মালিক হওয়ার তাৎপর্য্যই ঐ—
কৃতীকে পরিপালন করা,
মালিকত্ব নাইকো সেথায়
পালনবৃত্তি যেথায় হারা। ৮৫।

সন্দেহতে ভয় এলেই তুমি
 প্রথমেই হ'য়ো সাবধান,
সঙ্গে-সঙ্গে নিখুঁতভাবে
 হ'য়ো দৃষ্টি ও বোধ-মান্ ;
দৃষ্টি ও বোধের পাল্লায় রেখে
 চ'লো-ক'রো শিষ্টভাবে,
আচার-ব্যাভারে তৃপ্ত ক'রো,
 সুষ্ঠু ক'রো,—সার্থক হবে। ৮৬।

চলা-বলা আদব-কায়দা
 নিষ্ঠারাগ আর সংস্থিতি,—
দেখেশুনে বিশেষভাবে
 ধ'রে নিও তা'র মিতি ;
বিহিতভাবে নজর রেখে
 নিজে ক'রো প্রণিধান—
তোমার সাথে মিলবে কিনা
 হবে কিনা স্থিতিবান্ !
এই বুঝে যা' করতে হয়
 সেটি করবে শিষ্টভাবে,
হয়তো শুভ হ'তেও পারে
 মিলিয়ে নিলে এই মাপে। ৮৭।

যে-কাজই তুমি ধর না কেন
 তীক্ষ্ণ নজর রেখো,
কিসে ভাল কিসে মন্দ
 বিবেচনায় দেখো ;
মন্দটাকে নিরোধ ক'রে
 ভাল যা'তে হয়,

করবে সে-সব ধীর মানসে
ক'রো না তা'তে ভয় ;
যেমন ক'রে করতে হ'লে
তোমার ভাল হবে—
যে-কাজ করছ সে-কাজেতেও
প্রভুত উন্নতি পাবে,
নিষ্ঠানিপুণ বিশ্বস্ততায়
সে-সব ক'রে যেও,
শুভ বিবেক-বিচার নিয়ে
বিনিয়ে সেটা নিও ;
নিষ্পাদন করবে এমন
যা'তে শুভ উথলে ওঠে,
যা'র যা' কর সিদ্ধ যেন
সমীচীনভাবে ঘটে ;
কৃতিপথে এমন গতি
রেখে দিও তুমি,
সত্তা তোমার হ'য়ে উঠুক
সিদ্ধ অর্থের ভূমি ;
সার্থকতা পায়ে-পায়ে
দৌড়ে আসুক চ'লে,
ব্যবহারে তৃপ্ত ক'রো
পরিবেশের দলে ;
শত্রু যদি কেউ হ'তে চায়
এমন ব্যবহার ক'রো—
ভাবলে তা'দের লজ্জা করে
ক'রো এমনতর ;

বিপক্ষে যে থাকে তোমার—
পরিচর্য্যা দিয়ে,
স্বপক্ষেতে উচ্ছলিত
ক'রো তা'রে নিয়ে ;
সার্থকতা পাবে তুমি
সার্থক হবে সবে,
ধন্য হবে তোমার চলন
সত্তাটাকে ব'বে ;
একনিষ্ঠ হ'য়ে থেকো
এক-তপেতেই চ'লো,
সব যা'-কিছুর সঙ্গীতিতে
যেমন বলবে ব'লো ;
স্বার্থলোভে নিমকহারামি
ক'রো না যেন কভু,
কৃতির পথে ধন্য ক'রে
উঠবেন জেগে বিভু। ৮৮।

কর্ম্ম

জন্ম দেন পিতামাতা
কর্ম্ম করি আমি,
সুস্বভাবে শুভই হয়
মন্দে নিরয়গামী। ১।

কামনা যাহার যেমন শুভ
কারণ যাহার বোধি-নিখুঁত,
সার্থকতাও তেমনি তাহার
বিভবও রয় শত মজুত। ২।

অসৎকাজটি গোপনভাবে
করই যদি সমাধান,
ফুটলে আগুন পুড়বে তুমি
পাবে নাকো কোন আধান। ৩।

কৃতিকে যে ত্বারিত্যেতে
সেধে-শুধে হয় না ঠিক,
কৃতি-ত্বারিত্য সব সময়েই
চ'লেই থাকে তা'র বেঠিক। ৪।

আগের করা না থাকলে তোর
পাছের করা টিকবে না,
প্রয়োজনের আগে প্রস্তুত না হ'লে
সময়ে করতে পারবে না। ৫।

ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎই হোক
যেমন কাজই ধর না তুমি,
ব্যতিক্রম বিনা নিষ্পন্ন ক'রো
সার্থক ক'রো জীবন-ভূমি। ৬।

ভেবে-চিন্তে যে-বিষয়ে
যেমনতর করতে হবে—
সত্বরই তা' ক'রে রেখো,
আপদে অনেক রেহাই পাবে। ৭।

কী ব্যাপারে কী কী লাগে
আগেই ভেবে ঠিক রেখে,
করার সময় বিনিয়ে ক'রো—
নজর রেখে তুকতাকে। ৮।

ফল যদি চাও, কর্ম্ম কর—
যে-উপায়ে পাওয়া যায়,
সেটিই শিষ্ট উপায় হ'লে
কর্ম্মফলই দেয়ই প্রায়। ৯।

যেমন ক'রে যা' হও তুমি
বিভুও হ'ন সেইমত,
সৎপথ চলায় বিভুর আশিস্
করেই জীবন উন্নত। ১০।

বলা যদি করায় ফোটে
সার্থক আশিস্ তখন,
করা ছেড়ে শুধু বলা
বাস্তব হয় কি কখন? ১১।

বিভুর বিচার করবি কি তুই—
ওরে বেকুব ! ওরে পাগল !
কৃতি যা'তে কৃতার্থ হয়—
বিভুর বিভব সেই সকল। ১২।

কৃতির চলন যে-পথেতে
বিভু রহেন তা'র আগে,
করবে যেমন হবে তেমন
তেমনি চলবে অনুরাগে। ১৩।

না করলে কি করার তুক
আয়ত্ত হয় কোনদিনে ?
বোধবিবেকী ধীমান্ গতি
বাড়ে কি আর কৃতি-বিধানে ? ১৪।

করণীয় যা'-কিছু সব
করতে লাগ তৎক্ষণাৎ,
নিষ্পাদনে নিষ্পন্ন ক'রে
ত্বরিত কর বাজীমাৎ। ১৫।

করণের ঐ নিবেশগুলি
দক্ষ-নিপুণ তড়িৎ রাগে,
নিষ্পাদনে সুষ্ঠু হ'লে
করণবিভা তা'তেই জাগে। ১৬।

তড়িৎ-ঘড়িৎ কাজ ক'রে যা
নিখুঁত নিষ্পাদনে,
কৃতির চলায় সুধী-সঙ্গতি
আসুক সন্দীপনে। ১৭।

অলসবুদ্ধি নিয়ে চলাই
জমিয়ে রাখা আপদ্-স্তূপ,
নির্ব্বাহ কর তড়িৎ-ঘড়িৎ—
পারগতার এইতো রূপ। ১৮।

যখনই যে-কাজ করবে তুমি
দক্ষ ত্বারিত্যে ক'রো তা',
তড়িৎ-ঘড়িৎ নিষ্পাদনে
রেখো কৃতির সততা। ১৯।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
দক্ষনিপুণ কাজে,
ত্বারিত্যতে যেন যাদুকর—
সেথায় সিদ্ধি রাজে। ২০।

কৃতি যতই শুভ হবে
বৃদ্ধিও হবে তেমনতর,
ইষ্টনেশার শিষ্ট স্বার্থে
ধীও ফোটে তেমন দড়। ২১।

নিষ্পন্নতা কৃতির বিভব
বাস্তবেতে ফোটে তা',
অনুরাগের রাগ না থাকলে
কৃতির বিভব কই সেথা? ২২।

শিষ্টভাবে কর্ম্ম কর
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,
কর্ম্মফলটি তেমনি আসে
কৃতি সিদ্ধ যেমন বাগে। ২৩।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
যেখানে যেমন দীপ্তিমান্,
সুবিবেকী ত্বরিত্য তা'য়
দিয়েই থাকে শীর্ষে স্থান। ২৪।

নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়
কৃতি সেধে চল্,
সদ্‌দীপনী ঐ চলনে
আসেই করার ফল। ২৫।

ঘটে-ঘটে বিভুর বিকাশ
সৃষ্টিজোড়া ঐ বিভু,
কৃতিতপে বিকাশ তাঁহার,
নিষ্ঠাদীপ্ত সেই প্রভু। ২৬।

যে-কাজই তুই ধরিস্ না কেন—
বোধবিবেকের উর্জ্জনায়,
দক্ষ-ত্বরিত নিষ্পাদনে
তৃপ্তি যেন ঢেউ খেলায়। ২৭।

কৃতির ভজন নিষ্ঠাতেই হয়
প্রাণমাতানো বিবেক নিয়ে,
সাধনতপে সিদ্ধি আসে
নিষ্ঠাতে সুনিষ্ঠ হ'য়ে। ২৮।

সেবা

চর্য্যাকৃতির নাই আবেগ
　　নাইকো সেথায় ভাবের বেগ। ১।

বিহিত যেথায় দেখবে যেমন
　　করবে তুমি তেমনতর,
ভঙ্গপ্রবণ বিধি কিন্তু
　　কা'রো পক্ষে নয়কো দড়। ২।

বিহিত যেটা যেখানে হয়
　　যে-অবস্থায় যে-স্থানে,
তেমনি ক'রে করিস্ সেবা
　　স্বস্তি আসে যা'তে প্রাণে। ৩।

স্থান-কাল আর পাত্র ভেদে
　　যেখানে যেমন বিহিত হয়—
সার্থকতায় তুলে ধর
　　শিষ্ট কৃতির সেবাতে তা'য়। ৪।

দুর্দ্দশা যা'র যতই আসুক—
　　ধী-এর নজরে দেখে-বুঝে,
নিরাকরণ করিস্ তাহার
　　স্বস্তি দিয়ে বুঝে-সুঝে। ৫।

দায়িত্ব নিয়ে যা' কর তুমি
　　উপচিয়ে দাও চর্য্যায় তা',
যা'র দায়িত্ব নিয়ে চলেছ—
　　তা'কে খাইয়ে নিও সে দেয় যা'। ৬।

প্রকৃষ্টরূপে করলে ধারণ
প্রধানত্ব সেইখানে,
ধারণ-পালন-পোষণ-সেবায়
বৰ্দ্ধনা আন্ প্রাণে-প্রাণে। ৭।

শিক্ষা-দীক্ষায় শিষ্ট ক'রে
ভক্তিজ্ঞানের সমাহার,
প্রতি হৃদয়ে আন্ রে অঢেল
বিছিয়ে দিয়ে সদ্ব্যবহার। ৮।

দৈন্য তোমার না হয় যা'তে—
অন্যকেও না স্পর্শ করে,
বৰ্দ্ধনা-দীপ ঐ তালেতে
শিষ্ট সেবায় রেখো ধ'রে;
বিহিতভাবে হিত সেধে তুই
হিতের পথে তুলে ধর্,
মৃত্যু-নিরোধ ক'রে তা'রা
উঠুক দিয়ে প্রাণে ভর। ৯।

তুমি লোকের তা'ই ক'রে যাও
বিধির নিষেধ নাই যেথায়,
ব্যষ্টিগত কৃষ্টিসেবা
ক'রো তুমি সেই চলায়। ১০।

ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি তোর
আপন-জনা ক'রে তোল্,
ইষ্টীপূত শিষ্ট তালে
শিব-শক্তির ধ'রে রোল। ১১।

দিক্‌দারিতে লাভ কি রে তোর !
শুভ সঞ্চারে ছিটিয়ে পড়্‌,
স্রোতল চলায় ইষ্টনেশায়
সব সত্তাকে তুলে ধর্‌। ১২।

প্রীতি নিয়ে চলতে থাক
পরিচর্য্যা-সহ,
সব জনাকে কর আপন
ভুলে স্বার্থমোহ। ১৩।

হৃদয়ঢালা উৎসর্জ্জনা
থাকেই যদি অন্তরে,
যা' পারিস্‌ দে প্রীতি-অর্ঘ্য—
বৃদ্ধি আসুক উত্তরে। ১৪।

অমৃতত্ব কুড়িয়ে নিয়ে
সবার কাছে বিলিয়ে দে,
প্রীতি-উৎসী ঊর্জ্জনাতে
দাঁড়া ইষ্ট-বর্দ্ধনাতে। ১৫।

মেরে তোমার পেট ভ'রো না,
ধর, কর, চর্য্যা সবার,
ভরণ-পোষণ পুষ্টি এনে
নাও না আশিস্‌ সেই বিধাতার। ১৬।

প্রীতি-অবদান কিংবা অর্ঘ্যে
লোভপ্রত্যাশী বুদ্ধি নেই,
এগুলি সব করে না কাহিল
কোনপ্রকার উন্নতিকেই। ১৭।

তোমাকে যে চর্য্যা করে
প্রীতি-অনুকম্পা দিয়ে—
তা'র চর্য্যা যদি না কর
আবেগ-উছল কৃতি নিয়ে ;
তুমি তোমার ভাগ্যটাকে
শুকিয়ে দেবে বিকার-ভরে,
তুমিই তা'কে করবে মানা—
তোমার চর্য্যা সে না করে। ১৮।

অপকৃষ্ট রাগে বিভু
অপকর্ষে হন রঞ্জিত,
উত্তম সেবায় বিভুর দয়া
উত্তমেই হয় সিঞ্চিত। ১৯।

সেবানিটোল সন্দীপনা
নিষ্ঠা থাকলেই শিষ্ট হয়,
নয়তো বাজে ব্যভিচারে
সেটা ক্রমে পায়ই ক্ষয়। ২০।

শ্রেয়নিষ্ঠ নয়কো প্রীতি
নাইকো পরিচর্য্যী সেবা,
ঠাট্টা করিস্ নিজের সাথে,—
পাবি কোথায় বরেণ্য-বিভা ? ২১।

আনুগত্য নাইকো যাহার
নাইকো কৃতি-ঊর্জ্জনা,
বিমুখ যা'রা শ্রমপ্রিয়তায়
নাইকো নিষ্ঠা-নন্দনা,

ভৃত্য-সেবক—এমন-জনা—
সোজা কথায়—হয়ই না,
শোষক তা'রা, নয়কো পোষক,
হয় কি তা'দের বর্দ্ধনা ? ২২।

চোর-ডাকাত-সাধু
যে-জন যা'ই হোক—
দেখলে সক্রিয় ইষ্টরাগ,
মিশে-কুশে শিষ্টসঙ্গে
বাড়িয়ে তুলো তা'রই রাগ। ২৩।

দুষ্ট-অসৎ-শুক্‌নো হৃদয়
পারলে সুষ্ঠুসিক্ত করিস্,
স্নেহসিক্ত ক'রে তা'কে
কৃতিচর্য্যায় উছলে ধরিস্। ২৪।

মনিব-স্বার্থ—চাকুরে যে
শিষ্ট ও সৎ উর্জ্জনায়
না করলে তা'র উপচয়
পালন-পোষণ-রক্ষণায়—
শীর্ণ হ'য়ে চাকর যা'রা
লুব্ধ নিছক সংঘাতে—
মনিবস্বার্থী না হ'য়ে তা'রা
স্বার্থই দেখে দৃক্‌পাতে ;
এমনি ক'রেই চাকর-বাকর
নষ্টে লুব্ধ হ'য়ে পড়ে,

অন্যায্যতর অনুচলনে
চিন্তা-চলন প্রায়ই করে ;
ফলে, নষ্ট কৃতিপোষণ,
ধী-দীপ্ত কি তা'রা হয় ?
এমনি ক'রেই লুব্ধ আবেগ
ক্রমে-ক্রমে বেড়েই যায় ;
অশিষ্ট লোভ যেমনতর
বিক্ষেপও আসে তেমনি ক'রে,
স্বার্থলোলুপ অবৈধ-কৃতি
তা'দের কিন্তু নষ্ট করে। ২৫ ।

চাকুরীই যদি কর—
নিবিষ্ট মনে অন্তরেতে
মনিব-স্বার্থকে ধ'রো,
মনিব-স্বার্থে অবহেলা
আসবে যতই অন্তরে,—
স্বার্থচিন্তা—তেমনি কৃতি
রইবে হৃদয়-কন্দরে ;
যা'র ফলেতে বেফাঁস চলন
স্বার্থপূজা নিয়ে,
মনিবকে তোর করবে ধ্বংস
হামাগুড়ি দিয়ে ;
চাকুরের যদি সাধুত্বটা
স্বার্থসেবায় ব্যাপ্ত হয়—
মনিব তাহার ক্রমে-ক্রমে
ব্যর্থতাতেই পায়ই লয়। ২৬ ।

মর-বাঁচ যে-ভাবেতেই
মনিবকে যদি না বাঁচাও,
সম্বর্দ্ধনার উদ্বর্দ্ধনে
দাঁড়াতে তা'কে না-ই দাও,—
সে-চাকুরী তোমার কিন্তু
সার্থকতা আনবে না,
সম্বর্দ্ধনী আনুগত্য
কৃতিদীপ্ত হবেই না ;
সহিষ্ণুতার স্বার্থজ্ঞানে
দাঁড়াতে তোমায় হবে নিছক,
নইলে বোধ ও বিবেচনা
র'বে না কিন্তু দ্যুতিদীপক ;
শিষ্ট-দীপন তর্পণাটি
উজ্জী কিন্তু র'বেই না,
মানুষ হ'য়েও অমানুষ হবে
স্বস্তি কোথাও পাবেই না। ২৭।

মনিব যদি সাধ্যমত
চাকরকে পোষণ না করে,
অশিষ্টাচার চৌর্য্যবুদ্ধি
ফাঁকিবাজি এসেই ধরে ;
মনিবের সাধ্যের অতিরিক্ত
চাকর যদি করে দাবী,
নিজের শিষ্ট সম্বর্দ্ধনা
প্রায়ই সেথা খায়ই খাবি। ২৮।

ক্রীতদাসবৃত্তি অন্তরে প্রোথিত—
একনিষ্ঠ তা'রা হয়ই কম,

অর্থলুব্ধ হ'য়ে বিবেক-বিসর্জ্জনে,—
থাকে কি তা'দের নিষ্ঠাদম ?
আত্মশাসন জানে না তাহারা
লুব্ধ-ভিখারী হয় যেথা-সেথা,
লুব্ধ-বৃত্তির তোষণ-বিধানে
শববৃত্তি-যাপনে ঘোরে যথা-তথা। ২৯।

পরিচর্য্যা নয় চাকুরী
পাওয়ার প্রত্যাশা নেই সেথা,
পরিচর্য্যার এমন দায়িত্ব
যায় না কখনও প্রায়ই বৃথা। ৩০।

চাকরীজীবী যতই হ'বি
খাবি খাবে ব্যক্তিত্ব,
পদলেহী হ'তেই হবে
লোপাট হবে অস্তিত্ব। ৩১।

চাকুরীর অর্থ নয় সমীচীন
ক্রীতদাস যা'তে হ'তেই হয়,
অন্তরের দীপ্ত ঊর্জ্জনা যা'তে
অসৌষ্ঠব হ'য়ে পায়ই লয়। ৩২।

পয়সা নিয়ে চাকরী করাই
বুঝো—মহাদুর্ভাগ্য,
বিনা পয়সায় প্রীতিচর্য্যা
এর বাড়া নাই সৌভাগ্য। ৩৩।

বোধিবিকাশের ঘোর অন্তরায়
চাকরী কিংবা বেশ্যাবৃত্তি,
অন্তর্দেবতা নিথর থাকেন
থাকে সেথা কম পারগস্ফূর্ত্তি । ৩৪ ।

চাকরী ক'রে পয়সা উপায়
বেশ্যাগিরিতে ধনী হওয়া,
দূরদৃষ্টের অট্টহাসি—
পদক্ষেপে তা'কেই বওয়া । ৩৫ ।

উপকারের দায় দেখিয়ে
পয়সা যা'রা চায়,
অনর্থকে কুড়িয়ে এনে
নষ্ট পানেই ধায় । ৩৬ ।

রাজা-উজির গরীব-দুঃখী
লোকহিতই যাঁদের ব্রত,—
ভাগ্য যদি তোমার থাকে—
সেবায় ক'রো স্বস্তিস্নাত । ৩৭ ।

আচার্য্য, উপাধ্যায় কিংবা গুরু
রুষ্ট, তুষ্ট বা স্বস্থ থাকুন,
সেবাচর্য্যা এমনি ক'রো
স্বস্তিতে তাঁ'রা তৃপ্ত রহুন ;
তোমার অবস্থা যা'ই থাকুক্ না
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তা'কে,
দীপ্ত-উছল এমনি রেখো—
উর্জ্জীতেজা ক'রে তোমাকে । ৩৮ ।

সুসঙ্গত সেবাশক্তি
গজিয়ে মাথায় বাহু দিয়ে,
আকর্ষণে সবায় করে
সুসন্দীপ্ত, সেবা দিয়ে ;
বাহুর ক্রিয়া সবই কিন্তু
অমনতরই দীপ্ত রয়,
জ্ঞানবিবেকের তক্‌মা নিয়ে
উপযোগী সবই বয়। ৩৯।

প্রত্যাশাবিহীন পরিচর্য্যাই
ধীমান্‌ করে মানুষকে,
বিনায়িত অনুশীলন
ধ'রেই তোলে তাহাকে। ৪০।

প্রেষ্ঠনিষ্ঠায় নিবিষ্ট যে
কৃতিরাগে রয় উচ্ছল,
স্বতঃদীপ্ত সন্দীপনায়
তাঁ'র সেবাতেই সে উজ্জ্বল। ৪১।

নিষ্ঠানিপুণ ইষ্টটানে
বিধিবিনায়িত আচার-বিচার—
সেই পথেতে চলাই ভাল
তা'তেই আনে ধী ও সুসার ;
সুকৃতি তা'তে সিদ্ধ হ'য়ে
উন্নতি আনে সেবকের,
তা'র সাথে তা'র পরিবেশেরও
বর্দ্ধনার হয় দীপ্তি ঢের। ৪২।

পরিবেশ

পরিবেশের কোন কা'রও
ক্ষয়-ক্ষতি যেই হ'ল,
তুমিও বুঝো—অনুপাতে—
তোমাতেও অর্শি'ল। ১।

সম্বন্ধে বন্ধ না-ই রলি যদি
আশ্রিত কিংবা বান্ধব-সহ—
অনুকম্পা ওরে পাবি কোথা তুই
জীবন হবে যে দুর্ব্বহ। ২।

ধর্ম্ম'সহ ব্যক্তিত্ব তোমার
নাইকো যেথায় সুষ্ঠু তালে—
বসবাস কি শিষ্ট সেথায়?
অশেষ কষ্ট ঘটেই ভালে। ৩।

সংসর্গে'তে আসে দোষ
গুণও আসে তেমনি,
আগ্রহশীল কৃতি না র'লে
পণ্ডও হয় সেমনি। ৪।

বন্ধুবল তোমার যতই থাকুক
বাহুবল কিন্তু শ্রেষ্ঠ,
বাহুবলটি ক্ষুণ্ণ র'লে
অন্য বল নয় বিশিষ্ট;

বাহু যা'দের শিষ্ট-সুষ্ঠু
বহুও তা'দের সঙ্গতি,
বহু তখন বাহু হ'য়ে
আনেই সুষ্ঠু প্রতীতি। ৫।

ধৃতি যেমন সুন্দর হবে
পটু হবে নিষ্ঠা যেমন,
পরিবেশও ঐ হাওয়াতে
হবে কিন্তু পটু তেমন। ৬।

শ্রেয়'র প্রতি ভক্তি রেখো
নিষ্ঠা রেখো একে,
পরিবেশের নেশায় যেন
নিষ্ঠা না যায় বেঁকে। ৭।

আত্মস্বার্থে'র করলে সেবা
লুব্ধ হ'য়ে—দুঃখ পায়,
পরার্থকে করলে ধারণ
পালনপোষণের হয় উপায় ;
লোকের পালনপোষণ নিয়ে
শিষ্টসুন্দর ব্যবহারে,
চলতে থাক সেথায় তুমি
নিজেকে নিটোল শিষ্ট ক'রে ;
এই চলনে আসে কিন্তু
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি,
উচ্ছৃলতার শিষ্ট চলায়
আসে কমই অধোগতি। ৮।

আবহাওয়াটি যেমনতর
পাখীও করে সুর তেমন,
তৃপ্তি কিংবা দুখের সুরে
ডাকেও তা'রা তাই সেমন। ৯।

প্রভাত এলেই দেখ্ না দোয়েল
শীর্ষ জা'গায় ব'সে সুখে,
কেমন সুখে গান গেয়ে যায়,—
হয় কি সেটা কণ্ঠ-দুখে? ১০।

সবার প্রতি নজর রেখো—
ব্যতিক্রমকে দেখবে যেই,
শিষ্ট-মেধা বুদ্ধি নিয়ে
বিহিত নিরোধ করবে সেই। ১১।

বাঁচ বাঁচ বাঁচ তুমি
পরিবেশের সবকে নিয়ে,
সবকে নিয়ে এগিয়ে চল
বাঁচাবাড়ার তাপস হ'য়ে। ১২।

দিকে-দিকে চল্ ওরে তুই
জীবন-সুধা ছিটিয়ে দিয়ে,
সার্থকতায় সবাই উঠুক
নিষ্ঠাচলন কুড়িয়ে নিয়ে। ১৩।

পরকে যত পরিচর্য্যায়
আপন ক'রে তুলবি রে,
বিশেষ টানে বিহিত প্রাণে
ঐশী বিভব ধরবি রে। ১৪।

সব যা'-কিছু বেয়ে চলুক
অন্তরেরই হিতী স্রোত,
অসময়ে হো'স্ সবারই
শিষ্ট-খাঁটি ধৃতিপোত। ১৫।

মান্‌বে তোয় কে বল্ ?—
কাজে-কথায় তৃপ্তি দিয়ে
রক্ষায় দিস্ কী বল ? ১৬।

অজান যা'রা, নীচু যা'রা
ঘৃণ্য ব'লে ভাব মনে,
বিজ্ঞ ক'রে না তুললে তা'দের
আসবে বিভব কোন্ নিদানে ? ১৭।

নিপুণ-নিপট চলায় যেথা
সঞ্চারণা চলে,
সে-পরিবেশ উপ্‌চে ওঠে
অমন চলার বলে। ১৮।

আগন্তুক কেউ এলে পরে
আচার-ব্যবহার-উচ্ছলায়,
তুষ্ট ক'রো এমনতর
তা'রা যেন তৃপ্তি পায়। ১৯।

কেউ যদি তোমার ভাল করে—
উচ্চকণ্ঠে কও,
জীবনচলার ফাঁকে-ফাঁকে
তাহার স্বস্তি বও। ২০।

ঝগ্‌ড়া কিংবা কুব্যবহার
যা'রাই করুক তোমার সাথে,
শিষ্ট ও সৎ ব্যাভার ক'রো
তাহার সাথে সাবধানেতে । ২১ ।

ঝগড়াঝাটি যা'ই লাগুক না
শিষ্ট থেকো সুষ্ঠু তালে,
বিনয়বিভব তৃপ্ত করে
মিষ্টি-মধুর চর্য্যাচালে । ২২ ।

সবার সাথে ওঠাবসা কর্‌
সবার কথা রাখ্‌ শুনে,
সেই কথারই উত্তর দিস্‌—
মিষ্ট-শিষ্ট ভেবে-গুণে । ২৩ ।

অশিষ্টবাদ কেউ করলে কিন্তু
শিষ্টভাবে উত্তর দিস্‌,
যা'তে লোকের তৃপ্তি আসে
উত্তরেও তা'র পায় হদিস । ২৪ ।

শিষ্ট-সুষ্ঠু সুব্যবহার
ক'রে যেও সবার সাথে,
অসৎ-নিরোধ-উর্জ্জনাটি
সদাই তুমি রেখো মাথে । ২৫ ।

স্বস্তি দিয়ে স্বস্তি রেখো,—
এমন চ'লো জীবনভর,
এমন চলায় দেখবে ক্রমে
র'বে না কেউ তোমার পর । ২৬ ।

তোমার ও তোমার দেশজীবনের
সাত্বত পরিধি যেমনতর,
শিষ্ট-সুন্দর রেখে তা'কে
অস্তিত্বকে রেখো দড়। ২৭।

অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতি নিয়ে
থেকো সদাই হ'য়ে আপ্রাণ,
পীড়িতকে রক্ষা ক'রো
এনে তা'দের পরিত্রাণ। ২৮।

সঙ্ঘর্ষ যদি লাগেই কোথাও
সঙ্ঘর্ষ পুষ্ট ক'রো না,
দুষ্ট লোককে শিষ্ট ক'রো
তুমি অশিষ্ট হ'য়ো না। ২৯।

সত্তাপালী জীবন তোমার,—
পোষণ দিয়ে শিষ্টভাবে,
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়
মৈত্রী রেখো সুষ্ঠুভাবে। ৩০।

যা'দের যেমন চলনচর্য্যা
দেখে নিয়ে নিখুঁতভাবে—
যা'তে তা'রা উন্নত হয়
তেমনভাবে শুনবে-ক'বে। ৩১।

তোমার কিংবা পরিবারের
অসুখ-অস্বস্তি না হয় যা'তে
মনটি রেখো সহজভাবে—
দক্ষ তুমি থেকো তা'তে ;

পরিবেশকে সঙ্গে-সঙ্গে
দেখো তুমি দক্ষভাবে—
তা'রাও যেন সুস্থ থাকে,
সুস্থি তুমি তবে তো পাবে? ৩২।

অনুকম্পী অনুবেদনায়
হৃদ্য চোখে সবায় দেখো,—
সবাই যা'তে সুস্থ থাকে,
উন্নতিতে সবায় রেখো। ৩৩।

অনুকম্পা, সহানুভূতি,
সমবেদনা-সন্দীপনায়—
কথায়-করায় অন্তরেতে
আপন বোধটি হবে উদয়;
(এই) আপন ভাবটি বাড়বে যত
বর্দ্ধনাটির উৎসারণে,
পরস্পরে উঠবে বেড়ে
হৃষ্ট-শিষ্ট উদ্দীপনে। ৩৪।

যা' করবি তা' খুব হিসাবে—
দশদিকেতে লক্ষ্য রেখে,
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে তোর
চলুক হৃদয় শিষ্ট রাগে;
আচার-ব্যাভার চর্য্যানিপুণ
হৃদয়ে ঢালুক অমিয় ধারা,
মানুষ হ' তুই এমনতর
উতলে' সবার জীবনদাঁড়া। ৩৫।

তোমার সেবা-অনুচর্য্যারাগ
অন্যকে যদি সুষ্ঠু নাহি করে—
অন্যের অনুকম্পা-সেবাতৃপ্তি তুমি
আশা কভু করতে পার কি রে ?
তোমার ব্যক্তিত্ব
সুস্থ-শিষ্ট ক'রে সবার প্রাণ
তৃপ্তি করে দান,
সুষ্ঠু করে প্রত্যেকের অন্তর ;
তাইতে তোমার
স্বভাবসুন্দর চলন
পাবে কখন—
বিহ্বল চক্ষে
প্রতীক্ষায় ফেলে দু'নয়ন
অপেক্ষা করে—
চক্ষু দিয়ে—ধীরে। ৩৬।

কেন কোন্ জন করছে কী তা'
বুঝিয়ে দিও বেশ ক'রে,
সময়মত তা'রাও যেন
সমীচীন যা' করতে পারে ;
ভাল করতে কোথায় কী লাগে
ধরিয়ে দিও বেশ ক'রে,
সহজ যা'তে হয় তা'র চলন
তোমার ঐ সূত্র ধ'রে ;
অমনি ক'রে চলৎ চলায়
স্বভাবও হবে তেমনতর,

যদি সাধে তেমনি ক'রে
সে-বিষয়ে হ'য়ে দড় ;
চলন-হাওয়া তোমার যা'তে
মলয়বাতাস বিলিয়ে দেয়,
ঠাণ্ডা হ'য়ে বেতাল চালে
স্বভাব তা'র যেন না যায় । ৩৭ ।

বর্ণে যা'রা শ্রেষ্ঠ তোমার
সম্বন্ধে যা'রা বড়—
বিনয়দীপ্ত হৃদয়ে তা'দের
শ্রদ্ধা-ভক্তি কর ;
তোমার প্রতি সদিচ্ছা তা'দের
যেন অটুট থাকে,
আপদে তোমায় করেন রক্ষা
না পড় বিপাকে ;
তোমার প্রতি থাকলে স্নেহ
বাড়বে শিষ্ট বল,—
পড়বে কমই বিপাক-জালে
টুটবে অনেক ছল । ৩৮ ।

ইষ্টনেশায় অটুট থেকে
শিষ্ট চলায় চ'লো,
লোকসেবায় দীপ্ত হ'য়ে
জীবনটাকে তুলো ;
তপশ্চর্য্যায় অন্তরটিকে
বিনায়িত ক'রো,
নিজের মতন ক'রেই তুমি
অন্যে সেবায় ধ'রো । ৩৯ ।

ব্যক্তিত্ব

চেষ্টা যেথায়, টান যে-ধারে,—
ব্যক্তিত্বও হয় সেই মতন,
কৃতিতপে তাই নিষ্ঠানিপুণ
সার্থকতায় কর যতন । ১ ।

নিষ্ঠানিবেশ যেথায় আছে
হৃদয়ও তা'র রয় তাজা,
ব্যক্তিত্বটাও অমনতরই
সার্থকতায় পায় মজা । ২ ।

নিষ্ঠা অটল, ফুটন্ত যেথা
যেমনতর সন্দীপনায়—
তা'ই তো তাহার ব্যক্তিত্বটার
নিয়ন্তা হয় স্বতঃ-দীপনায় । ৩ ।

ইষ্টনেশায় শিষ্ট হ'য়ে
আনুগত্য-কৃতির বেগে,
ব্যক্তিত্বটা তেমনি ফোটে
সৎ-সুষমার অনুরাগে । ৪ ।

বৃষ্টি যেমন শীতল করে
ফসল আনে মাটি মাঠের,
তুমিও ওরে, তেমনি হ'য়ে
অর্থ হও না সব-লোকের । ৫ ।

অন্ধকারের বুকে যেমন
উথলে উষা ফুটে ওঠে,
লালিমা-রঙিল উৎসর্জ্জনায়
তেমনি তুমি ওঠ ফুটে । ৬ ।

গাছের মুকুল ফুল-ফসলে
বিলায় যেমন আশার বাণী,
তোমার অন্তর উঠুক ফুটে
করুক তেমনি স্বস্তি-ধ্বনি । ৭ ।

ফুলে কিন্তু নাইকো দ্যুতি
ভাতি আছে সৌন্দর্য্যে,
ভাতির রাগে মত্ত হ'য়ে
চায় সবে তা'য় আনন্দে ;
তোমার ব্যক্তিত্বেও ফুটবে রে ফুল
গর্জ্জে উঠবে বজ্ররোল,
দোলন-তালে ফুলের পাঁপড়ি
বিছিয়ে দিয়ে কৃতির দোল । ৮ ।

মঙ্গলতপা যে যেমন হয়—
ফোটেও তেমনি বুকের আলো,
ব্যক্তিত্বটাও তেমনতরই
তপ-দীপনায় বিভা পেল । ৯ ।

মহৎ লোকের মহৎ পরাণ
সব বিশেষে চলে বেয়ে,
জীবন-তপে দীপ্ত রাগে
চলেই কিন্তু স্বতঃ ধেয়ে । ১০ ।

নিষ্ঠানিপুণ যেমনতর
অন্তর যা'র হ'য়ে থাকে,
ধৃতিপোষণ কৃতি নিয়ে
দীপ্ত করে আচারটাকে । ১১ ।

নিষ্ঠা যদি নিরেট না হয়
অস্খলিত অনুরাগে,
যত বড় হোক্ না কেন
ব্যর্থতা তা'র থাকেই জেগে । ১২ ।

শিষ্ট নিষ্ঠা নাইকো যা'দের
নাইকো শিষ্ট অনুচলন,
এমন লোকের হয় কি কভু
স্বতঃশিষ্ট অনুবলন ? ১৩ ।

শিষ্টনিষ্ঠা পুষ্ট হ'লে
উছল হবে ব্যক্তিত্ব তোর,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
নিয়ে ব্যক্তিত্ব হবে ভোর । ১৪ ।

আচার্য্য-অধ্যাপক-গুরুর প্রতি
নিষ্ঠা যেমন অটুট হয়—
উন্নতিও তেমনতরই,
ব্যক্তিত্বেরও হয় উদয় । ১৫ ।

জীবনদাঁড়ার গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বের হয় অভ্যুত্থান,
গুরুই তাহার চালক-পালক
গুরুই তাহার বিন্যাস-স্থান । ১৬ ।

বোধবিবেকী অনুকম্পা
সত্তায় যেমন বিরাজমান,
তদ্‌গত বহু-সন্দীপনা—
তা'দেরও সে সংস্থান । ১৭ ।

সু-অভ্যাস যা' করণীয়
কর্ম্মে পোষ' নিত্যদিন,
একটু-একটু অমনি চলায়
উঠবে ক্রমে হ'য়ে প্রবীণ । ১৮ ।

আসল কথা, সার্থকতা—
শ্রেয়পথের উজ্জয়িনী,
যে-চলনে হ'য়েই ওঠে
অন্তঃকরণ তেমনি ধনী । ১৯ ।

আচার-ব্যাভার, কথাবার্ত্তা
শিষ্ট-সুটোল নন্দনা,
ব্যক্তিত্বেরই শ্রেয় আনে—
বিদ্যাধৃতির বন্দনা । ২০ ।

ধরণ-ধারণ-গড়ন-পেটন
যা'র যেমনই শিষ্ট—
ব্যক্তিত্ব তা'র তেমনই হয়
বিশিষ্ট বা মিষ্ট । ২১ ।

ব্যক্তিত্বটা যে-অবস্থায়
যেমনতর হ'য়ে চলে,
প্রকৃতিও তেমনই হয়
তেমনতরই বিভব মেলে । ২২ ।

যে-দেশেতে জন্ম হো'ক্ না
যেথায় তুমি যাও বা থাক,
সে-দেশেরই নিদেশ মেনে
মিত্রভাবে স্বার্থ দেখো ;
ব্যক্তিত্ব তোমার বিছিয়ে যেয়ে
সবার হৃদয় স্পর্শ করুক,
ব্যাপ্তি পেয়ে হৃদয় তোমার
সকল দেশকে অমনি ধরুক । ২৩ ।

নিষ্ঠা যা'তে যেমন অবিরল
কৃতিতপা হ'য়ে,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনি জাগে
তপোবিভা নিয়ে । ২৪ ।

যে সবকে সুখী করে,
তোলে নাচিয়ে নন্দনায়—
মত্ত সে-ই নেশার তালে
আনতে ধৃতি বর্দ্ধনায় । ২৫ ।

শ্রমিক যা'রা শ্রম ক'রে খায়
অন্যের পরিচর্য্যা ক'রে—
যেমন চর্য্যায় অর্থ আনে
স্বতঃসন্দীপ্ত ফল ধ'রে,
তেমনতরই শ্রমে চলা
সার্থক শ্রম তা'কেই বলে,
এমনতর উপায়ে কিন্তু
ব্যক্তিত্বটা পড়ে না স্খ'লে । ২৬ ।

ক্ৃতিতপা উছল চলন
উথলে চলে যেমনতর
উন্নতিরই উর্জ্জনায়,
ব্যক্তিত্বেরও উন্নতি আসে
তেমনতরই কৃতিদীপন
দক্ষনিবেশ বর্দ্ধনায় । ২৭ ।

ধৃতিহারা প্রীতি যেথায়
ব্যতিক্রমে
চলতে থাকে ধেয়ে,
ব্যক্তিত্বটাও তেমনতরই
ক্রূর সন্দীপনায়—
জেগে ওঠে
ক্রমে-ক্রমে বেয়ে । ২৮ ।

দুষ্ট কর্ম্ম নষ্টে টানে
ব্যক্তিত্বটাও করে হীন,
নষ্ট যে হয় সত্তা তাহার
খর্ব্বই তো হয় দিন-দিন । ২৯ ।

ধৃতিস্পন্দন যেমনি হারায়
হয় সে তখন সবের শেষ,
রয় না তা'তে ব্যক্তিত্বটা
পাও না জীবন হ'য়ে অশেষ । ৩০ ।

উদ্বোধনের তরী হ'য়ে
সব প্রাণেরই যাও ঘাটে,
উচ্ছলতায় দীপ্ত কর
নন্দনাতে ওঠ ফুটে । ৩১ ।

চলা-বলা সংস্থ হ'লে
সুন্দর হ'লে ব্যবহার,
নিষ্ঠানিপুণ ইষ্টটানে
ব্যক্তিত্বক্রম বাড়েই তা'র ;
তাই বলি সব বাজে ধান্ধা
দাও না ছেড়ে এক্ষণি,
বিষাক্ত প্রবৃত্তি ছেড়ে
ইষ্টনিষ্ঠায় হও ধনী । ৩২ ।

ভালমন্দ বৃত্তি নিয়ে
যেমন চল, যেমন কর,
ব্যক্তিত্বও তোমার সেরূপ ধরে
ভাবও তো হয় তেমনতর । ৩৩ ।

অসৎ-সঙ্গে থেকেও তুমি
তাপস-ধান্ধায় যদিও থাক,
ঐ সংস্রবই ব্যক্তিত্বকে
অসৎ ছাড়া করবে নাকো । ৩৪ ।

যেখানে তোমার নাইকো নিষ্ঠা
কৃতিচর্য্যা অনুগতি,
সেখানে তোমার থাকবেই কিন্তু
ভয়, সঙ্কোচ, দুষ্ট রতি ;
বাগিয়ে নেবার ফন্দি-ফিকির
জাগবে তোমার অনেক মনে,
অশিষ্ট হবে স্বচ্ছ সম্পদ্
দুর্ব্বল হবে সহজ জ্ঞানে ;

প্রতিষ্ঠাহীন চলন-ফেরন
ব্যবহারও তেমনিতর,
কুৎসিত ভাব লুকিয়ে রেখে
ব্যক্তিত্বকে করবে জড় ;
নুন ও ভাতের থাকবে না গুণ
নেমকহারামিতে হবে বাতিল,
অগাধ জলে ডুববে তুমি
ব্যক্তিত্ব হবে ক্রমে কাহিল । ৩৫ ।

চলা-বলা-কৃতির ভজন
যেথায় যেমন দেখতে পাবে,
ব্যক্তিত্বও সেথায় তেমনতর,—
এমন ক'রেই বুঝে নেবে । ৩৬ ।

তোমার ব্যক্তিত্বের সুবাতাসে
হতাশা যদি কেটেই যায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও উঠবে বেড়ে
তৃপ্তি পেয়ে পায়-পায় । ৩৭ ।

উচ্ছলতার অঢেল চলায়
দীপ্ত হও আর জেগে জাগাও,
তোমার দীপ্তি জাগিয়ে তুলে
কৃতিচর্য্যায় উঠে দাঁড়াও । ৩৮ ।

দীপ্ত রাগে শিষ্ট তাকে
কৃতিমুখর নন্দনায়,
ওঠ্ ফুটে তুই বিপুল হ'য়ে
বিশাল-বিপুল বন্দনায় । ৩৯ ।

উজ্জী'তেজা ভক্তি রাখিস্
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে,
আসুক বীর্য্য, আসুক সত্য,
সত্তা বাড়া সৎ-এর দমে। ৪০।

উর্জ্জনা তোর অটুটই রাখ্
সত্য আনুক্ স্বর্গ ব'য়ে,
অসৎ-নিরোধ এমনি করিস্
সত্তা বাড়ুক শিষ্ট পায়ে। ৪১।

অসৎ যা' তা'য় নিরোধ কর
সৎ-এ আন উর্জ্জনা,
এমনি ক'রেই শিষ্ট থাক
নিয়ে তোমার বর্দ্ধনা। ৪২।

ইষ্টনেশা থাকেই যদি
কৃতিও তো হয় সেইমত,
ব্যক্তিত্বও বাড়ে সেই দাঁড়াতে
নষ্ট ক'রে অসৎ যত। ৪৩।

কৃতিমুখর ব্যক্তিত্ব নিয়ে
ধৃতির সেবা চল্ ক'রে,
তৃপ্তি পাবি, দীপ্তি পাবি
এই পথেতেই হাল ধ'রে। ৪৪।

সুষ্ঠু যদি হ'তেই চাও—
নিষ্ঠানিপুণ গুরুতে হও,
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
উন্নতিরই পিছে ধাও। ৪৫।

বিন্যাসিত হ' তুই আগে
শাসন-তোষণ গুরুর পেলে',
ব্যক্তিত্বটা উঠুক বেড়ে
প্রীতিকৃতি চলুক ঢেলে। ৪৬।

নিষ্ঠাভরা শিষ্ট চলায়
অনুরাগী কৃতি নিয়ে,
দেখ্ চ'লে তুই বেঘোর দশায়—
ক্রমেই উঠবি দীপ্তি ব'য়ে। ৪৭।

তোমার
হওয়ার ভাবটি ক্লিন্ন যত
ঘৃণ্যও তুমি ততই হবে—
শিষ্ট-স্বস্থ নিষ্ঠাপ্রবল
হবে যতই—স্থৈর্য্যে র'বে। ৪৮।

সম্মাননায় শিষ্ট হ'য়ে
সংবর্দ্ধনায় চলবি যত,
পায়ে-পায়ে এগিয়ে যাবি
বিভূতিতেও বাড়বি তত। ৪৯।

মনুষ্যত্বের শিষ্ট চলায়
অনুকম্পায় তেমনি হ'য়ো,
পরিচর্য্যায় স্বস্তিপ্রসাদ
যেমন পার তেমনি দিও। ৫০।

ব্যাপ্তিস্রোতা পরিচর্য্যা
বিছিয়ে দিবি যত প্রাণে—
অমানী তুই হ'য়েও জানিস্
ফেঁপে উঠবি অগাধ মানে । ৫১ ।

শ্রেয়নিষ্ঠা-নিবেশ নিয়ে
সন্ধিৎসাতে সেধে জ্ঞান,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যেতে
ভ'রে মননদ্যুতির ধ্যান ;
শুভে আয়ত্ত যা' পারিস্ কর্
বাড়িয়ে ও-তোর ব্যক্তিত্বটা,
সার্থক হ'য়ে দাঁড়া ও-তুই
সার্থক হোক্ তোর জীবনছটা । ৫২ ।

ঝঞ্ঝার মত চলৎ-চলায়
কৃতির পথে চল্ ছুটে,
সতর্কী ঐ বোধবিবেকে
সার্থকতা নে লুটে । ৫৩ ।

কৃতী হ'য়ে কৃতার্থ যে
নিষ্পাদনী চলন নিয়ে,
সেইতো ধীমান্, সেইতো শ্রীমান্
চর্য্যারত হৃদয় দিয়ে । ৫৪ ।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
আগ্রহমদির মন হ'লে,
মদনভস্ম অন্তরে হয়
বেচাল নেশায় 'ছি' ব'লে ;

ধৃতিদীপন উৎসর্জ্জনায়
স্বস্তিবিধির হোম ক'রে
সার্থকতা পায়ই সে-জন
হৃদয় দিয়ে তা'ই ধ'রে ;
কামের কুহক আহুতি হ'য়ে
দীপ্ত রাগের সিক্ত ধী,
ব্যক্তিত্বটি বিনায়িত ক'রে
রয়ই নিটোল জীবনাবধি । ৫৫ ।

বিষাক্ত তোর যা'-কিছু সব
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে যদি,
ইষ্টার্থ যা' তা'রই সেবায়
থাকিস্ যদি নিরবধি ;
সেবাপ্রসাদ উথলে উঠে
শিষ্ট-নিপুণ ইষ্টীতানে,
ব্যক্তিত্বটা উঠবে ফুঁড়ে
বেদ-আরতির সামগানে । ৫৬ ।

বর্ণাশ্রম

বর্ণ ও শ্রেণী ভাঙ্‌লি যেই
সংহতিটা টুট্‌লো,
শিষ্ট আচার, বৈশিষ্ট্য আর
সম্বর্দ্ধনাও ঘুচ্‌লো । ১ ।

ব্যতিক্রমটা যেমন হ'ল
বর্ণক্রমও টুট্‌লো সেই,
গুণগরিমার বিভবও তেমনি
অ'শে এলো জন্মেতেই । ২ ।

বড় হওয়ার মাতাল লোভে
বৈশিষ্ট্যকে করলে হেলা,
অশিষ্ট সেই অনুচলন
সত্তাকেও করে হেলাফেলা । ৩ ।

ধাতু-বৈশিষ্ট্যের করলে হেলা
বিকৃতি আর অপচয়ে,
সঙ্গতিশীল তৎপরতা
সার্থকে কি উপজয়ে ? ৪ ।

বৈশিষ্ট্যকে ভাঙ্‌লি যেই
ভাঙ্‌লো শিষ্ট জননটাও,
বিশেষত্বের জগাখিচুড়ি
ব্যক্তিত্বকে করলো উধাও । ৫ ।

প্রতি সত্তাই বিশেষ এক
নিয়ে তাহার পরিস্থিতি,
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত পরিস্থিতিতে
সত্তাবিশেষের রয় স্থিতি। ৬।

বৈশিষ্ট্যটা র'বেই বজায়
যে যেমন যা' বিহিতভাবে,
উন্নতিতে হ'লে চলন্ত
সাম্য র'বে তা'য় তবে ;
বৈশিষ্ট্যমাফিক সুশৃঙ্খলায়
যেথায় যেমন উর্জ্জনশীল,
সানুকম্পী সম্বেদনায়
সাম্যের থাকে সেথায় মিল। ৭।

মানুষ যা'রা সবই মানুষ
গাছপালাও তো তা'ই-ই হয়,
বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিলে কি
বিহিতভাবে বিশেষ হয় ? ৮।

বিশেষত্ব নেমে আসে
বিশেষেরই গোষ্ঠী বেয়ে,
অধিষ্ঠিত বেড়েই চলে
অধিষ্ঠিতির বংশ নিয়ে। ৯।

সব যা'-কিছু একসা ভেবে
যতই তুমি বাড়াবে পা,—
চলবে নাকো পায়ের চলন,
আসবে নাকো ধৃতির ধা'। ১০।

'সবাই সমান'—এ সব কথা
বাস্তবতায় যায় না দেখা,
বিহিতভাবে জন্মে সবাই
বৈশিষ্ট্য তা'র গঠনে লেখা ;
বাতুল বুদ্ধির এমন নেশায়
নিজেকে শুধু করতে ক্ষীণ,
হ'স্ নে ওরে পাগল বেকুব !
হবেই জাতি অতি ক্ষীণ। ১১।

সমান ব'লে নাইকো কিছু
দীন-দুনিয়ার বিশাল কোলে,
যেমন যাহার দেখবে ওজন
সেমনি চ'লো বিচার-বলে ;
যা'তে যাহার সত্তাটিরই
হয়ই ভাল দীপক দোলে,
নিবেশ রেখে তেমনি তা'কে
চর্য্যা ক'রো সেমনি তালে। ১২।

ভর-দুনিয়ায় দেখ্ না চেয়ে
একের মতন আরটি নেই,
একের মতন আরটি হ'লে
কেউ কি পেত কারো খেই ? ১৩।

যেমনতর যা'র বৈশিষ্ট্য
শিষ্টও হয় সে তেমনতর,
চাহিদার প্রয়োজনও সেই রকমই
হ'য়ে থাকে ক্ষিপ্র, দড়। ১৪।

নানান রকম দেখ্‌ছ মাটি,
গাছপালা আর পাখী,
জাতিবর্ণ ভাসিয়ে দিয়ে
একসা হয়েছে নাকি ?
বিধির বিধি এমনতরই
বর্ণ-সমাজ-জাতি নিয়ে,
অকপটে নিপট চলায়
সত্তাচলন রাখে বিনিয়ে। ১৫ ।

জন্ম মানেই গুণশিঞ্জনা
কর্ম্মের হোতা গুণই জেনো,
জন্ম-বর্ণ-কর্ম্ম দিয়ে
ব্যক্তিত্ব দাঁড়ায়,—এটাও মেনো। ১৬ ।

জন্মগত বিশেষত্বে
গুণ ও কর্ম্মের বিভব যেমন,
তেমনিতর ক্রম নিয়ে জেনো
বর্ণেরও হয় সুসংস্থাপন। ১৭ ।

জন্মধৃতি তোমার যেমন
নাচুক কৃতি সেই তালে,
উথলে উঠুক্ সত্তা তোমার
জ্ঞান-মাধুর্য্যের বিজ্ঞ বলে। ১৮ ।

জন্মগত গুণ ও কর্ম্ম
যেমন ধারায় যেমন চলে,
সার্থকতার মহাব্রতে
সঙ্গীততে তা' উছলে। ১৯ ।

গুণ ও কর্ম্মের সহজ ধারা
ধাতু নিয়ে যেমন বয়,
সেই দাঁড়াতে আরোর পথে
করলে চালন বৃদ্ধি হয়। ২০।

জাতিগত বর্ণই হ'ল
সংস্কারের গুণধারা,
দুর্ব্বল-সবল যা'ই হো'ক না
সেই চলনে চলে তা'রা। ২১।

সৃষ্টি হ'তেই ব্যষ্টি আসে
ব্যষ্টি হ'তে জন্ম,
জন্ম হ'তে বর্ণ ও গুণ
তেমনতরই কর্ম্ম। ২২।

জাতি হ'তেই জন্ম হয়
জন্ম হ'তেই বর্ণ,
বর্ণেই থাকে শিষ্ট নিষ্ঠা,
তা'তেই গুণ ও কর্ম্ম। ২৩।

জাতিবর্ণের বিশেষত্ব
যাহার যেমনতর রয়,
ঐ বিশেষের পালন-কৃতি
উপার্জ্জনে ধৃতি বয়। ২৪।

ব্যষ্টি-বর্ণে বিভেদ থাকলেও
অস্তিত্বটি সবার জন,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটল হ'য়ে
রাখ্ সেধে তুই এমন মন। ২৫।

যতি-সন্ন্যাসী হোক্ না কেন
হও না কেন যা'ই তুমি,
সত্তায় তোমার জীবন-বিভা
উৎসর্জ্জনার সেই ভূমি। ২৬।

যে-জাতিবর্ণের পিতা যে-জন
খুঁজে-পেতে তাঁকেই ধর্,
ব্যতিক্রমটা বরবাদ ক'রে
চল্‌বি ক'রে তাঁতেই ভর। ২৭।

চরিত্র

আন্দাজ যা'দের নাই—
কমই তা'রা ব'য়ে থাকে
বহুদর্শী-বালাই। ১।

বিষকুম্ভ-পয়োমুখ
হ'বি নাকো কোনদিন,
হ'লে—অন্তর বিষাক্ত ক'রে
ছড়িয়ে পড়বে সর্ব্বাঙ্গীণ। ২।

যতই মহান্ যা'কে দেখ না,—
নিষ্ঠাভাঙ্গা শিষ্টাচার
দেখলে বুঝো, অন্তরে নাই
ইষ্টস্রোতা বৃত্তি তা'র। ৩।

অর্থলোভে পাওয়ার তালে
নিষ্ঠা-ভাঁওতায় যা'রাই চলে,
এঁচে রেখো অন্তরেতে—
বিপথে প্রায়ই যায় অতলে। ৪।

সৎ যা'-সব, শুভ যা'-সব
লোকমঙ্গল যা'ই করে—
হৃদয় দিয়ে সবাই যদি
পরিচর্য্যায় না-ই ধরে,

অলস তামস অসৎ তা'রা
বিকৃত-মন স্বার্থসেবী,
ক্লিন্ন তা'রা হ'য়েই থাকে
বোধ-বিবেক আর অন্তরে। ৫।

কান-পাতলা মানুষ যা'রা
মন পাতলা তা'দেরই হয়,
ঠিক জানিস্ তুই তা'রা কিন্তু
কখনও কা'রো বিশ্বস্ত নয় ;
সুকাজে মন নয় নিবিষ্ট
কুৎসিতেই শুধু ভেসে বেড়ায়,
হিত উঁড়িয়ে অহিত সাধে
কুৎসিতের আবাস জেনো সেথায় ;
দৃঢ়চেতা নয়কো তা'রা
শিষ্ট-সুবোধ নয় কভু,
নিজেকে মেরে পরকে ধরে
নিজেই তা'রা নিজের রিপু ;
কান-পাতলা মুখ-হল্সা
না বুঝেই দোষে অন্যকে,
কেমন হ'ত দুষ্লে তা'রে—
দেখে না খতিয়ে নিজেকে। ৬।

দিচ্ছ তুমি, নিচ্ছে তোমার,
প্রীতির তোড়ে দিচ্ছে না,
ঠিক জেনো তা'র কৃতিতে নাই
বিভব-বিভা উর্জ্জনা। ৭।

স্বভাব সুষ্ঠু না হয় যদি
হীরে-জহরৎ যতই পর না,
বিভব তোমার বিফল হবে
ভাগ্যদেবী বলবে—'না'। ৮।

মনুষ্যত্বের ব্যাধি যা'রা
স্বভাব-বিকৃতি-ধারা
ওতপ্রোত চলে সেই রূপ,
প্রকৃতির ব্যতিক্রম
রয় সেথা অনুক্ষণ
বিধিরোষ হয় তা'র কূপ,
নিষ্ঠা-অনুরাগ তা'র
ধারে কি তাহার ধার ?
অবিশ্বস্ত চলন তাহার,
অবৈধ যা' ব্যতিক্রম
তা'র কাছে অনুপম
অশিষ্টতাই প্রশস্তির সার। ৯।

অবিশ্বস্ত যে মন—
কর্ম্মদক্ষ হয় কি কখন ?
নিষ্ঠানিটোল হয় কি কভু—?
পেলেও সে নির্ধন। ১০।

নিষ্ঠানিবেশ অটল যেমন,
প্রকৃতিও তা'র নিটোল তেমন। ১১।

নিষ্ঠা-প্রীতি দ্বৈধ হ'লে
রয় না বুকে কিছু,
স্বার্থলুব্ধ হয়ই তা'রা
ঘোরেই তাহার পিছু। ১২।

নিষ্ঠাবিহীন যা'রা কিন্তু
নিষ্ঠাহারাই রয়,
ভঙ্গুরনিষ্ঠ—তা'রা কিন্তু
বিশ্বাসঘাতক হয় । ১৩ ।

ইষ্টনিদেশ বিহিতভাবে
পালন যে-জন কর্‌ল না,
বর্দ্ধনা তা'র বিপুল হ'য়ে
তৃপ্তি কা'রও আন্‌ল না । ১৪ ।

ইষ্টনিষ্ঠার ভেশ নিয়েও যা'রা
ব্যতিক্রমে বাড়ায় পা,
ঠিকই জানিস্‌, বলছে তা'রা—
নিষ্ঠা-বিভব আমার না । ১৫ ।

সূর্য্য যেথায় বিমল রাগে
আনল ডেকে ঐ ঊষা,
অন্ধজনার কাছে কিন্তু
অন্ধকারই রয় পোষা । ১৬ ।

ফুস্‌ শুনেই যা'রা কাত্‌ হ'য়ে যায়
আস্থা সেথায় কমই রেখো,
নিষ্ঠাহারা ব্যক্তিত্ব যা'দের
প্রত্যয়ে তা'দের কমই দেখো । ১৭ ।

অলসতপা দীন বেশে রয়
কৃতিভজনহীন,
নিষ্ঠানিপুণ নয়কো কখন,—
ভণ্ড-সৎ ও দীন । ১৮ ।

আলো থাকলেই গুব্‌রে পোকা
করতে থাকে ববন্‌-বুন্‌,
গান্ধীপোকাও গন্ধ ছড়ায়
নষ্ট ক'রে গানের ঝুন ;
তেমনতরই দীপক মানুষ
মহৎ আলোয় যেথায় র'ন,
ভোমরা সেথায় আসেই আসে
গুব্‌রে-গান্ধীও রয় সেমন। ১৯ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় স্খলিত যে-জন
দক্ষ নয়কো কাজে,
চারিত্রে যে-জন ঢিলে-মিলে—
তখনই বুঝো বাজে। ২০ ।

স্খলিত যে-জন ইষ্টনিষ্ঠায়
ঐতিহ্য-প্রথাস্খলিত,
এমন লোকের দাঁড়াই শিথিল
ধর্ম্মাচরণে পতিত ;
এমন লোকের দাঁড়াই শিথিল
শৈথিল্য রয় কাজে,
যা'তে সে-জন যা'ক না কেন—
হ'য়েই থাকে বাজে। ২১ ।

অস্খলিত নিষ্ঠারাগ
গুরুর প্রতি থাকে যা'র,
তা'রই তো হয় উৎসর্জ্জনী
শিষ্ট-সুষ্ঠু ব্যবহার। ২২ ।

কৃতি-প্রীতির সঙ্গীতিতে
শিষ্ট হোক তোর বাগ্‌ব্যবহার,
চর্য্যানিপুণ আবেগ নিয়ে
চল্‌ ক'রে তা'র সুসমাহার। ২৩।

উর্জ্জী নিষ্ঠা নাইকো যা'দের
নাইকো দক্ষ অনুশীলন,
ত্বরিত্য-সম্বেগ নাইকো যা'দের—
ভ্রান্ত-স্থবির অনুচলন। ২৪।

নীচের দিকে গতি যা'দের
নীচুই যা'দের প্রিয় স্থান,
সঙ্গ তা'দের নীচের সাথে,
নীচের রুচি, নীচ আধান। ২৫।

ধুরবাজি আর ধাপ্পা চলন
স্বার্থবুদ্ধির লোলুপতা,
হ'য়েই থাকে সে ধুরন্ধর
মূর্খ-চতুর নিয়ে মূঢ়তা। ২৬।

জাহান্নমশীল গতি যা'দের
জাহান্নমের যাত্রী যে,—
সৎ-দীপনায় ক'রো না নিয়োগ
শয়তানেরই দূত যে সে। ২৭।

সৃষ্টিছাড়া বেঢক চলন
আত্মম্ভরি স্বার্থে টান,
এমন-জনার প্রীতি তোমার
করবে হৃদয় খানে খান ;

ধাপ্পাবাজির মোচড় দিয়ে
ভয় দেখাবে, 'থাক্‌ব না',
স্বার্থভরা একটু হৃদয়—
এনেই থাকে লাঞ্ছনা ;
এমন কাউকে দেখ যদি—
সে ছাড়া তোমার চলছে না,
প্রীতির ভাঁওতায় শোষক হ'য়ে
আনবে তোমার লাঞ্ছনা ;
এড়িয়ে থাক, দূরে থাক,
আদর-সোহাগ দাও না ছেড়ে,
আত্মচর্য্যা না করলে জেনো—
সত্তাও তা'কে শীর্ণ করে। ২৮।

অকৃতজ্ঞ অসৎ যে-জন
নিষ্ঠাবিহীন অনুরাগ,
লুব্ধ চলাই ধাত যাহাদের
অসৎই তা'দের অন্ধ ভাগ্‌। ২৯।

পর-কলঙ্ক রটিয়ে বেড়ায়
কলঙ্কিত কিন্তু তা'রাই,
সাত্বত দ্যুতি তমসাচ্ছন্ন
ওতেই তা'দের বড়াই। ৩০।

প্রশ্রয়-সমর্থন যেথায় যেমন
শ্রেয়নিষ্ঠা যেমনি,
চরিত্রও প্রায় তেমনিই হয়
রূপও ধরে সেমনি। ৩১।

বোধই যা'দের লুব্ধ-কটু
আচার্য্যনিষ্ঠা কোথায় তা'র ?
লোভ-আচার্য্যের স্মরণে চ'লে
হ'য়েই থাকে দিক্‌দার । ৩২ ।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতে
স্খলিত হয় অন্তর যা'র,
নিষ্ঠানিপুণ শৌর্য্যবিভায়
শিষ্ট নয়কো হৃদয় তা'র । ৩৩ ।

অন্যের জিনিষ ব্যবহার ক'রে
সৌষ্ঠবে তা' রাখে না যে—
অকৃতজ্ঞতায় আড়াল দিয়ে
অজ্ঞতা রয় বিলাসে । ৩৪ ।

অল্লার সুরে চেরাগী ফকির
অল্লার গীতি গেয়ে যায়,
সৎসুষ্ঠু অন্তর যা'দের—
প্রীতির নাচনে দোদুল নাচায়,
অসতের মন ভয়াল আবেগে
কম্পিত হ'য়ে পালিয়ে যায় । ৩৫ ।

বক্রদৃষ্টি, বাঁকা ভাব,
বাঁকা মনে যা'রাই চলে,
বাস্তবতায় তা'দেরই কিন্তু
কুব্‌জ-কুব্‌জা বলেই বলে ;
অনর্থ-চাপ যা'-কিছু কিন্তু
তা'দেরই দেওয়া উপহার,

অনিষ্টেরই উপঢৌকন
সব যা'-কিছু হয়ই তা'র ;
অমন-মনা—রাজারাণী
যদিও তা'রা কখনও হয়—
সর্ব্বনাশে সব-যা' ঢেলে
অনর্থতেই করে লয় ;
কুব্‌জ-দৃষ্টি, কুব্‌জ-মনা,
বাঁকা-বুঝ আর বাঁকা-ভাব—
এ হ'তে কিন্তু সাবধান থেকো
জীবনে যদি চাওই লাভ। ৩৬।

স্ত্রীলোকদিগের মস্তিষ্কে রয়
আবেগভরা উপাদান,
স্বামীতে তাই সহজভাবে
প্রায়ই করে আত্মদান ;
পুরুষ-মাথায় স্নায়ুর পোষক
উপাদান রয় শ্রেয় হ'য়ে,
বোধবিকাশী অনুকম্পায়
চলে তেমনি ধৃতি ব'য়ে ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট যে যেমন হয়
রয় ব্যতিক্রম তেমনিভাবে,
তেমনতরই ধী বেড়ে তা'র
রাখে তা'দের তেমনি চাপে ;
ইষ্টনেশায় শিষ্ট যা'রা
নিষ্ঠানিপুণ রাগস্রোতে—
অটল যেমন হয় তাহারা
চলেও তেমনি ঊর্জ্জী পথে। ৩৭।

অলস যা'রা—গতি শিথিল
বাক্যবাগীশ স্বার্থলুব্ধ,
শিষ্ট মিলন ভাঙ্গে তা'রাই
জীবনও হয় তেমনি ক্ষুব্ধ। ৩৮।

নিষ্ঠাভাঙ্গা অনুচলন
থাকলে—কৃতঘ্ন হয়ই হয়,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
স্বার্থপোষায় লেগেই রয় ;
ভাল-লোকের মুখোশ প'রে
অন্তরেতে রেখে বিষ,
প্রিয়'র ভানে ছোবল মেরে
দগ্ধ করে অহর্নিশ,—
সাড়া পেলেই সাবধান হ'বি
দূরে থেকেই প্রীতি রাখিস্,
সজাগ চোখে সতর্কতায়
নজর দিয়ে তা'রে দেখিস্। ৩৯।

দাগাবাজি—ফাঁকিবাজি
দে ছেড়ে দে এক্ষণি,
কৃতিমুখর নিষ্ঠারাগে
চরিত্রতে হ' ধনী। ৪০।

কথা কয় কম, বুদ্ধি ভাল,
নিষ্ঠানিপুণ রাগ,
এমনতর যে-জন হবে—
পারিজাত-পরাগ। ৪১।

চল্ ওরে চল্ সুতাল তালে
নেচে-কুঁদে এমনতর,
বাগ্‌দীপ্ত স্বভাবও হোক্
তেমনতরই শিষ্ট দড়। ৪২।

নিষ্ঠারাগটি স্রোতল হ'য়ে
সঙ্গীতিতে চলবে ব'য়ে—
চরিত্র আর ভাবদীপনা
উঠবে তা'তেই রঙিল হ'য়ে। ৪৩।

নিষ্ঠানিপুণ প্রাণন-বলে
শান্ত হ'য়েও দীপ্ত যে,
কৃতিপথের সার্থকতায়
উর্জ্জনা বয় জেনোই সে। ৪৪।

নিষ্ঠানিপুণ দক্ষতা আর
ত্বারিত্যঘন তৎপরতা,—
সার্থক যেথা স্বতঃ-নয়নে
ব্যবহার-চর্য্যা-প্রীতির টানে—
দীপ্ত সেথায় কৃতির চক্ষু
রাখেই তা'কে সম্বর্দ্ধনে। ৪৫।

প্রবৃত্তি

নিষ্ঠাবিহীন প্রণয় যা'দের
আনুগত্য—কৃতিহীন,
বৃত্তি-মাতাল হ'য়ে চলে—
সত্তা যা'তে হয়ই ক্ষীণ। ১।

বস্তাপচা করলি জীবন
নড়লি নাকো এতটুকু,
ভগবানের দোষ দিয়ে তুই
মুখের কথায় হ'লি পটু। ২।

আশ্রয়কে যে ধাপ্পা দেয়
লুব্ধ-লোলুপ স্বার্থ লাগি'—
অনিবিষ্ট এই চলনই
দুঃখ জোগায় ব্যর্থে মাগি'। ৩।

ইষ্টনেশার ক্ষীণস্রোতও তুই
ব্যাহত ক'রে ফেললি যেই,
ঠিক বুঝিস্ তুই, অন্তরে তোর
ব্যতিক্রম ছাড়া গতিই নেই। ৪।

স্বার্থনিষ্ঠ অনুরাগে
অর্থ-মানের প্রতিষ্ঠায়,
ভাঁওতাবাজি চললে ক'রে—
প্রকৃতি নিজে তা'কে তাড়ায়। ৫।

ঠগ্‌বাজি আর ধাপ্পাবাজি
নিষ্ঠা-লোকচর্য্যা-হারা—
দুর্ভাগ্য সেথায় এগিয়ে আসে
দুষ্ট দুঃখে হয়ই সারা। ৬।

অন্ধকারের গহন তমোয়
আলো কি কভু ফুটতে পারে ?
পাপের চিন্তা-চলন-করণে
পাপই চলে শুধু বেড়ে। ৭।

ব্যতিক্রম কিন্তু বিপথেই নেয়
আদি নিষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে,
'ইষ্টনিষ্ঠা ভূতের বোঝা'—
এ-সব নীতি ধ'রে বোলে। ৮।

নিষ্ঠাভাঙ্গা মেয়েপুরুষ
প্রবৃত্তিমুখী হয়ই হয়,
সত্তাসেবা শিষ্ট তালে
হয় না কভু,—নষ্ট পায়। ৯।

শ্রেয়নিষ্ঠা নাইকো যা'দের
মেয়ে-পুরুষ যেই না হো'ক,
ভণ্ডুল তা'দের জীবনগতি
অশিষ্টতেই তা'দের ঝোঁক। ১০।

মত যদি তোর সৎই না হয়
সত্তাপূজায় সমীচীন,
প্রবৃত্তিকে উস্কে তোলে
লুব্ধ হ'য়ে নিত্যদিন ;

ইষ্টনিষ্ঠ সদ্‌দীপনায়
না চলিস্‌ তো হবে কী ?
বৃত্তিগুলির বেকুব চলায়
ঢালবি ছাইয়ে কেবল ঘি। ১১।

অসৎ-বুদ্ধির ভাঁওতা নিয়ে
স্বার্থসেবায় চলবি যত,
আসবে বিপদ্‌, দরিদ্রতা
অমনি ক'রে তেমনি তত। ১২।

অসৎ-বুদ্ধি যা'ই কর না
যেমনতর গুপ্তভাবে,
ফাঁকে পেলেই সে মারবে ছোবল,
আনবে ব্যাঘাত,—ক্লিষ্ট হবে। ১৩।

অসৎ-ভাঁওতায় নিষ্ঠা রেখে
কান-কথারই কটু চলায়
সৎকে কিন্তু করলে বর্জ্জন—
অসৎ র'বে উর্জ্জনায়। ১৪।

অসৎবিদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি
জঠুর হ'য়ে ক্রমে-ক্রমে,
সত্তাটাকে দেয় আহুতি
অসৎ তমের বিকট ধূমে ;
অনিবার্য্য হ'য়ে ধ্বংস তখন
গতিহারা পথ দেখিয়ে দেয়,
বিদগ্ধ খর আপ্‌সোসেতে
সত্তাটাকে গলিয়ে নেয়। ১৫।

ফস্‌কে যাওয়ার রোগ যেখানে
লোভের দায়ে অবশ হ'য়ে,
নিষ্ঠাধাত্রী দুর্ব্বল সেথা
সাত্বত শীল যায়ই ক্ষ'য়ে ;
ব্যতিক্রমী বুদ্ধি সেথায়
অন্তরে রয় গুপ্তভাবে,
উস্‌কে দিলে ফেঁপে ওঠে
বিশ্বস্ততা যায়ই ডুবে। ১৬ ।

যেখানে দেখিস্—নাই সদাচার,
ধৃতিচর্য্যা নাই যেখানে,
পুতি-তৃষ্ণার কৃতি-আবেগ
প্রায়ই কিন্তু রয় সেখানে ;
তৃষ্ণা তাহার ঐ তপেতে
জপ-জল্‌পনা ঐ তাহার,
বৈশিষ্ট্য যা' ঘুচিয়ে দিয়ে
বর্জ্জন করে তা'র ব্যবহার। ১৭ ।

যে-প্রবৃত্তি উস্‌কানি দিয়ে
প্রাণনধারা করে মলিন,
জীবনদ্যোতন-স্পন্দনাও
হ'য়েই থাকে তা'তেই দীন ;
খিন্ন হ'য়ে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে
অন্তরস্রোতা জীবনটা,
অধঃপাতে চ'লেই থাকে
বোধবিবেককে ক'রে ভোঁতা ;

প্রীতিরাগের উর্জ্জনাটাও
অধঃপাতের দিকে ধায়,
অলস-অবশ হ'তে হ'তে
ক্রমেই নিথর হ'য়ে যায়। ১৮।

প্রবৃত্তিগুলি যেমনই যা' হো'ক,—
নিষ্ঠাযোগের অটুট টানে,
নিষ্ঠানুগ চলবে তেমনি
তেমনতরই শিষ্ট প্রাণে। ১৯।

আত্মম্ভরিতা

অভিমান যা'র যেমন দড়
মূঢ়তাও তা'র তেমনতর। ১।

অকৃতজ্ঞ যে, অশিষ্ট যে,
আত্মম্ভরি হয় যে-জন,
অধঃপাতে গতি তাহার
বিধ্বস্তিতেই কাটে জীবন। ২।

শাসন-তোষণ-বিনায়নে যা'দের
ধাক্কা লাগে অন্তরে,
আচার্য্যত্যাগ তা'রাই ক'রে
অভিমানে ঢ'লে পড়ে। ৩।

ইষ্টনিষ্ঠা নাইকো যেথায়
ধর্ম্ম-ভড়ং নিয়ে চলে,
আত্মম্ভরি অভিমানে
তা'রাই কিন্তু পড়ে ঢ'লে। ৪।

অন্যায্য যা'র সংবেদনা—
অন্যায্য ভাবের রয় বিকাশ,
আত্মম্ভরি উৎসর্জ্জনা
ক'রেই থাকে তা'য় হতাশ। ৫।

অস্খলিত নিষ্ঠা যখন
আত্মম্ভরিতায় ডুব্‌ল,
সত্তা তখন ধ্বস্ত হ'য়ে
স্খলনপথে চ'ল্‌ল। ৬।

বন্দনা ক'রে অভিমানের
নিষ্ঠা রেখে অন্ধ চলায়,
থাকলে কিন্তু,—আসবে বিপদ্
দুষ্ট চলার আবহাওয়ায়। ৭।

নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যা'রা
আত্মম্ভরি চালে চলে,
স্খলনভরা চলন তা'দের
ব্যর্থতাতেই পড়ে ঢ'লে। ৮।

নিষ্ঠাবিহীন চলাই যা'দের
আত্মম্ভরি ধাত,
বয়ই তা'রা অলল চলায়
বহুতই উৎপাত। ৯।

ভণ্ড নিষ্ঠা স্বার্থলোভী
পরশ্রীকাতর যে যেমন,
অবনতিও হয় তেমনি তো তা'র
বক্র হয় তা'র অনুচলন;
পাপটাকে সে পুণ্য ভাবে
পালনপাতিত্য চলেই সাথে,
এমনতরই বোধবিবেকী
অনুচলন ঘটায় মাথে। ১০।

কোথায় কেমন চলতে হবে—
জানে নাকো কিছু তাহা,
আচার-ব্যাভারের জ্ঞানটি ভোঁতা
অশিষ্ট হয় তাহার রাহা;

আচার্য্য-নিয়ন্ত্রণ ক'রে তা'রা
আত্মম্ভরির গাথা গায়,
আচরণবোধই হয় না তা'দের
ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে ধোঁকায় । ১১ ।

(যা'রা) স্বার্থসেবী হীনবুদ্ধি
শ্রেয়নিষ্ঠ হয় না তা'রা,
অশ্রেয়কেই ভজন করে,
বোধ ও কৃতি শ্রেয়হারা ১২ ।

যা' ভেবেছ তা' ঠিক ভেবে
ক'ষে মিলিয়ে দেখলে না,
অহংস্পর্দ্ধী মনটি তোমার
করে ছলনা,—বুঝলে না । ১৩ ।

হামবড়াই-বোধ আনেই কিন্তু
অভিমান আর অহঙ্কার,
শিষ্ট চলন নয় নিবিষ্ট—
ভঙ্গপ্রবণ প্রীতি তা'র । ১৪ ।

মান-গরবের বধির নেশায়
থাকলে ইষ্ট নিয়ে রত,
ব্যাহত হ'লে তেষ্টা তাহার
ভাঙ্গেই কিন্তু তাহার ব্রত । ১৫ ।

নিষ্ঠানিপুণ যতই থাক
শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসায়,
মান-অভিমান থাকলে সেথা
পড়বে প্রায়ই ভগ্নদশায় । ১৬ ।

প্রিয়ই যদি মানের দাঁড়া
প্রিয়ই যখন প্রাণের পথ,
অভিমান সেথা হামবড়াই নয়
হয়ই সেটা সুষ্ঠু সৎ। ১৭।

আত্মম্ভরি কথা যা'দের
ছড়িদারি স্বভাব হয়,
অকৃতজ্ঞ হয়ই তা'রা
পরের খ্যাতি কভু না কয়;
অশিষ্টাচার-নেমকহারামি—
কুখ্যাতিরই খনি তা'রা,
শিষ্ট স্বভাব নয়কো তা'দের
বৃত্তিচালে আত্মহারা;
কৃতজ্ঞতার করে না সেবা
ছিটিয়ে নানা নষ্টামি,
দুষ্ট তা'রা, ভণ্ড তা'রা
গায়ই তা'রা বদ্‌নামই;
কায়দাকুশল তৎপরতায়
আত্মখ্যাতি কেবল গায়,
নিজের যা'-সব সবই ভাল
পরের কিছু সুষ্ঠু নয়;
এই চলনের রকম দেখেই
হৃদয়টাকে বুঝে নিও,
কোথায় কেমন সাড়া দেবে
সেটা কিন্তু বুঝেই দিও। ১৮।

ভোগলালসার উছল চলন
প্রবল হ'ল যেই,
হামবড়ায়ী প্রবৃত্তিটি
উঠ্‌ল রুখে সেই । ১৯ ।

নিষ্ঠার গায়ে হাত পড়লে
আত্মম্ভরি লালসায়,
দূরদৃষ্টি তখন থেকে
ডাকছে তোরে, 'আয় রে আয়' । ২০ ।

যতই বৃদ্ধি হোক না নিজের
অন্যের সাহায্য যতই পা'ক,
চোষণ দিয়ে আত্মপোষণ
করেই যা'রা—মন্দভাক্ । ২১ ।

খাতির করে না যে-জন কা'রো
সবার কাছে চায়ই খাতির,
বুঝো, তা'দের হৃদয়-আধান
প্রায়ই ভরা মন্দ মতির । ২২ ।

নিজের গুণগান করে সদা
গায়ই কেবল নিজের খ্যাতি,
নষ্ট কিন্তু সে-জন জেনো
কুৎসিত তাহার আত্মরতি । ২৩ ।

যা'র যতই না হউক মন্দ
আমার ভাল চাই-ই চাই—
এমনতর হীনমনাদের
কুৎসিত ছাড়া গতিই নাই । ২৪ ।

অন্যের অপমান হোক্ না যেমন
নিজের মানটি বাড়ুক সোজা,
এমন যা'দের মনের গতি—
নরক থাকে মনেই গোঁজা। ২৫।

ইষ্টনিষ্ঠ নয়কো যা'রা
কাজে-কথায় নয়কো ঠিক,
দুর্ব্বল মন তা'দেরই হয়
দায়িত্বে তা'রা হয় বেল্লিক ;
এমন-জনা নয়কো শ্রেয়
নয়কো প্রেয় সত্তার,
শিষ্ট সুষ্ঠু হয় না তা'রা
অভিমানী সর্দ্দার। ২৬।

সন্দেহশীল মন যাহাদের
হামবড়াই যা'দের ভাব,—
মানস-বোধি নয়কো শিষ্ট
ইতর-বোধই লাভ। ২৭।

হামবড়াই আর অহঙ্কারমত্ত
প্রতিষ্ঠালোভী যা'রা,
অন্তরেতে নেহাৎ জানিস্
নিষ্ঠাবিহীন তা'রা ;
স্বার্থপরিচর্য্যা তা'দের
প্রীতি-সন্দীপনা,
স্বার্থলোভী বেঘোর পথেই
তা'দের আনাগোনা ;

সহা-বহার নাই ক্ষমতা
ইষ্টনিষ্ঠ নয়,
এমন যা'রা—শিষ্ট হ'য়ে
কভু কি সুখে রয় ? ২৮ ।

স্বার্থপোষী কৃতির আবেগ
স্বার্থসন্ধিৎসু জল্পনা—
ইষ্টনিবেশ থাকলে ঢিলে
বৃত্তিই হয় তা'র কল্পনা ;
ক্ষীণস্রোতা ইচ্ছা থাকলেও
নিষ্পাদনে নয় পারগ—
আত্মবিক্রয় ক'রে তা'রা
হয় না কভু নিজের তারক । ২৯ ।

নিষ্ঠা কাহার কেমনতর
সুষ্ঠু-শিষ্ট হয় কি নয়,
অভিমানে আঘাত দিলে
বুঝবে তাহার পরিচয় । ৩০ ।

মেধাবী বোধ থাকেও যদি
নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যে,
সংস্থিতিতে সরল গতি
থাকে না—মানের তরাসে । ৩১ ।

তোয়াজ-খোসামোদ-গৌরব দিয়ে
মান-প্রতিষ্ঠায় রাখলে বিভোর,
স্বার্থ ছাড়া নিষ্ঠায় কভু
হয় কি তা'দের জীবন ভোর ? ৩২ ।

আত্মগরিমা করবি যতই
হ'বি ততই নীচমনা,
চললে শিষ্ট-তৃপণ রাগে
তৃপ্তিতে পায় উর্জ্জনা। ৩৩।

মান-অভিমান-হামবড়াই যা'
সব যা'-কিছু ফেল্ ছিঁড়ে,
শরীর-মনের সার্থকতায়
সঙ্গতিশীল কর্ ধীরে। ৩৪।

অসৎ-নিরোধ

ভাল'র রোখটা বাড়িয়ে চ'লো
সহ্যমত যেমন চলে—
মন্দর নেশা থামিয়ে দিয়ে
মনের শুদ্ধ আবেগ বলে। ১।

অশিষ্ট যা' অন্যায় যেটি
লোকক্ষতিকারক যা',
প্রীতি-দীপনায় সমীচীনভাবে
তেমনি নিরোধ ক'রো তা'। ২।

নজর রাখিস্ স্ফুর দীপনায়—
ধী-দীপনী চাল ধ'রে,
বোধবিবেকের আলো দিয়ে
সব-কিছুতে শিষ্ট ক'রে। ৩।

শিষ্ট-সুষ্ঠু নিষ্ঠানিপুণ
প্রীতিদীপ্ত উর্জ্জনায়,
অসৎ-নিরোধ চল্ ক'রে তুই
কৃতিবিভোর তর্জ্জনায়। ৪।

ভক্তিভরা হৃদয় নিয়ে
অসৎ-নিরোধ ক'রে যা,
অসৎ যা'রা—অনুরাগে
সুষ্ঠু তালে বলুক, 'বাঃ'। ৫।

শয়তানেরই সন্ধানই এই—
বিপন্ন হয় যে যা'তে,
লোভরিপুরে আয়েত ক'রে
ফেলে দেওয়া সেই তা'তে ;
শিষ্ট আচার, মিষ্ট ব্যাভার
পরিচর্য্যার সদ্-আগ্রহে
শাতন যেন তাক লেগে যায়
ফুরসুৎ না পায় নিগ্রহে । ৬ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় ভাঙ্গন ধরায়
এমন সঙ্গই অসৎ বলে,
উর্জ্জী পরাক্রমে নিরোধ
করবি তা'দের অবহেলে । ৭ ।

দৃপ্ত দীপক তেজে করিস্
শিষ্টভাবে অসৎ-নিরোধ,
সৎ-চলনে সিদ্ধ ক'রে
দূর ক'রে দে—দুষ্ট বোধ । ৮ ।

পরাক্রমী কুশল কৌশল
তেমনতরই ধীয়ের চোখ,
জয় করে সব অসৎ সৃষ্টি
দীপ্তও হয় তা'র শুভের ঝোঁক । ৯ ।

অসৎ যেথায় উদামে ধায়
ব্যক্তি-সত্তা করতে লোপ,
বিকট বিহিত প্রস্তুতিতে
নিরোধ করবি অসৎ-কোপ । ১০ ।

সত্তাঘাতী অসৎ যা'-সব
পরাক্রমে কর্ নিরোধ,
উর্জ্জী তেজে তাড়িয়ে অসৎ
আন্ ফিরিয়ে স্বস্তি-বোধ । ১১ ।

সত্তা যেমন বেঁচে থাকে
সঙ্গে রেখে অসৎ-নিরোধ,
অসৎকে তুই নিরোধ ক'রে
তোল্ জাগিয়ে সত্তাবোধ । ১২ ।

সত্তাপোষী না হয় যেটা
অসৎ কিন্তু তাই-ই হয়,
সৎ-অসতের পারে থেকে
দাঁড়িয়ে কর অসৎ জয় । ১৩ ।

সত্তাটাকে সাবুদ রাখ
বিপুল রাখ প্রস্তুতি,
অসৎ-নিরোধ ক'রে দাঁড়াও,—
সৎ-এর বাড়াও সংহতি । ১৪ ।

অসৎ-নিরোধ করতে হ'লেই—
শিষ্ট-নিপুণ ধৃতি নিয়ে,
ভাসিয়ে দিয়ে অসৎগুলি
স্বস্তি রেখে আপন ধীয়ে ;
শিষ্ট হ'বি, সুষ্ঠু হ'বি,
তীব্র হ'বি অসৎ-রোধে,
দিব্য-কঠোর তৎপরতায়
সুষ্ঠু ধী-এর বিহিত বোধে । ১৫ ।

যতই শক্ত হো'ক্ না অসৎ
যতই হো'ক্ না দীপ্ত সে,
এমনতরই করবি সেথায়
পালায় ভয়ে নিঃশেষে । ১৬ ।

অগ্নি যেমন ঊর্দ্ধে ওঠে
বজ্রেরও তো আগুন আছে,
অগ্নি ওঠে ঊর্দ্ধপানে
বজ্র আসে ধরার কাছে ;
বজ্র-সংঘাত নিরোধ ক'রে
অগ্নিরে কর্ নিয়ন্ত্রণ,
ঊর্দ্ধপানে হউক গতি—
উৎসারণার আমন্ত্রণ । ১৭ ।

অবাস্তব নিন্দা কথায়
আচার্য্যে যে দূষ্য করে—
এমন-জনায় রেখো না কাছে
অন্যস্থলে পাঠিও তা'রে ;
দুষ্টমনা জেনোই কিন্তু
পুষ্ট করে দুষ্ট তাল,
নিকেশ করে বহু জনায়
ছিটিয়ে তাহার কুটিল জাল ;
প্রাণের ব্যথা লাখ থাকুক তোর
মমতা থাক্ অঢেল-স্রোত,
দুষ্ট চর্য্যায় আনিস্ নাকো
বাড়িয়ে তা'দের ধৃষ্ট বোধ । ১৮ ।

যে যেমন হোক্‌—আপদ্‌ এলে
সাবধানেতে তুলে নিও,
শিষ্ট ব্যাভার মিষ্ট কথায়
আপদ্‌ হ'তে তরিয়ে দিও ;
কুৎসিত সঙ্গ নয়কো ভাল
ওটা কিন্তু মন্দই করে,
অশিষ্টাচার ক'রে তা'রা
জীবনটাকে ব্যর্থে ধরে ;
যত কুৎসিত থাক না কেন
তুমিও মানুষ বুঝে দেখো,
সেই চোখেতেই ধ'রো সবায়
সতর্কতায় দৃষ্টি রেখো । ১৯ ।

আপদ্‌-বিপদ্‌ আসেই যখন
তীব্র হ'য়ে জীবনপথে,
জীবনদীপ্তি নিয়েই সত্তা
নিরোধী হয় ঊর্জ্জনাতে ;
সাথে-সাথে ওঠেই জেগে
সুদূরপ্রসারী বোধদৃষ্টি,
তীক্ষ্ন ধীয়ের তৎপরতায়
ক'রেই থাকে নিরোধ সৃষ্টি ;
তীব্রকর্ম্মা দীপ্ত তেজে
যতই অমন পারবি হ'তে—
আপদ্‌-বিপদ্‌ নিরোধ ক'রে
স্বস্তিই নিয়ে রইবি তা'তে । ২০ ।

প্রকৃতি তোমার সাত্বত হোক
বহুক জীবনসুর,
তৃপ্তি আসুক ঝর্ণা হ'য়ে
প্রাণ জাগুক প্রচুর ;
নদীর মত উথলে ওঠ
জীবনপ্রবাহ নিয়ে,
অসৎকে তুমি এড়িয়ে চল
সৎপ্রবাহ দিয়ে ;
ধৃতি তোমার সত্তায় দাঁড়াক
সৎদোলনে দুলি',
উড়ে যাক্ না পাপের বোঝা
ঝেড়ে অসৎ ধূলি । ২১ ।

শিক্ষা

নিষ্ঠা যেমন দীপ্ত হ'য়ে
হৃদয়ে করে সংস্থিতি,
শিক্ষাবিদ্‌ও পেয়ে থাকে
তেমনতরই উদ্‌গতি । ১ ।

শিক্ষা দিও এমনিভাবে
বুঝতে না পারে শিখছে সে,
শিক্ষা যদি ভীতি আনে
বুঝবে না সে তরাসে । ২ ।

নিষ্ঠা-অনুরাগ-সেবায়
অনুশীলন যা'র যেমনতর,
কৃতীও সে তেমনই হয়
বোধেও সে-জন তেমনি দড় । ৩ ।

হাতে-কলমে কর যেমন
বোধ-বিবেকের দীপ্তি নিয়ে,
সার্থকতা ওতেই পাবে
অন্তরেরই নিষ্ঠা দিয়ে । ৪ ।

জ্ঞানগরিমার বাহানা নিয়ে
আগল-পাগল চলা ছাড়,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সেগুলিরও অর্থ ধর । ৫ ।

অসৎ যা' তা'য় জান তুমি
নিখুঁতভাবে স্পষ্ট ক'রে,
সৎকেও তুমি তেমনি জান
শিষ্টনিপুণ চর্য্যা ধ'রে । ৬ ।

গুপ্ত বিদ্যা যেথায় যা' থাক্
যত পার সেধে নিও,
প্রীতিদীপন তৎপরতায়
লাগে যেথায় তেমনি দিও । ৭ ।

অঙ্কশাস্ত্রই মেধামিতি—
আয়ত্তে বাড়ে পরিমাণ,
মেধা-দীপ্তি নিয়ে আসে,
আনে সমস্যার সমাধান । ৮ ।

জ্যোতিষ-কথার ভাঁওতা দিয়ে
যাকে যত বলবি খারাপ—
ঠিক জানিস্ তুই করছিস্ নিজে
নিজের শ্রীরই অপলাপ । ৯ ।

ধরার আকর্ষণ বাড়বে যত
বস্তুর বাড়-ও ছোট হবে,
মাধ্যাকর্ষণের যেমনি ধারা
তা'দের বৃদ্ধিও তেমনি হবে । ১০ ।

পৃথিবী যত বাড়ছে জানিস
কমছে বস্তুর উচ্চতা,
তেমনি আবার মাধ্যাকর্ষণের
বাড়তিতে হয় খর্ব্বতা । ১১ ।

স্থিতির আয়তন যেমনতর
ধৃতিও রাখে তেমনি,
স্বল্পও কোথাও বৃহৎ হয়
বৃহৎও স্বল্প যেমনি। ১২।

দেখে-শুনে জীবনীয় যা'
জীবনপথে নিয়ে যাওয়া—
ন্যায়ের পুতে কুশল-কৌশল,
তাইতো তা'কে ন্যায় কওয়া। ১৩।

জীবনীয় কৃতি যা'-সব
চল, বল, কর তা',
সুফল দিয়ে ধন্য হও না—
তাইতো ন্যায়ের বারতা। ১৪।

আবোল-তাবোল যুক্তিচলন
নয়কো কিন্তু ন্যায়ের বিধান,—
সেটা তা'তে রেখে দেওয়া
যেটা যাহার যেমন আধান। ১৫।

বাজে পচাল পাড়লেই তুমি
ন্যায়ের ফণ্টি বিছিয়ে দেবে,
অমনতর ন্যায়বিদ্ যা'রা
তা'দের লোকে পাগল ক'বে। ১৬।

শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা নেওয়া—
দুই-ই হ'লে এস্তামাল,
স্বভাবটাও কিন্তু হবে তেমনি
কমই পাবে পয়মাল। ১৭।

বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে
যতই বিদ্যা শিখুক না,
বাড়ীর শিক্ষা সুষ্ঠু নৈলে
শিষ্ট স্বভাব হয়ই না। ১৮।

অন্যায়-আচার দেখলে শিষ্যের
শাসন-নিয়ন্ত্রণ না করলে গুরু,
তমসারই অবস্থা আঁধার
ক্রমেই কিন্তু হয়ই সুরু। ১৯।

ব্যবহার আর আদবকায়দা—
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে,
সাধ্য ব'লে সেটাই জানিস্
পূত-পবিত্র প্রাণ দিয়ে ;
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
অনুরাগটি অটুট রেখে,
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতেও
মনে প্রীতি-পূত থেকে—
চল্ ওরে চল্ ও-শিক্ষার্থি' !
প্রীতি-নীতির পথ দেখে,
তবেই বুকে পাবি রে বল
অনুরাগের রঙ মেখে ;
কৃতিপথটি ভুলিস্ নাকো
ফাঁকিবাজির ছলাকলায়,
এমনি ক'রেই কৃতিপথে
চলতে থাক্ তুই সৎ-চলায় ;

করণীয়কে দিস্‌ নে ফাঁকি
বোধদৃষ্টি নিখুঁত কর্‌,
জেনে-শুনে ক্রমিক চলায়
চল্‌ ওরে তুই নিরন্তর। ২০।

নিষ্ঠাধাতের শিষ্য পেলে
সময়-অসময়ে নিদেশ দিও,
শাসন-তোষণ-ভৎর্সনা আর
অপমান ক'রে বুঝে নিও ;—
অন্তর্নিহিত সহন-ক্ষমতা
কেমনতর আছে তা'র !
হয় কি তা'রা কোনমতে
অনর্থকই অন্যের ভার ?
দেখে-শুনে বুঝে তা'দের
যেথায় যেমন করতে হয়,—
শিষ্টভাবে ক'রে যেও
যেন তা'রা জয়ীই হয়। ২১।

অসৎ-অবিদ্যা যেটা
নিখুঁতভাবে সেটা জেনে,
সত্তাদীপী বিদ্যা যেটা—
অস্তিত্বতে নিও মেনে ;
অমর হওয়ার উর্জ্জনাতে
ভালমন্দ জান সব,
সত্তা তোমার অমরস্রোতা
হ'য়ে—আনুক সদ্‌বিভব। ২২।

প্রজ্ঞা

বাস্তবতার সঙ্গীতি যেমন
জানাও তোমার তেমনি হবে,
বাস্তবতা উড়িয়ে দিয়ে
লাভ কী হবে অবাস্তবে ? ১ ।

অবাস্তবের পরিপ্রেক্ষায়
বাস্তবকে যদি দেখতে চাও—
হবে না জ্ঞান, পাবে না জ্ঞান
এদিক্-ওদিক্ যতই ধাও । ২ ।

নিজে যে জানে—'আমি দক্ষ,
দক্ষতার প্রয়োজন কী !'—
বেকুব দক্ষ এমনতরই,
তা'র কি কখনও বাড়ে ধী ? ৩ ।

আলাপ-আলোচনা করলে বহুত
কাজে কিছু করলে না,
না করলে কি প্রজ্ঞা ফোটে
সেটাও বুঝে দেখলে না ? ৪ ।

নকল করতে যাস্ নে শুধু
বোধ-বিদীপ্তি সেধে নে না,
শুধু নকলে হয় নাকো জ্ঞান
দেখায়-বোঝায় হয়ই জানা । ৫ ।

যেথায় ও-তুই করবি নকল
বোধবিভবে অজ্ঞ থেকে,
লাখ বছরের নকল রূপও
মূর্খ চলন আনবে ডেকে। ৬।

শিক্ষাটা তো অনেক জান
দীপ্ত তোমার বোধভাতি,
শিক্ষা দাও না কা'কেও তুমি
তা'তে কি রয় জ্ঞানের স্থিতি ? ৭।

বোধের বিকার থাকলে বুঝিস্—
জ্ঞান ও কায়দার হবে বিকার,
বাস্তব যেটা সবার কাছে
দেখবে তুমি বিকৃত আকার। ৮।

ইষ্টানুরাগ নাইকো যেথায়
বোধ-বেদনা সেথায় নাই,
হক্‌চকে সব বোধ-ভাঁওতায়
আত্মপ্রতিষ্ঠা করে সদাই। ৯।

বীর্য্য যদি নাই থাকে তোর
ধীর হ'বি তুই কিসে ?
ধী ও ধৈর্য্যের পথ হারিয়ে
হারা হবি দিশে। ১০।

লক্ষ্য তোমার ইষ্ট থাকুন,
একনিষ্ঠ না হও যদি—
অতুল জ্ঞানীর স্পর্শ পেয়েও
শূন্যই র'বে জ্ঞান-বারিধি। ১১।

কী সঙ্গতিতে কী-রূপ দাঁড়ায়
রূপে নিহিত আছেই তা',
সঙ্গতিগুলির অর্থই বা কী
সংহতি নিয়ে থাকে যা' ;
কোন্ বিভবের কেমন মিলন
কী-রূপ আনে কোথায় কেমন,
রূপ দেখে তুই ঠিক ক'রে নে
প্রতিকৃতি যাহার যেমন,
নিষ্ঠানিবেশ-আবেগ নিয়ে
এইগুলি সব দেখে-শুনে
সংহতি কর্ বিহিতরূপে
যেখানে যেমন শুনে-গুণে ;
বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণে
গুণ আর অর্থের তাৎপর্য্যটা—
সেইটি নিয়ে জানার পথে
চল্ নিয়ে তুই জানতে তা' ;
কোন্ ক্রিয়াতে কোথায় তাহার
কেমন রূপটি ধ'রে থাকে,
বিশেষভাবে জেনে নিয়ে
প্রাজ্ঞ বোধে আন্ তো তা'কে ;
জানা তোমার তখনই হবে
কারণ-করণ-ধরণ দিয়ে,
নইলে সে-জ্ঞান র'বেই কাঁচা
ব্যর্থ-বোধের তত্ত্ব নিয়ে। ১২ ।

অস্খলিত প্রবল আবেগ
বোধ-কৃতি যা'র যত,
উর্জ্জনাও অন্তরেতে
তেমনি অবাধ তা'র তত ;
চলাফেরার তুক্‌তাকে যা'র
শিষ্ট-সুন্দর দৃষ্টিপথ,
উর্জ্জনা জেনো—নিটোল চলায়
চালায় তাহার জীবন-রথ। ১৩।

পার যদি পড়াশুনাও
যত পার ক'রে নাও,
বুঝে-সুঝে ভেবে-চিন্তে
বিনিয়ে সেগুলি রেখো তা'ও। ১৪।

আণ্ডা-বাচ্চা নাই যদি হয়
পণ্ডা হবে কিসে ?
ভণ্ডুলতায় জীবন যাবে
হারা হ'য়ে দিশে। ১৫।

কৃতির পথে বিজ্ঞ ধীতে
উজিয়ে চলে যেমনতর,
দিব্যদৃষ্টি হ'য়েও তেমন
হয়ও নিটোল সবল দড়। ১৬।

প্রাজ্ঞতা তোর বাড়বে যতই
স্বতঃসিদ্ধ সার্থকতায়,
বিভাযুক্ত কৃতিচর্য্যাও
জাগবে তত উচ্ছলতায়। ১৭।

নিবিষ্ট নির্ভুল জ্ঞান যত হয়
বোধদৃষ্টির বিভব নিয়ে,
অবোধ জনাও ওঠে ফুটে
শিষ্ট-স্বতঃ বোধি দিয়ে। ১৮।

যেমন ভাবের ভাবুক তুমি
করবে চলবে যেমনি,
করায় যত সিদ্ধ চলন
জ্ঞানও হবে সেমনি। ১৯।

অটল হ'য়ে নিটোল সেবায়,
ইষ্টনিষ্ঠায় অনুগতি,
বিহিতভাবে দৃষ্টি রেখে,—
জ্বালিয়ে রাখিস্ জ্ঞানদ্যুতি। ২০।

ধারণপালন-অধিগতি
সিদ্ধ-স্বতঃ ধী নিয়ে,
বাড়বে যত—বুঝবে তত,
করবে তেমনি বোধ দিয়ে। ২১।

নিখুঁত বোধের দূরদৃষ্টি
নিয়ে দেখিস্ সব-কিছু,
দৃষ্টি রে তোর হারিয়ে না যায়
স্বস্তি আসে তোর পিছু। ২২।

তড়িৎ-ঘড়িৎ নিখুঁত চলন
বোধ-বিবেক আর কৃতির যাগে,
এইগুলি তুই নে না সেধে
যেমন পারিস্ যত আগে ;

এই সাধা তোর চলন-পথে
 করবে চতুর সব দিকে,
ব্যবহার-বোধ-কৃতিদীপনায়
 ক্রমে-ক্রমেই উঠবি পেকে। ২৩।

নিষ্ঠা যতই হবে পাকা
 দৃষ্টিও হবে নিখুঁত তত,—
নিখুঁত দৃষ্টি-সঙ্গতি নিয়ে
 বুঝবে ব্যষ্টিসত্তা যত। ২৪।

যা'ই কেন না জানবে তুমি—
 আবৃত্তি-বোধ-ব্যবহারে,
সেগুলিকে জেনে নিও
 নিটোল জ্ঞানের পথটি ধ'রে। ২৫।

কৃতির পথে ধৃতি ধ'রে
 বিধিপথে বিনায়ন—
করলে কিন্তু প্রাজ্ঞ সে হয়,
 স্বতঃই করে উন্নয়ন। ২৬।

ভক্তি-প্রীতি সবার গোড়া
 নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ,
সেই চলনে চলন যা'দের
 সিদ্ধ তা'দের বোধন-যাগ। ২৭।

দেখে-শুনে চিন্তা আসে
 চিন্তায় আসে ভাব-আবেগ,
ভাব-আবেগে আসে কৃতি
 কৃতিচর্য্যায় বোধবিবেক ;

বোধবিবেকে আসেই তো জ্ঞান
জ্ঞানই হ'চ্ছে বস্তুস্বরূপ,
স্বরূপ-জ্ঞানের বিহিত চর্য্যায়
প্রজ্ঞায় ফোটে বিহিত রূপ। ২৮।

বোধ যেখানে নাই
বেদ সেখানে নাই,
শুধু বেদের ভাঁওতা দিয়ে
ছিটাস্ নে বালাই। ২৯।

বোধের যত বিকার হবে
বেদদৃষ্টিও কমবে তত,
বিদ্যমানতা নে জেনে তুই
বেদ হবে তোর স্বতঃ-আয়ত্ত। ৩০।

লাখ পড়িস্ না বেদের ভাষা—
ভেসে যাবে সব সকল,
বোধদৃষ্টির দিব্য জ্ঞানে
বেকুবও হয় সিদ্ধ-সফল। ৩১।

সুসন্ধিৎসু শিষ্ট দেখায়
বাস্তবতার জ্ঞান যেমন,
বোধদর্শন তেমন তা'দের
নিবিষ্ট সঙ্গতি হয় তেমন ;
নিবিষ্ট সঙ্গতি যেমনতর
বোধদর্শনও হয়ই তা'ই,
বোধদৃষ্টি ছাড়া কিন্তু
বেদের কোন সংজ্ঞা নাই। ৩২।

বেদ মানেই তো জ্ঞানী হওয়া
হাতে-কলমে নীতি ধ'রে,
কথাগুলিই কিন্তু নয়কো বেদ,—
কৃতি জাগানো করণ ক'রে। ৩৩।

সারা জীবন যদি বেদপাঠ কর
কিছুই কিন্তু পাবে না,
যদি তা'কে তুমি সমীচীনভাবে
না-ই কর কাজে সঞ্চারণা। ৩৪।

বেদই পড় আর গীতাই পড়
তা'তে কিছুই হবে না,
বুঝে-সুঝে তা'কে যদি
না কর বাস্তবে অর্জ্জনা। ৩৫।

বেদ-আবৃত্তি ক'রে চল—
শিষ্টনিপুণ ব্যবহারে,
কী-নিয়োগে কোথায় কেমন
সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়া করে!
জীবনটাকেও দেখে নিও—
মতি-গতি কা'র কেমন!
তেমনিভাবে নিয়োগ ক'রো
যেথায় থাকে যা'র যেমন;
অর্থ কী তা'র? বোধই বা কী?
কেমন ক'রে কেন হয়?—
তেমনি নিয়োগ সেথায় কর,
সত্তা গাহুক তাহার জয়;

জীবনধারার অঢেল চলায়
কোথায় কেমন ব্যতিক্রম,—
বিনিয়ে দেখে নিয়োগ ক'রে
জেনে নিও তাহার ক্রম ;
বোধের বৃদ্ধি কাঁটায়-কাঁটায়
হ'লে তোমার এমনতর,
কৃতিও হবে তেমনতরই
জ্ঞানও তোমার হবে দড়। ৩৬।

বাস্তবে আর ব্যবহারে—
যা'ই কেন না জান তুমি,—
সেধে নিলে তবে তো হয়
সিদ্ধিদ্যোতন কর্ম্মভূমি। ৩৭।

বিজ্ঞ কৃতি না হ'লে কি
বিজ্ঞানী হওয়া যায় ?
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিচলনে
বিজ্ঞতা আসে তা'য়। ৩৮।

জ্ঞানকে যতই সংশ্লেষণ আর
বিশ্লেষণে বিনিয়ে নিবি,
সার্থকতার সঞ্জীবতায়
বিজ্ঞানেরও ফুটবে ছবি। ৩৯।

অটল অটুট নিবিষ্টতায়
অচ্যুতভাবে ইষ্টে থাকায়,
সুষ্ঠু সেবায় তাঁকে বিহিত
পরিতৃপ্ত ক'রে রাখায় ;

চিন্তাসহ প্রশ্ন নিয়ে
সুষ্ঠুভাবে বুঝে-ক'রে
স্খলনহারা চললে চলায়—
প্রজ্ঞা উঠবে সত্তা স্ফুরে। ৪০।

বহুরূপী প্রাজ্ঞ হওয়ার
অনেক রকম কায়দা আছে,
বুঝে-সুঝে নিটোল হ'য়ে
করা কী কোথায়!—নিও বেছে;
দেখা-শোনা-বোঝা বাস্তবতায়
সঙ্গতিশীল অন্তরে,
ধী কুড়িয়ে হও না সাবুদ
ইষ্টদণ্ড ঠিক ধ'রে। ৪১।

দশটা দিক্‌ই খতিয়ে দেখ
ভেবে দেখ, কোথায় যে কী,
কেমনতর সঙ্গতিতে
সুষ্ঠু সার্থক হবে ধী;
যা' কর, তা'র ক্রম-খতিয়ান
যথাসম্ভব স্মরণ রেখো,
তেমনি ক'রেই বোধগুলিকে
কৃতিপথে বিনিয়ে দেখো;
রেখোও তেমনি শিষ্টভাবে
বোধগুলি যা' গজিয়ে আছে,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
কৃতিপথে নিও বেছে;
সার্থকতার সুধী ধারা
কৃতিপথে আসবে নেমে,

চলবে অনেক নিটোল চলায়,
যাবে কিন্তু কমই থেমে ;
কৃতিভরা জীবন যেটা—
চলছে তোমার সত্তায় গেঁথে,
নিও তা'কে শিষ্ট স্বচ্ছে
সবাস্তবে—ধৃতির সাথে ;
অন্তরেরই জ্ঞান বিনিয়ে
এমনি ক'রে প্রজ্ঞায় এনো,
জানাটাকে ব্যক্তিত্বতে
দৃঢ় ক'রে গাঁথবে,—জেনো ;
ভ্রান্তিহারা চলনপথটি
পরিচ্ছন্ন এমনি রেখো,
বাস্তব ঐ নজর দিয়ে
যা'-সব আসে, সবই দেখো। ৪২।

শিল্প-কলা

বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ
কলাবিদ্যার কৃতিবিভব—
ইষ্টনিষ্ঠ ভজনারই
সবই জানিস্ দ্যোতন-স্তব ;
ওগুলিকে বরবাদ ক'রে
সংস্কৃতির ইষ্টসেবা,
হয় না কিন্তু ঠিকই জানিস্,
রুদ্ধ হয়ই ইষ্টবিভা। ১।

গানও কভু নয়কো গান,
আমোদও কিন্তু মিছে সব,
যদি না তা'তে উথলে ওঠে
নিষ্ঠারতি-কৃতিবিভব। ২।

অভিনয়ের সার্থকতা
ধৃতিমুখে বিরাজ করে,
ধী ও প্রীতির দ্যোতন দোলায়
সব জীবনকেই আগ্‌লে ধরে। ৩।

আচার-ব্যবহার সদ্‌বোধনা
সুচরিত্র যেথায় নাই,
অভিনয় কি করে কিছু ?
কুৎসিততার সেথায় ঠাঁই। ৪।

সাত্বত হয় সেই অভিনয়
উৎকর্ষে যা' নিয়ে যায়,
নিটোলভাবে জয় করে যা'
অপকৃষ্ট উদ্দীপনায়। ৫।

সাত্বত পূজার অভিনিবেশে
নিয়ে যায় যা' দীপক সুরে,
তাই তো আসল জীবন তোমার
নিকটে কিংবা হো'ক না দূরে;
যে-তপেতে সাত্বত রাগ
কৃতির সুরে জেগে ওঠে
ক্রিয়ামুখর তৎপরতায়,—
অভিনয় তো তাহাই বটে। ৬।

অভিমুখে নিয়ে যায় যা',—
যে-আদর্শের অনুক্রিয়ায়,
অন্তরেরই উদ্দীপনা
উচ্ছলতার আবেগে ধায়;—
এমনতর রঙ্গলীলায়
অভিনয় লোকে ব'লে থাকে,
আচার-ব্যাভার চালচলনে
তা'কে সঞ্জীবিত রাখে। ৭।

শিষ্ট-শুভ সেই অভিনয়
স্বস্তিশিক্ষা যা'তে থাকে,—
দীপনদ্যুতির সম্বর্দ্ধনা
স্বতঃই জাগায় জীবনটাকে। ৮।

অভিনয়ী অনুক্রিয়া
শিষ্টনিষ্ঠ বিশেষ হ'লে—
লোকহৃদয়ও তেমনি ক'রে
নেচে ওঠে তালে-তালে ;
তালিম-বোধন তালিম-চলন
তালিমভাবে চলে যা',
সার্থকতায় সেমনি আসে
শিষ্ট চলায় রাখলে তা'। ৯।

সত্তাসেবী শিষ্ট চলন
যে-ব্যাপৃতি উসকে দেয়,—
যাত্রাগীতি তা'কেই জেনো,
নইলে যাত্রা সে তো নয় ;
জীবনযাত্রার জয় যা' আনে
উছল করে জীবনপথ,
সেই গতিই তো জীবনগতি
সেই গতিই তো ধৃতিরথ। ১০।

জীবনীয় সার্থকতায়
বিনায়িত অভিনয়,—
ব্যক্তিত্বকে উছল ক'রে
তা'রই করে উপচয় ;
কৃতিযাগের ভিতর-দিয়ে
ভাব ও মনের আবেগ টানে,
লোকও তেমনি বেড়ে ওঠে
সিদ্ধ-চারু চর্য্যাগানে ;
সঙ্গীতেরই সঙ্গতিতে
শিষ্ট নেশায় উছল হ'য়ে,

যেমন ক'রে করবি সে-সব
ধৃতিমুখর কৃতি ল'য়ে ;—
সার্থকতার সম্বেদনায়
নিষ্পাদনও তেমনি হবে,
ঐ অভিনয় করবে তোমায়
তেমনতরই,—সুতালভাবে। ১১।

যে-দীপনায় লোকের জীবন
দীপ্তিসহ তৃপ্তি নিয়ে,
সক্রিয় হয় পরিচর্য্যায়
আপন-পরে কৃতি দিয়ে ;—
তাই তো আসল পূজা-অভিনয়
জীবন যা'তে বেড়ে ওঠে—
রাগমাধুর্য্যে-ব্যবহারে
তৃপ্ত ক'রে জীবনপটে ;
অভিনয়ের রাগই তো তা'ই,
আচার-নিয়ম-ব্যবহারে
ফুটে উঠে পরিবেশকে
বুদ্ধ করে দীপ্ত সুরে। ১২।

মনোবিজ্ঞান

কর্ম্ম যেমন ধর্ম্ম যেমন
ভাবও থাকে তেমনি,
তেমনতরই চলে-ফেরে
কথাও কয় সে সেমনি। ১।

ভাবেই থাকে হওয়ার আবেগ
ভাবই বাক্-এর পথ,
ভাবেই আসে চলন-ফেরন
ভাবেই জীবন-রথ। ২।

অন্তরেরই ভাবটি যেমন
চলন-ফেরন যেমন তালে,
কুশল-কৌশলী দক্ষ কৃতি,—
সিদ্ধিও মেলে তেমনি ভালে। ৩।

বোধ-বিভবে ভাবের আবেগ
কথায় হ'লে উচ্ছলন,
পরিবেশের অন্তরেও হয়
তেমনি ভাবের উদ্বেদন। ৪।

ভাব-ভাবনা কৃতিবোধনা
কেমনতর কা'র কেমন,
সেই বুঝে তা' ভাষায় বিন্যাস
সুষ্ঠু ভাবে করিস্ তেমন। ৫।

ভাবে থাকে হওয়ার আবেগ,
কৃতি তা'রই মূর্ত্তি দেয়,
বোধ-বিবেকের বিনায়নে
নিষ্পন্নতার হয় উদয়। ৬।

ভাববৃত্তির অন্তস্তলে
যে-রঞ্জনাই রয় নিহিত,
হয়ই প্রায় তা' অন্তরে
ফুটন্ত ও বিকশিত। ৭।

ভাবে আছে হওয়ার আবেগ
যে যেমনটি হ'তে চায়,
ব্যক্তিত্বটাও সেই দিকেতে
আনুগত্য-কৃতিতে ধায়। ৮।

ভাব মানেই তো হওয়ার আবেগ
বোধবেদনার অনুনয়ে,
ভাব-অনুগ অনুচলনে
গড়েই সেটা শিষ্ট হ'য়ে। ৯।

যে-আবেগে করবে যেটা
থাকবে বোধে ভরা,
ভাব-বিভবও তেমনি হবে
র'বেও কৃতির ধারা। ১০।

পরাক্রমী বীর্য্যতেজা
প্রীতিমুখর স্নিগ্ধ রেশ—
বাগ্‌বিভবে ফুটে সেটা
ভাবেও তেমনি ধরে বেশ। ১১।

হওয়ার আবেগী চলন নিয়ে
যেমন গতি হয়—
তা'কে কিন্তু সহজ কথায়
মতি-গতি কয় ;
মতিগতির আবেগ যেমন
কৃতিও আসে তেমনি,
নিষ্পাদনী আবেগ যেমন
গতিও তো হয় সেমনি। ১২।

যেমনভাবে সায় দিয়ে যে
যেমন কথা কয়,
সেই সায়-এরই ভাবটি তাহার
অন্তস্তলে রয়। ১৩।

যা'তে তুমি যা' বুঝেছ
যেমন ভাব' তা'ই ব'লো,
তা' ছাড়া আর ধরলে-বললে
কল্পনাতেই হবে কালো। ১৪।

মনের আবেগ চিন্তা-চলন
এমনতর সবল ক'রো,—
ব্যতিক্রম না ছুঁতে পারে,
অমনভাবেই চ'লো-ফিরো। ১৫।

দৃষ্টি যেন তুখোড় থাকে
রাখিস্ চিন্তা সমীচীন,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
হ'বি সুষ্ঠু নিয়মাধীন। ১৬।

ব্যবহার দেখে বুঝবে মেজাজ,
মেজাজ বুঝে বলবে কথা,
ঠাণ্ডা-অনুকম্পী ক'রে
বাগিও মেজাজ সর্ব্বথা। ১৭।

বিনিয়ে দেখ্ তুই বিনিয়োগগুলি
ব্যবহারিক চলন-পথে,
প্রয়োগ ক'রে কী ফল ফলে—
বেশ ক'রে তা' রাখিস্ মাথে। ১৮।

আচার-ব্যাভার-চালচলনে
ভণ্ড কিনা বুঝে নিও,
সংশোধনায় যেমন লাগে
তেমনতরই চর্য্যা দিও। ১৯।

ভাব-দঙ্গলে দুষ্ট হ'লেই
সেটাই কিন্তু ব্যতিক্রম,
নিষ্ঠারতি-আবেগ সেথায়
থাকেই থাকে অনেক কম। ২০।

ব্যক্তিত্বটার ঘোর অপমান—
নিষ্ঠাপথে ধাক্কা দিলে,
যা'র ফলেতে উজ্জী নেশা
থিতিয়ে পড়ে রসাতলে। ২১।

পরখবুদ্ধির মাঝে কিন্তু
সন্দেহটা লুকিয়ে রয়,
যে-সন্দেহ অন্তরালে
আনতে দেয় না উপচয়। ২২।

দেখা-শোনা-বোঝার সাথে
নাইকো যাহার সঙ্গতি,
স্মৃতিও তাহার ব্যতিক্রমী
নাইকো চলার সংস্থিতি। ২৩।

ফোঁস্ শুনে যে ট'লে চলে
বিপথবুদ্ধির প্রবৃত্তি নিয়ে—
মনের বিকার ছাড়ে না তা'তে
ব্যর্থতায় গা ঢেলে দিয়ে। ২৪।

নিষ্ঠাপ্রীতি কোথায় তোমার—
অস্তিকতার সত্তা দিয়ে
বুঝতে যদি না পার তা',—
স্বার্থপ্রীতি আছে ছিটিয়ে। ২৫।

দুষ্ট স্বপ্ন ডুব দিয়ে রয়—
মোলায়েমভাবে চলেই তা'রা,
সুবিধে পেলেই কুদীপনায়
শিষ্টপালীকে করেই সারা ;
ফস্কানো রূপ দেখলে এমন
বুঝেসুঝে সাবধান র'বি,
নয়তো কিন্তু ব্যতিক্রমে
ক্রমেই জানিস্ সাবাড় হ'বি। ২৬।

মিষ্টি কথাই ভাল লাগে
সেটাই নয়তো বুকের বল,
ধী ও শক্তির সঙ্গমেতে
হ'য়েই ওঠে জীবন উতল। ২৭।

বিপর্য্যয়ী সংঘাত স'য়ে
যতদিন যা'রা যেমন থাকে,
অনুকম্পী পরিচর্য্যা
তত বেশীই তা'দের লাগে। ২৮।

মন-তরঙ্গের ভঙ্গী যেমন
সহজ কিংবা আঁকাবাঁকা,
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতিও
তেমনি সহজ নয়তো বাঁকা। ২৯।

ক্ষিপ্র বুকে দীপ্ত হ'য়ে
আরোর প্রাণে মমত্ব ধায়,
আরো আরো আরো হ'য়ে
চলে আরোতে হ'য়ে উপায়। ৩০।

যে-বিষয়ে আকুতি যেমন
কৃতিদীপ্ত
তৃপ্ত তপনায়,
বোধবিবেকে উছলগতি
তেমনতরই
প্রস্ফুটিত হয়। ৩১।

মানুষ তুমি কেমনতর
অনুরাগেই বোঝা যায়,
যেমন নিবেশ যেথায় তোমার
তাতেই তোমার ধৃতি ধায়। ৩২।

মনের আবেগ নিষ্ঠা নিয়ে
শুদ্ধ বোধে যেমন করে,
কৃতি-বিভূতিও তেমনতরই
বাস্তবতায় উস্‌কে ধরে। ৩৩।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
কেমন অটল উচ্ছলা,
তা'ই দেখে তুই নিবি বুঝে
স্বভাব কেমন অচলা। ৩৪।

ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
কৃতিসম্বেগ শ্রমপ্রিয়তা,—
নিরীখ রেখে দেখে নিও
ব্যক্তিত্ব আছে কেমন সেথা। ৩৫।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
ব্যক্তিত্বেরই দিগ্‌দর্শন,
জানিয়ে থাকে তেমনতর
যেমনতর আলোড়ন। ৩৬।

শিষ্ট সাহসদীপ্ত নেশায়
যাহার আবেগ ঊর্জ্জী রয়,
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য—
কৃতিসম্বেগও তেমনি হয়। ৩৭।

নিষ্ঠারতি আচার-ব্যাভার
চালচলন আর স্বার্থঝোঁক
যা'র স্বভাবে যেমনতর—
অদৃষ্টেরও তেমনি রোখ। ৩৮।

মমত্বই তো অনুকম্পা আনে
আনে প্রীতির উৎসর্জ্জন,
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্যে
কৃতিবেগের উদ্দীপন। ৩৯।

সেবাসুন্দর কৃতিচর্য্যায়
যেমন যাহার আবেগ রয়,
তেমনতরই ঊর্জ্জী নেশায়
নিষ্ঠাসহ অভ্যাস হয়। ৪০।

ভাব ও কৃতির সুসঙ্গমে
আনুগত্যের সুচলনে,
অভ্যস্ত হ'য়ে যেমনি চলে—
নিষ্ঠা ফোটে সেই বলনে। ৪১।

সত্তা-সঙ্গত হ'লেই নিষ্ঠা
ব্যক্তিত্বতে অমনি ধারায়,
আনুগত্য-কৃতিও তেমনি
আবেগসহ সেমনি দাঁড়ায়। ৪২।

নিষ্ঠা যখন শুধুই ভাবে
ভাবের ঘুঘু হয় তা'রা,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
তেমনতরই ছন্নছাড়া। ৪৩।

ভাবের সত্তাসঙ্গতি হ'লেই
নিষ্ঠা বলে তা'য়,
আনুগত্য, কৃতি-সম্বেগ
সেই দিকেতেই ধায়। ৪৪।

সত্তাসঙ্গত ভাবটি যেমন
নিষ্ঠারও তেমনি জোর,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
তেমনি তা'য় বিভোর। ৪৫।

যে-প্রবৃত্তি অন্তরে তোর
রাগরতিও সেইখানে,
তেমনতরই করিস্ সেবা
তদনুগ সেই জনে। ৪৬।

চলায়-বলায় কৃতির চাপে
বুঝো অনুরাগের চাল,
বঙ্ক কি না ভঙ্গপ্রবণ—
কিংবা সোজা রয় বহাল!
সব অবস্থায় সহজ সোজা
দেখতে যা'দের পাবে বুঝো,
সার্থক হবে, ক'রো আশা—
শিষ্ট দেখায় বুঝো-সুঝো। ৪৭।

প্রায় মানুষই লাগে কাজে—
কেউ ভালয় বা মন্দে কেউ,
ভালমন্দের সুবিন্যাসে
কেউ তোলে প্রীতি-সাম্য ঢেউ। ৪৮।

লোকের কথা শুনিস্ কানে
মনে সেটা খতিয়ে দেখিস্,
যেদিকে যা'র ভাবের আবেগ
তা'রই শ্রেয়ে উস্কে ধরিস্। ৪৯।

মনের তাফাল যতই থাকুক
সেগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
থাকিস্ চলতে হৃদয় দিয়ে ।৫০।

মনের বিকার যা'ই থাকুক না
ধৃতি-আচার ছেড়ো নাকো,
ইষ্টতপা নিবেশ নিয়ে
সুষ্ঠুভাবে সবই দেখো ।৫১।

কী দেখে তোমার কিভাব ওঠে—
নজর ক'রে দেখো তা',
ভাবের পিছে আছে কিনা
শিষ্ট-সুন্দর সত্যতা ;
না থাকে যদি—ক'রে নিয়ন্ত্রণ
উড়িয়ে দিতে থাক' স্থির,
বাস্তবতার আলিঙ্গনে
মানুষ কিন্তু হয়ই ধীর ।৫২।

ইচ্ছা তোমার অন্তরেরই
সুখ-দুঃখের ক্বতিরাগ—
সত্তাস্থণ্ডিলে যেমন জ্বলে
আহুতির ঐ হোম-ফাগ ;
আহুতি তোমার যেমনতর
চলনও হয় তেমনি,
তেমনি ধূমে আবৃত করে
বোধবিবেকও সেমনি ;

হোমকাষ্ঠ শিষ্ট হ'লে
আহুতি হ'লে শুদ্ধ,
তৃপ্তিও দেয় তেমনি
হ'য়েও ওঠে বুদ্ধ । ৫৩ ।

কুচিন্তা যা' আসে মনে
শুভ চিন্তায় ফিরিয়ে মোড়,
সুযুক্ত সুবোধি দিয়ে
পারলে কাটাস্ কু-এর ঘোর ;
সৎচিন্তা যা'—বোধিদীপ্তির
অনুনয়ী বিনায়নে,
সতে তা'কে তুলিস্ গ'ড়ে
সৎসঙ্গতির সংবেদনে ;
কাজে-কথায় যেখানে যেটুক
দেখবি অমিল—বাদ দিয়ে তা',
শিষ্ট-শুভ করিস্ তা'রে—
উৎসর্জ্জনায় দীপ্তস্রোতা ;
বাস্তবতার যুক্তি নিয়ে
সুসিদ্ধ সৎ-বিনায়নে
ধরবি-করবি শিষ্ট তালে
মূর্ত্তি দিবি নিষ্পাদনে । ৫৪ ।

ভাব-ভাবনা কৃতিবিন্যাস
চিন্তায় যেটা আছে অন্যের,
না বুঝে তুই ঢুকাস্ নাকো
চিন্তায় আছে যা' নিজের ;
ঢুকালে কিন্তু নষ্ট হবে
ভাবে আছে যেটা তা'র,

ভাষায় সেটা বিন্যাস ক'রে
মূর্ত্তি দিতে পারবি আর ? ৫৫ ।

চেহারাটি দেখ আগে
গুণ নির্ণয় কর তা'র,
সেটা আবার নিও মিলিয়ে
দেখে তাহার ব্যবহার ;
ব্যবহারের সুবীক্ষণায়
অন্তর্গতি নির্ণয় ক'রো,
শিষ্ট-সুধী এমন নির্ণয়ে
কেমন লোকটি ধীইয়ে ধ'রো ;
ধীদৃষ্টির নজর রেখে
সমীচীনের তৎপরতায়,
বুঝে নিও ব্যক্তিত্বকে
জন্ম তাহার কী আভায় !
মোটামুটি হ'য়ে তুমি
এ অভ্যাসে এস্তামাল,
বিনিয়ে নিয়ে স্বভাবটাকে
তেমনতরই ধ'রো হাল। ৫৬ ।

কখন কেমন ভঙ্গী নিয়ে
কী কাহাকে বল,
তা'তে তাহার কেমন বা হয়—
সেইটি দেখে চল ;
নিজের বেলায় তেমনি ক'রে
নিরখ-পরখ কর,
অন্তরেরই ধৃতি-চলন
কেমন !—সেটা ধর ;

শিষ্ট যাহা হৃদ্য যাহা
চর্য্যা-পূরণ-চলন,
তা'তে কখন কাহার কী হয়—
সেটায় রাখ বলন ;
এর সঙ্গেতে কী অবস্থায়
কেমনতর কী করে,—
প্রদীপ্তি কি বিরক্তিতে
তোমায় কেমন ধরে !
সে-সবগুলি বিনিয়ে নিয়ে
বেশ ক'রে সব ধ'রো,—
মানস-রোগের পরিচর্য্যা
শিষ্টভাবেই ক'রো। ৫৭।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
ব্যক্তিত্বকে শিষ্ট রাখ,
আগুলে ধ'রে ইষ্টপ্রীতি
সবের মাঝে অটল থাক ;—
মনোবিকার এই পথেতেই
প্রীতি-কৃতিচর্য্যা নিয়ে,
বিনায়িত করবে যত,—
ফুটবে বোধি প্রাজ্ঞ হ'য়ে। ৫৮।

কপট-টান

দিলেও পায় না সে—
নিষ্ঠানিপুণ রাগবিতানে
স্খলনভরা যে। ১।

দরদ নাইকো যা'র—
স্বার্থ-সুবিধা ছাড়া আবার
সম্বন্ধ কোথায় তা'র? ২।

বৃত্তিটানে যে চাহিদা
লুকিয়ে আছে অন্তরে—
প্রার্থনাকে করল ইতি
সেইতো তা'রই কন্দরে। ৩।

আগ্রহে যদি আবেগ না রয়
সেটা কিন্তু থাকেই মূঢ়,
জেনে রেখো, সে অন্তরটায়
রয় না বিভা,—হয় না গূঢ়। ৪।

লাখ আঘাতেও প্রীতি তোমার
প্রিয়-বিভব যদি না বয়—
সে-প্রীতি তোমার মিথ্যা প্রীতি,
আসবে নাকো তা'তে জয়। ৫।

সত্তাকে যদি নষ্ট করে
প্রীতি-অনুকম্পার হানা,
সেটা কিন্তু নয়কো পুণ্য—
অসৎ-নেশার পাপ-নিশানা। ৬।

বল্ছ—কোথাও বেজায় প্রীতি
মত্ত তুমি অন্যখানে,—
এটা জেনো মিথ্যা কথা,
হয় কি তেমন কা'রো প্রাণে? ৭।

সেবারাগ নাইকো যেথায়
নাইকো শুভ অভিযান,
ভালবাসা নাইকো সেথায়
স্বার্থলুব্ধ তেমন প্রাণ। ৮।

ভানের দরদ অন্তরে যা'র—
ধরে নাকো সে সৎনিবেশ,
অধঃপাতের দিকেই ডেকে
ঠকিয়ে তোলে সকল দেশ। ৯।

বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে নারে
'ভালবাসি ব'লে'—যা'রাই জেনো,
নাইকো প্রীতি নাইকো দরদ
নাইকো অনুকম্পা কোনও। ১০।

ভণ্ড প্রণয় ভঙ্গুরই হয়—
প্রিয়নিষ্ঠায় নয়কো স্থির,
আজ যে ভালো, কাল সে কালো,
ধৃতিসেবায় নয়কো ধীর। ১১।

অটল হ'য়ে নিটোল প্রীতি
বয় না যাহার অন্তরে—
প্রবৃত্তিরই তল্‌ছা টানে
যায় নিয়ে কোন্ কন্দরে । ১২ ।

স্বার্থলোলুপ ভালবাসা
দেখলেই বুঝে রেখো—
অবনতি উছল হ'য়ে
চলে কেমন দেখো । ১৩ ।

ফাঁকিবাজি নিষ্ঠা যেথায়
আধিপত্য ক'রে বেড়ায়—
স্বার্থতৃপ্তির উপাসনায়
করেই বড় স্বার্থটায় । ১৪ ।

স্বার্থলোভী ভালবাসা
টেকে না, টেকে না,
ব্যক্তিত্বের যে-প্রীতি—সেটা
ভেঙ্গে দিলেও যায় না । ১৫ ।

স্বার্থখোঁজী অর্থলোভী
টাকার প্রেমী টেকে না,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
দরদী তা'রা হয় না । ১৬ ।

লোভের দায়ে প্রীতি যেথায়
জানিস্ সেথায় প্রীতি নেই,
স্বার্থপোষণী সে-প্রীতি কিন্তু
পায়ই খতম সেইখানেই । ১৭ ।

স্বার্থলোভী বন্ধুত্ব কিন্তু
স্বার্থসিদ্ধির পাতে ফাঁদ,
মেকী স্বার্থ হয়ই ব্যর্থ
যায়ই ভেঙ্গে ফাঁদের ছাঁদ । ১৮ ।

প্রীতিতে যদি নিষ্ঠাই না রয়
সে-প্রীতি কিন্তু খেয়ালের,
স্বার্থলোলুপ নিজ গরবের,—
নিষ্ঠাবিহীন, ঐ ধরণের । ১৯ ।

শ্রেয়নিষ্ঠা-চর্য্যাবিহীন
সুবিধাবাদী অনুচলন,
দেখলে বুঝো, নাইকো সেথা—
স্বার্থবিহীন প্রীতির বাঁধন । ২০ ।

নিষ্ঠাহারা উড়ো পাখী
স্বার্থলোভে ঘুরে বেড়ায়,
ভক্তিজ্ঞানের ভাঁওতা নিয়ে
কেবল তা'রা লোক ঠকায় । ২১ ।

স্বার্থলুব্ধ হ'লে প্রীতি
নিষ্ঠা সেথা রয় না,
কথায়-কথায় ভাঙ্গে-গড়ে
প্রিয়কে তা' বয় না । ২২ ।

নিষ্ঠা সে তো নয়—
তোয়াজ হ'লে নিষ্ঠা টেকে
নয়তো ভেঙ্গে যায় । ২৩ ।

নিষ্ঠাসহ প্রীতিকৃতির
হয়নি মিলন যেথায়,
সার্থকতা সেথায় কমই,—
ব্যর্থই প্রীতি সেথায় । ২৪ ।

নিষ্ঠাতে যেথা নাই অনুরাগ
তৎপর নয় ভজনসেবায়,
স্বস্তিঢালা নাইকো আবেগ,—
সেথায় নিষ্ঠা-প্রীতি কোথায় ? ২৫ ।

ইষ্টপ্রীতিতে মুগ্ধ হ'লে
করলে কত কারসাজি,
বুঝলে না তা'ও—কী যে তুমি !
অধম নিষ্ঠায় কেমন রাজী । ২৬ ।

প্রেষ্ঠনিদেশ মানে না যা'রা
বৃত্তিস্বার্থ ধ'রে চলে,
যে-ভেশ তা'রা নিক্ না কেন
ভাঁওতা নিয়েই সদাই চলে ;
এমনতর দেখলে মানুষ
সাবধান হ'য়ে সদাই চলিস্,
বোধিবিবেকী শাস্ত্রকথা
তেমনি ক'রেই তা'দের বলিস্ । ২৭ ।

স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক
বীর্য্যবত্তার আত্মগানে,
প্রিয় ব'লে আগুলে ধরে
প্রেম-আরতি-আলিঙ্গনে ;—

ব্যতিক্রমের দুষ্ট টানে
ক'রেই থাকে অসঙ্গতি,
অসৎ-ঘৃণ্যে নিজেকে বেচে
সত্তাকে করে পাপ-আরতি ;
নিষ্ঠা-কৃতজ্ঞতা আর
অনুকম্পায় বিদায় দিয়ে,
সর্ব্বনাশে আগুলে ধরে—
স্বার্থদীপক কুভাব নিয়ে । ২৮ ।

ভালবাসা

যা'র যেখানে টান,
তা'র সেখানে প্রাণ । ১ ।

ভালবাসার টান—
তৃপ্ত করে হৃদয়টাকে
খুশী করে প্রাণ । ২ ।

মমত্ব বা "আমার সংস্কার"
স্বতঃই ওঠে স্ফুরে,
বোধবৃত্তি যতই জাগে
মমত্বও ওঠে বেড়ে । ৩ ।

লোভ বা স্বার্থে প্রীতির দানা—
যতই দেখ অটুট যত,
প্রীতি তা' নয়, লোভ-লালসা—
ভাঙ্গেই, ভেঙ্গে হয় বিচ্যুত । ৪ ।

নাইকো নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠে তোমার—
শ্রেষ্ঠের প্রিয় তা'ও হবে ?
শ্রেষ্ঠ যদি হৃদয় ঢেলে
বাসেন ভাল, তা'ও কি পাবে ? ৫ ।

ইষ্টকেন্দ্র যিনি তোমার
প্রীতির কেন্দ্র তা'ই হোক,
নয়তো জেনো—প্রবৃত্ত হবে
নিয়ে কোন অন্য রোখ । ৬ ।

একনিষ্ঠ প্রীতি যেথায়
শিষ্টতপা হ'য়ে চলে,
রশ্মি তাহার বিকিরণে
সব হৃদয়ে দোদুল দোলে ;
অন্যকে স্থান হৃদয়ে তাহার
দেয় না কভু কোনকালে,
সেবাচর্য্যায় বিশাল হ'য়ে
ধৃতির পথে সে-জন চলে । ৭ ।

একনিষ্ঠ প্রীতির আবেগ
অন্তর-বাহির বিনায়নে,
শিষ্ট ক'রে তোলে জীবন
প্রীতিনিষ্ঠ নিয়মনে । ৮ ।

দেওয়ার নগুতা* যেথায় নাই—
প্রীতি তোমার সেথায় নাই,
প্রীতি যেথায় উচ্ছলা রয়
দিয়েও আসে না দেবার বড়াই । ৯ ।

প্রীতির সাথে বিবেক-বিচার
দূরদর্শিতা না-ই র'ল—
সুঠাম-শিষ্ট নয় সে-প্রীতি,
সম্বর্দ্ধনার কী হ'ল ? ১০ ।

নাইকো প্রীতি, নাইকো দরদ,
মুখে কেবল প্রীতির কথা,
এমন পীরিত ব্যর্থ জেনো—
স্বার্থসেবী, নাইকো ব্যথা । ১১ ।

* লৌকিকতা>নৌকতা>নকুতা>নগুতা (গ্রাম্য)—সংসদ্ বাংলা অভিধান

প্রীতির আবেগ থাকে যা'র যেথা
চলে নাকো তা'র বিহনে,
প্রীতি নাই যেথা আদরসোহাগে—
ধরে না হৃদয় বরণে । ১২ ।

নিষ্ঠানিবেশ নাইকো যাহার
সেবাচর্য্যা নাইকো যা'র,
কথায় প্রীতি হ'লেই কি রে
খোলে তাহার হৃদয়-দ্বার ? ১৩ ।

কর্ত্তব্যে থাকে অনুকম্পা
কৃতিতে থাকে প্রেম—
এমনি ক'রেই উছল বিভায়
গ'ড়ে তোলে ক্ষেম । ১৪ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগদর্শন
যতই স্রোতল চলবে,
অস্খলিত প্রীতি নিয়ে
দর্শন ও জ্ঞান বাড়বে । ১৫ ।

ভালই যদি বেসে থাক,
শ্রদ্ধাপুত হ'য়েই থাক—
অস্খলিত অন্তরেতে
পরখ ক'রে বুঝে রাখ ;
বিক্ষুব্ধ তুমি যতই হবে
প্রিয়'র বিরাগ-ব্যতিক্রমে,
বিক্ষোভ তোমায় ছিন্ন ক'রে
প্রীতিকে ছিন্ন করবে ক্রমে ;

ঠিক বুঝো তোমার অন্তরেতে
ভালবাসা নাই প্রিয়ের প্রতি,
তোয়াজেই ভালবেসেছিলে তুমি
তোয়াজ পাওয়াতেই তোমার রতি ;
স্বার্থবাদী এমন হৃদয়
শ্রেয়নিবিষ্ট হ'তেই নারে,
তোয়াজ পাবে যেমনতরই
তেমনতরই ধরবে তা'রে । ১৬ ।

যা'কে ছাড়া তুমি থাকতে নারো
মত্ত হ'য়ে অন্যের কাছে—
তপশ্চর্য্যী অনুশীলনে
শিষ্ট-সুষ্ঠু চলার ধাঁচে,
সেবাচর্য্যা তাহার তোমার
মুখ্য হ'য়ে আছে বুকে,
সেইতো তোমার তেমন মানুষ
লুব্ধও তুমি, চাও-ও তা'কে ;
প্রীতির কথা যা'ই বল না
লুব্ধ তুমি সেথায় জেনো,
সঙ্গতি তোমার তেমনি হবে
স্বভাব তোমার তেমনি মেনো,
ভাল যদি হয় ভালই হবে,
মন্দ হ'লেও তেমনি চলন,
পেয়ে ব'সে তোমায় কিন্তু
সেইদিকেতে করবে বলন । ১৭ ।

তুমি লুব্ধ-লোলুপ সেইখানে—
শ্রেয়-প্রেয়'য় ভাসিয়ে দিয়ে
মত্ত র'লে যেইখানে । ১৮ ।

পিকী ডাকে ঐ, 'পিক পিক পিক'
কোকিল ডাকে, 'কুহু কুহু',
বলছে যেন, 'প্রীতির রাগে
হলি না তো একে বহু' । ১৯ ।

প্রীতিতে যেথা নাইকো নিষ্ঠা
নাইকো পরাক্রম,
সে-প্রীতি কিন্তু নয়কো শিষ্ট
নয়কো শুভক্ষম । ২০ ।

স্বার্থলিপ্সু ফাঁকা প্রীতি
যেথায় যেমন বয়,
প্রীতি নাইকো সেখানে কিন্তু
সন্দেহটিই রয় । ২১ ।

শ্রেয়কে এড়িয়ে যেথায় প্রীতি
বান্ধবতা যা'র সাথে,
ঠিক জেনো তুমি সেথায় তেমনি,
নওকো শ্রেয়'র কোনমতে ;
বান্ধবতা যেথায় যেমন
প্রবৃত্তিও তোমার সেই ধারায়,
সে-প্রবৃত্তি তেমনি ক'রে
তোমায়ও তেমনি চালায়-ফেরায় ;
বন্ধুত্ব নিটোল যেখানে তোমার
তেমনি চর্য্যায় রাখবে তা'য়,
নয়তো তুমি ভাগাড়ে প'ড়ে
হারাবে স্বভাব স্বতঃনেশায় ;

শ্রেয়ই তোমার থাকুন প্রেয়
শ্রদ্ধাপূত অন্তরে,
তাঁ'রই সেবা প্রধান রহুক
মানসধৃতি-কন্দরে ;
ভালমন্দ থাক্ যেখানে—
যেখানেই কেন যাও না তুমি,
শ্রেয়-নিয়মন-তৎপরতায়
রহুক তোমার হৃদয়ভূমি । ২২ ।

প্রিয়'র অবস্থা না বুঝে-সুঝেই
স্বার্থক্ষুব্ধ প্রীতি-বাহানায়
প্রচেষ্ট যা'রাই হ'য়ে থাকে ঠিক
নিজের স্বার্থলোভনায়,
প্রীতি নাই সেথা, ক্ষোভ রয় শুধু,
প্রিয় ব'লে থাকে যাহাকে—
বিকট বিরাগ ব্যতিক্রম নিয়ে
মর্দ্দিত করে তাহাকে ;
প্রিয় যেথা র'ন—স্বতঃদীপ্ত সেবা
আকুল আবেগে ফুটেই থাকে,
উছল করিয়া সেবা-সন্দীপনায়
তৃপ্ত রাখে সে প্রিয়কে । ২৩ ।

দরদীর প্রতি দরদ যখন
নিজেকে ছাপিয়া ওঠে,
প্রণয় সেখানে তৃপ্তিদীপনে
রয়েছে অন্তরে বটে । ২৪ ।

পীরিত সেথায় বাঁধা—
খা'ক্ বা না খা'ক্,
পা'ক্ বা না পা'ক্
চর্য্যা যেথায় সাধা । ২৫ ।

কামে আনে স্বার্থসেবা,
প্রীতি ছিটায় সত্তাপোষণ,—
মরুর বুকে জল ছিটিয়ে
সবায় করে তৃপ্তিতোষণ । ২৬ ।

কাম কিংবা স্বার্থরাগে
রয় কি প্রীতি অটুট হ'য়ে ?
অস্খলিত প্রীতিবন্ধন
যায় কি কভু ভেঙ্গে ক্ষ'য়ে ? ২৭ ।

আপনার ক'রে নিয়েছিলে যা'দের
হ'য়ে গেল তা'রা পর,
পরকে আপন ক'রে দিয়ে তুমি
বাঁধিলে প্রীতির ঘর । ২৮ ।

তিরস্কারের কশাঘাতেও
অটলনিষ্ঠ মতি,
প্রীতি তা'দের অন্তরেতে—
ধৃতিচর্য্যী গতি । ২৯ ।

প্রীতি-শাসন দুই-ই কিন্তু
নিয়ন্ত্রণী সুদণ্ড,
পালনপোষণ করলে যাহা
চলন হয় না পণ্ড । ৩০ ।

প্রীতি যখন দীপ্তি নিয়ে
মলয়-চলায় চলে,
সঙ্গতিশীল তৎপরতা
ফুলে ওঠে—বলে । ৩১ ।

প্রীতি তোমার কোথা ?
ব্যবহারবিপাক-উৎখাতেতেও
সুষ্ঠু রয় যেথা । ৩২ ।

প্রীতির লক্ষণ তখন—
প্রিয়'র জন্য কষ্ট ক'রেও
সার্থক-সুখী যখন । ৩৩ ।

তৃপ্তিই যদি চাও—
সুষ্ঠু-চলায় শিষ্ট-তালে
প্রীতিচর্য্যায় ধাও । ৩৪ ।

গার্হস্থ্য-নীতি

দরদ বুঝে কৃতিসেবায়
অধ্যবসায়ী অনুকম্পায় । ১ ।

মনের আঁটটি থাকলে কম
ক'মেই থাকে স্বজন-দম । ২ ।

বসতভূমি ছাড়বি কেন,
রসদ জোগায় ফসল-ক্ষেত,
জীবনচর্য্যী পুণ্য যে তোর,
তা'রাই তো তোর জীবন-রেত । ৩ ।

বাগানের ফল তুলিস্ তুই
বিশ্রাম দিয়ে সম্ভবমত,
দেখিস্ তা'তে কেমন ফলে
সম্পদ্ তোর বাড়ে কত । ৪ ।

খাদ্য জোগায় যে কৃষিক্ষেত,
অন্তর-কৃষ্টি যাঁ'র আশিস্,
কুলের রক্ত বাঁধা সেথায়—
সব ছেড়েও তুই তা' রাখিস্ । ৫ ।

বীজ খেয়ে তুই করবি ফসল
সেটি হবে না,
বীজ হ'তে তুই করলে ফসল
পাবি নন্দনা । ৬ ।

চাষের ক্ষেত আর পরিবারে
রাখবি এমন অটুট টান,
বর্দ্ধনাতে বাড়িয়ে তুলে
বাঁচাস্ তোদের সবার প্রাণ । ৭ ।

মাটির শরীর মাটিই হবে
মাটি ছাড়া নয় বিধান,
মাটিরে তুই কর্ রে খাঁটি
অমৃতেরই এনে নিদান । ৮ ।

নিষ্ঠার গোড়া ঠিক না র'লে—
বিন্যাস-বিভূতির সংশ্লেষণে,
বিদ্যাবুদ্ধি যা'ই থাকুক না
চলবে নিয়ে অধঃপতনে । ৯ ।

শিষ্ট নেশায় চলছে নাকো
কুল ব'য়ে 'সু'-ক্রমে,
ঠিক জানিস্ সেথা নাইকো প্রীতি,
নিষ্ঠা অন্ধ ভ্রমে । ১০ ।

কুলের স্রোতটি না থাকে যদি
চেতন তোমার অন্তরে
দীপ্ত পরাক্রমী হ'য়ে,—
চললে তম-কন্দরে । ১১ ।

কুলগৌরবে গরীয়ান্ হ'য়ে
তেমনি আচার-ব্যবহার,—
কুলস্রোতের ঐই লক্ষণ,
কৃতি-পথে পরখ তা'র । ১২ ।

আনতি-শ্রদ্ধা পূর্ব্বপুরুষে
থাকলে তোমাতে বিদ্যমান,
যেথায় যেমন করা উচিত
করবেই হ'য়ে শ্রদ্ধাবান । ১৩ ।

আত্মসম্মান সেখানেই তোমার
কুলপরিচয়ও সেইখানে,
যেমন যেথায় চলতে পার
বোধবৃত্তির অবদানে । ১৪ ।

খাওয়া-পরা-থাকা-চলার
সঙ্গতি হয় যেমন শ্রমে,
সুসংহত সেই পরিবারে
বিভব আসে তেমনি নেমে । ১৫ ।

গার্হস্থ্যেরই সুব্যবস্থায়
নীতি ও শ্রমের অনুচলন,—
লক্ষ্মীমন্ত সেই পরিবার,
ক্রমেই যে হয় তাহার বলন । ১৬ ।

শিষ্ট পরিবার বিদ্যালয় হো'ক্‌—
চরিত্রে-চলনে-বিদ্যায়,
আত্মমর্য্যাদা-আত্মনিয়মনে
সুশাসিত হো'ক্‌ স্থৈর্য্যায় । ১৭ ।

পিতামাতা দুই কুলেরই
কুলপঞ্জী রাখিস্‌ নিছক,
পিতৃ-কুলাচারে চলিস্‌,
তাই-ই হো'ক তোর কুলদীপক । ১৮ ।

কুলসংস্কারে দৃঢ় থেকে
সঙ্গতি রেখে তা'রই সাথে,
বোধ ও বিদ্যা বাড়িয়ে চলিস্
বিনায়নটি রেখে মাথে। ১৯।

আন্তরিক আবেগ যে-পথে ধায়
কুলের গতিও সেই ধারায়,
শিষ্ট-নিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিবেগও তেমনি পায়;
বিকৃত হ'লেই ব্যতিক্রম হয়
কুলের ধারায় রয় না বেগ,
বিপথদুষ্ট হ'য়ে চলে
উৎকর্ষেতেও রয় না আবেগ। ২০।

সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়
শিষ্ট-সুধী ব্যবহার
স্ত্রী কিংবা পরিবারের—
অনেক ভাল হয় তা'র। ২১।

ধৃতিসুন্দর অনুকম্পা
স্ত্রীসহ পরিবারের প্রতি
করলে আসে শুভ সংসার,—
জাগে সবায় স্বতঃ প্রীতি। ২২।

নারী

মেয়ে !
　　শ্রেয়ই যদি চাও—
নিষ্ঠানিপুণ নিবেশ নিয়ে
　　শ্রেয় ব'রে যাও ;
শিষ্টনিবেশ-অনুরাগে
　　তা'তেই সিদ্ধ হও,
ব্যতিক্রমী দুষ্ট প্রীতি
　　হ'তে তফাৎ রও,
অস্খলিত রাগ-মাধুর্য্যে
　　তাঁতেই লিপ্ত হও । ১ ।

বাড়ীর শোভা মেয়েছেলে
　　তা'রাই গৃহের কর্ত্রী,
পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
　　তা'রাই স্বভাব-ধাত্রী । ২ ।

স্বামিভক্তি রাখবি অটুট
　　ইষ্টনিষ্ঠা অন্তরে,
জানিস্ মেয়ে ! ঐ তো আসল,
　　স্বস্তি আসে যে মন্তরে । ৩ ।

বাপের প্রতি ছেলেমেয়ে
　　যেমন এগিয়ে দিতে হয়,
নিজেরও কিন্তু তেমনিতরই
　　গুরুর দিকে এগোতে হয় । ৪ ।

পরপুরুষ কয় তা'কেই জেনো,—
স্বামী ছাড়া অন্যজনে—
স্বামীরূপে যা'য় করে ভজন
নিষ্ঠানিপুণ আত্মদানে । ৫ ।

স্বামিসেবার নাইকো নেশা
শ্বশুর-শাশুড়ী থাক্ দূরে—
দুষ্টা মেয়ে,—নজর রেখো,
ভেবোও তুমি তা'ই তা'রে । ৬ ।

স্বামী ছাড়া যা'দের প্রীতি-উদ্দীপনা
অন্য পথে ধায়,
নষ্টের পথে স্পষ্টই টানে
ব্যতিক্রম তা'রা পায় । ৭ ।

স্বামী-অনুকৃতি যদি
বইতে পত্নী না-ই পারে,
নিষ্ঠাহারা হয় সে স্ত্রী—
অনিয়ন্ত্রিত জীবন ভ'রে । ৮ ।

ব্যতিক্রমহারা বর যে মেয়ের—
বরেণ্যাও হয় তেমনি,
চর্য্যারতা মিষ্ট ব্যাভার—
চরিত্রও যা'র সেমনি । ৯ ।

মেয়েপুরুষের একসাথে চলা
কিংবা মিশে দঙ্গল করা—
এসব কিন্তু সর্ব্বনাশা
বিপাকেরই পায়ে ধরা । ১০ ।

স্বামিনিষ্ঠাহারা মেয়ে
ব্রহ্মচর্য্যী নয়কো যে—
নিষ্ঠাহারা অধঃপাতে
অঢেল চলায় চলেই সে । ১১ ।

সতীত্বে রয় স্বর্গের সুর
নিবিষ্টতায় রয় বিহিত দম,
নষ্টে যা'দের চলন-ফেরন
তা'দের সাথী ব্যতিক্রম । ১২ ।

স্ত্রী হ'য়েও যা'দের ভক্তিপ্রীতি
উপ্‌চে পড়ে অন্যস্থানে,
ভর্ত্তানিষ্ঠা ঠিকই জানিস্‌
নাইকো কভু তা'দের প্রাণে । ১৩ ।

যে-মেয়েরা স্বামিনিন্দায়
আগুন হ'য়ে উঠল না,
ঠিক বুঝো তা'র মনে আছেই—
ব্যতিক্রমী জল্পনা । ১৪ ।

স্বামিনিষ্ঠা নাইকো মেয়ের
নাইকো সেবার আগ্রহ,—
সুসন্তান হ'লেও প্রায়ই
হয় না জীবন সুবহ । ১৫ ।

বহুপ্রীতিশীলা এমন নারী
কামদ্যোতনা নিয়ে,
ভ্রষ্ট হ'য়ে যায়ই নষ্টে
জীবনটা যায় ক্ষ'য়ে । ১৬ ।

কাম-সম্বন্ধ থাকলেই শুধু
স্ত্রীত্ব হয় না কোন কালে,
সহন-বহন প্রীতি-পালনে
বাঁধলে পরিবার—বধূ বলে । ১৭ ।

বৈধী নিয়মনী সার্থকতায়
হ'লে বিহিত পরিণয়—
সাত্বত সলীল শিষ্টাচারে
বধূত্বের দেয় পরিচয় । ১৮ ।

জীবন পাওয়া নয়কো কঠিন—
যদিও মা-ই জানে তা',
পালন-পোষণ শিখতে হবে
আনতে তা'তে সচ্ছলতা । ১৯ ।

ব্যতিক্রমদুষ্ট জন্ম না হ'লে
সব মা-ই তো শচীদেবী,
অমরদীপ্ত হৃদয় তা'দের
ঈশ্বরেরই জীয়নবেদী । ২০ ।

স্বামীর প্রতি নাইকো নেশা
দোষদর্শী চোখ,
ব্যতিক্রমেই চলছে মেয়ে
দুষ্টাচারেই ঝোঁক ;
বহু আসক্তি নিয়ে যে-নারী
ব্যভিচারে ধায়—
নিজের ক্ষতি ক'রেও সে-জন
অন্যকে মজায় ;
শত্রু-মিত্র যা'ই হোক না
দোষ কুড়িয়ে চলে—

এমন নারী দেখিস্-বুঝিস্
পড়িস্ নাকো ছলে ;
ব্যতিক্রমদুষ্টা হ'য়েও যদি
শ্রেয়নিবিষ্টা হয়—
মন্দের ভাল সেটা কিন্তু
সর্ব্বনাশা নয়। ২১।

শ্রদ্ধানিপুণ রাগনিবেশে
স্বামিসত্তার ছায়া হ'য়ে,
কৃতিসার্থক সেবাবোধে
হৃদয়টাকে ঢেলে দিয়ে—
চল্-না ওরে আর্য্য মেয়ে !
বিভুর বিভব সঙ্গে ক'রে
উচ্ছলিত নন্দনাতে
চল্ চিরকাল তাঁকেই ধ'রে ;
শোন্ না মেয়ে আমার কথা—
তুল্য-শ্রেয়ে বিয়ে করিস্,
বর-অনুগ সেবা নিয়ে
তেমনিভাবেই চলিস্-ফিরিস্ ;
অনুলোমে বিয়ে হ'লেও
শ্রেয় স্বামীই শ্রেষ্ঠ জেনো,
রতি-প্রীতি তেমনি নিয়ে
তোমার শ্রেয় তাঁকেই মেনো ;
সার্থকতা যদি বা চা'স্
আবেগ নিয়ে এমনতর—
ভাগ্যবতী চল্ না হ'য়ে
শিষ্ট ব্যাভারে হ'য়ে দড় । ২২ ।

বিবাহ

বিবাহই যদি কর—
তুল্যবংশে বৈধীভাবে
নিষ্পাদন তা' ক'রো । ১ ।

স্বভাবসহ কুলাচার
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-স্বস্তি,
অন্ততঃ তুই এটুক দেখে
বুঝে নিবি কুলভিত্তি । ২ ।

নীচু ঘরে মেয়ের বিয়ে
নষ্টে সে-দেশ ফিন্‌কি দিয়ে । ৩ ।

শ্রেয়'র মেয়ে অশ্রেয়ে এলে
চলনা হ'লেও ভাল,
বংশটাকে নিকেশ করে
জীবন করে কালো । ৪ ।

এক-জাতীয় বিশেষ নিয়ে
উঠ্‌ল গ'ড়ে জাতি,
সেই ব্যষ্টির সদৃশ সংহতি
জ্বাল্‌লো কুলের ভাতি । ৫ ।

সমান ঘরে করলে বিয়ে
নেমে আসে জীবন-ধৃতি,
কুলের ধারায় তেমনি নামে
ভাব, বোধ আর প্রীতি-কৃতি । ৬ ।

পিতা হ'তে নিম্ন বংশে
থাকলে মেয়ের রোখ,
ব্যতিক্রমী বংশ সেথায়
রুদ্ধ বোধের চোখ । ৭ ।

সঙ্গতিশীল উচ্ছলাতে
অনুলোমও মন্দ নয়,
বুঝে-সুঝে না করলে তা'য়
লুকিয়ে থাকে কিন্তু ভয় । ৮ ।

মেয়ের বিয়ে সদৃশে সিদ্ধ
শ্রেয়তে আরো ভাল,
পুরুষের বিয়ে সদৃশে সিদ্ধ
অনুলোমেও নয় কালো ;
বিয়ের চলন চললে অমনি
সংস্কৃতিও শুভ হয়,
মেয়ের বিয়ে নীচুতে দিলে
ধ্বংসেই হয় লয় । ৯ ।

যে-বংশেতে মেয়ে বেশী
পুরুষ জন্মে কম,
হিসেব ক'রে করবি বিয়ে
দেখে সেদিক দম ;
ছেলের সংখ্যা প্রবল হ'লে
সেইটিই কিন্তু ভাল,
মেয়ের সংখ্যা বেশী হ'লেই
বংশ হয় না আলো । ১০ ।

সদ্‌বোধী—সংকৃতি যা'রা—
সৎসঙ্গতিপন্ন রয়,
তুল্য ঘরে বিয়ে হ'লে
সন্ততি প্রায় ভালই হয়। ১১।

তুল্য বংশে বিহিত বিয়েয়
সদৃশই হয় সন্ততি,
তুল্য ধারার সঙ্গতিতে
তুল্যেরই হয় সংস্থিতি। ১২।

কুলাচার যেথা স্বতঃস্রোতা
সম্মিলনী সন্দীপনায়,
সঙ্গতিশীল তেমনি বিয়ে,
কৃষ্টিও সেথা তেমনি গজায়। ১৩।

শ্রেয়কুলের শ্রেয়-পুরুষে
মেয়ের নতি অটুট যেথায়,
স্বভাবদীপ্ত স্বস্তি-আশিস্
নেমে আসে জেনো সেথায়। ১৪।

বিবাহ যদি বৈধী হয়—
সত্তা ও কুলে সঙ্গতি,
সেইটিই কিন্তু আসল জানিস্—
নিহিত যেথায় উন্নতি। ১৫।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রীতিপুণ্য
পরিচর্য্যী স্বস্তিপ্রাণ
সদৃশ শুভ পরিণয়ে
সন্তানও পায় তেমনি উত্থান। ১৬।

বিয়ে-থাওয়া যা'ই করিস্ না
সদৃশ কুলে করবি ঠিক,
কুলস্রোতা কৃষ্টি-আচার
তুল্য যেথায়—রেখে নিরিখ। ১৭।

সগোত্রেতে মেয়ের বিয়ে
নয়কো সিদ্ধ কোনকালে,
সদৃশ অসগোত্র হ'লে
বিবাহ সিদ্ধ সেই স্থলে। ১৮।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
শিষ্ট চলায় মতিগতি,
তুল্য ঘরে এমন বিয়েয়
বংশে আসে উন্নতি। ১৯।

নিষ্ঠানিবেশ যা'দের ধারা
বৈধী আচার বংশে রয়—
সদৃশ ঘরে তেমন বিয়েয়
ছেলেমেয়ের ভালই হয়। ২০।

সঙ্গতিশীল সদৃশ ঘরে
করলে বিয়ে—দম্পতির
কুলমর্য্যাদার শত ধারায়
সন্ততিও হয় সেই প্রকৃতির। ২১।

বরের প্রতি কনের অনুরাগ,
বরও শিষ্ট প্রিয়,
বৈধী সদৃশ এমন হ'লেই
তখন বিয়ে দিও ;

বৈধী আচার কুলাচার যা'
পেলে' সমীচীন,
সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের
না হয় দেখো হীন ;
পালন ক'রো এমনিভাবে
শিষ্ট নিয়মনায়—
সুষ্ঠু দীপ্ত জীবন ল'য়ে
উন্নতিতে ধায় । ২২ ।

দাম্পত্য-জীবন

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লেই স্বামী
ব্যতিক্রমী ধাঁজ স্ত্রীরও হয়,
ব্যতিক্রমেই ওঠে-বসে
ব্যতিক্রমেই নিকেশ হয়। ১।

স্বভাবদুষ্ট স্বামী হ'লে
ধৃষ্ট ব্যবহার যেমন হয়,
স্ত্রীও তেমনি সেই পথেতে
বক্র গতি নিয়ে ধায়। ২।

স্ত্রী অত্যাচারী হ'লে
বিভূতি বাড়বে কিসে?
পুরুষ অত্যাচারী হ'লে
বিভব হারাদিশে। ৩।

নিষ্ঠানিপুণ বৈধী বিধান
স্বামীর যেথায় রইল না,
ব্যতিক্রমী বেফাঁস সেথায়
ব্যক্তিত্বকে বইল না। ৪।

দুষ্ট স্ত্রীকে রুষ্ট ক'রে
শুদ্ধি তাহার হয় না কিছু,
সহন-বহন-প্রীতিচর্য্যায়
চালিয়ে নিও তোমার পিছু। ৫।

স্বামী-স্ত্রীর অটুট মিলন
সহন-বহন উভয়ের,
নিষ্ঠানিপুণ সেবাধৃতি
হয়ই তা'দের উপচয়ের। ৬।

দেখে-শুনে-বুঝে-সুঝে
　　রকম-সকম সব বিনিয়ে,
প্রীতি-অনুকম্পাসহ
　　রেখো স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে । ৭ ।

পত্নীতেই কাম রাখিস্ বাঁধা
　　প্রীতিবন্ধন দিয়ে,
আর সবাতে ছড়াস্ প্রীতি
　　সাত্বত দৃষ্টি নিয়ে । ৮ ।

পিতামাতায় শ্রদ্ধা রাখিস্
　　অস্খলিত নিটোল হ'য়ে,
স্ত্রীর সঙ্গে রাখিস্ প্রীতি
　　শিষ্টাচারে সত্তা ব'য়ে । ৯ ।

শাসন-তোষণ-প্রীতি-পূরণ
　　স্বামীর যেথায় রইল রে,
নিষ্ঠা-আবেগ ধৃতিকৃতি
　　স্ত্রীও তেমন বইল রে । ১০ ।

স্বামী মেয়ের যেমনই হো'ক্ না—
　　নিষ্ঠা প্রীতি অটুট র'লে,
স্বামীও ক্রমে শিষ্টই তো হয়—
　　চলায়-বলায় সুষ্ঠু হ'লে । ১১ ।

স্ত্রী-পুরুষের কৃতিচর্য্যা
　　ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠু করে,
উন্নতিও আসে তেমনি
　　শিষ্ট-সুধী বেশটি ধ'রে । ১২ ।

স্ত্রীতে স্বামীর অনুকম্পা
প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার,
স্বামিনিষ্ঠ স্ত্রীর তা'তে হয়
জীবনদ্যুতির সুপ্রসার । ১৩ ।

শিষ্ট-শুভ তৃপ্তিভরা
স্বামীর অনুকম্পা যেথায়,
দীপ্ত হ'য়ে হৃদয় ওঠে
তৃপ্তিও আসে উচ্ছলায় । ১৪ ।

স্বামী যেমন শিষ্ট-শুভ
বোধদীপ্ত সুচরিত্র,
স্ত্রীও প্রায়ই তেমনি চলে
নিয়ে সার্থকতার চিত্র । ১৫ ।

যেমন নিষ্ঠা যেমনি ভাব
কৃতি-গতি হয় পুরুষের,
নারীর নিষ্ঠা পুরুষের প্রতি
অনাবিল চলার যেমন জের,
উপগতি, উপরতি—
সন্তানও পায় তেমনি,
ভাগ্যও তা'র তেমনি হয়
ব্যক্তিত্বও হয় সেমনি ;
ব্যর্থ যা'দের নিষ্ঠারতি
ইষ্টবন্ধন শিষ্ট নয়—
ভাগ্যে তা'দের তেমনি ফলে
ব্যথাক্রন্দন জীবনময় । ১৬ ।

যৌনতত্ত্ব

কুৎসিত আচার, কুব্যবহার
অশিষ্ট যৌন সঙ্গতি,
সংক্রমণে চারিয়ে গিয়ে
করেই দুষ্ট পরিস্থিতি । ১ ।

ধূর্ত-আচারে যৌনাচারে
যতই যেমন দুষ্ট নেশা,
তা'রাই কিন্তু হারিয়ে থাকে
জীবনপথের শিষ্ট দিশা । ২ ।

বৈধ রমণ একদমই বাদ
সেটাও কিন্তু ভাল নয়,
রতিক্রীড়ায় অবাধ হওয়া—
তা'ও অশুভ, আনেই ক্ষয় । ৩ ।

ধর্ম্মাচারে সত্তা সবল
জ্ঞানের বিভব বাড়ে,
অবৈধ যৌনাচার
বংশ নষ্ট করে । ৪ ।

প্রজনন

পিতার দোষগুণ যা'ই না থাকুক
পুত্রে কিন্তু অর্শে' থাকে,
মায়ের দোষগুণ গড়নের বেলায়
পোষণ দিয়ে পালে তা'কে। ১।

স্ত্রী-পুরুষের যেমন থাকে
ভাববৃত্তির সঙ্গতি,
পুরুষক্রমেরই তেমনি গতি
বিধানে হয় সংস্থিতি। ২।

সদৃশ তুল্য ঘরে যদি
ব্যতিক্রমহীন বংশ যা'র—
বিয়ে হ'লে, সন্তানও পায়
শিষ্ট গুণের অধিকার। ৩।

সদৃশ সঙ্গতির শুদ্ধ ধারায়
বংশ যেথায় বিনিয়ে চলে,
সন্ততিদের সন্দীপনাও
তেমনতর প্রায়ই ফলে। ৪।

যেথায়-সেথায় পরিণীত হওয়া—
বুঝে রাখ, হয় না শ্রেয়,
সন্ততি যতই হো'ক্ না বিশাল
বোধপ্রবৃত্তি হয়ই হেয়। ৫।

সদৃশ-শিষ্ট বিবাহেতে
স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গতি,
প্রীতিবাঁধন-পরিচর্য্যায়
যেথায় সুষ্ঠু রাগরতি,
সন্তানও সেমনি জীবন পেয়ে
সংস্কৃতির বিভব নিয়ে,
করণ-কারণ-সংবর্দ্ধনায়
ওঠেই ওঠে দীপ্ত হ'য়ে। ৬।

সম্বেগ যেমন অটুট যাহার
প্রবৃত্তি যা'র যেমন দড়,
জন্মও তা'র তেমনি তো হয়
হয়তো ছোট, নয়তো বড়। ৭।

ব্যতিক্রমী বা কুলশাসিত
যেথায় যেমন সংস্কার,—
তেমনতরই দেহ-জীবন,
তেমনতরই ঝোঁক হয় তা'র। ৮।

হওয়ার বীজের স্থৈর্য্য যেমন
পুরুষেই সেটা লুকিয়ে রয়,
প্রকৃতি কিন্তু সেইটি ধ'রে
গ'ড়ে তোলে যেমন হয়। ৯।

ভাববৃত্তির নিয়মনায়
যে-জন যেমন জীবন পায়,
বংশক্রমিক সেই ধারাই
জীবন-পথে হয় উদয়। ১০।

বীজও আছে, গাছও হয়,
মূলে সবই সুজাত নয়। ১১।

নিষ্ঠাহারা নিমকহারাম
ব্যতিক্রমী হও যদি,
সন্তানসন্ততির ধ'রেই রেখো—
সেই দিকেতে হবে গতি। ১২।

রজঃবীজে অসৎছিটা
কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে,
তা' হ'তে যে ব্যক্তিত্ব জন্মে
তেমনি কাবু করে তা'কে। ১৩।

অবগুণী বংশ যা'দের
ব্যতিক্রমী দুষ্ট যা'রা,
সন্ততিও তা'দের তেমনতরই
নিষ্ঠাবিহীন ধাঁজে গড়া। ১৪।

জননবিধির ব্যতিক্রমে
যায়ই দেশটি ছারে-খারে,
শত রকম ধ'রে চ'লেও
কষ্ট কিন্তু ঠেকানো তা'রে। ১৫।

ভদ্র ঢঙ্গে চলেও যদি—
জন্মবিকার থাকলে তা'য়,
বিশ্বস্ততার ব্যতিক্রমে
অসৎপথে প্রায়ই ধায়। ১৬।

অজাতের সাথে দিয়ে জাত,
সব সময়েই উৎপাত। ১৭।

ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে
সৌরত তেজ খিন্ন হয়,
বৈশিষ্ট্যে খর্ব্বতা আনে
অপটুতার আনতে জয়। ১৮।

রেতঃসত্তাই জীবনগতি
ডিম্বকোষকে আশ্রয় ক'রে,
বিহিতভাবে যেখানে যেমন
শরীর-বিধান তোলে গ'ড়ে। ১৯।

রেতঃধারা শুদ্ধ যেমন
জন্মেও তেমন শুদ্ধি রয়,
অশুদ্ধ রেতঃ তেমনতরই
অশুদ্ধ ঝোঁক বয়ই বয়। ২০।

রেতঃ-গতির বিভাবনায়
ডিম্বকোষের বিনায়নে,
যেমনতর হ'য়ে থাকে—
জীবন-দাঁড়ার সেইটি মানে। ২১।

রেতঃ ও রজের সম্মিলনা
বিধানটাকে করে গঠন,
গঠন যেমন তেমনতরই
ব্যক্তিত্বটার উদ্ভাবন। ২২।

বিধায়িত রেতঃ যখন
ডিম্বকোষে প্রবেশ করে,
ডিম্ব নিয়েই রেতঃ কিন্তু
সত্তাটিকে সৃষ্টি করে। ২৩।

ভাববৃত্তির প্ররোচনাই
মস্তিষ্ক করে উত্তেজন,
বংশানুক্রমিক সংস্কার নিয়ে
রেতঃ-বিধান করে গঠন। ২৪।

যে-বংশেতে যেমন সংস্কার
দুষ্ট কিংবা শিষ্ট হো'ক্,
গুছিয়ে নিয়ে তদ্-অনুগ হয়
রেতঃ-সত্তার জীবন-ঝোঁক্। ২৫।

রেতঃ বলতেই বুঝে রেখো
সক্রিয় সে—গতিশীল,
অচঞ্চল ডিম্বকোষকে
সক্রিয় করে স্বতঃ-সলীল। ২৬।

বীজ মানেই কিন্তু—রেতঃ ও ডিম্বের
সঙ্গতিশীল সংযোজনা,
যা'র ফলে হয় সত্তাটিরই
ক্রমান্বয়ী উৎসৃজনা। ২৭।

পুরুষানুক্রমিক সংস্কারে
রেতঃর কিন্তু হয় নিয়মন,
ডিম্বকোষে প্রবিষ্ট হ'য়ে
সৃষ্টি করে বিধান-গঠন। ২৮।

বংশক্রমিক অনুনয়নে
সংশ্লিষ্ট হ'লে রেতঃগতি,
তদ্-জাতীয় গুণচলনে
জন্মে কিন্তু সেই জাতি। ২৯।

জননে কিন্তু রেতঃই প্রধান,
রেতঃই করে শরীর গ্রহণ,
রেতঃই কিন্তু জীবন পেয়ে
শরীরে দীপ্ত করে জীবন। ৩০।

ভাল-মন্দ যা' আছে তা'
সবই আসে রেতঃধারায়,
ভাববৃত্তির সঙ্গতিতে
তেমনতরই জীবন পায়। ৩১।

সত্তাসঙ্গতি লাভ করেছে
এমনতর যা' সংস্কার,
রেতঃদেহে বিন্যাস পেয়ে
সত্তাকে করে অধিকার। ৩২।

রেতঃ-রজের মিলন-লীলায়
সব যা'-কিছু উঠ্ছে ফুটে,
সলীল-চলন-আলিঙ্গনে
নিজকে সত্তায় দিচ্ছে লুটে। ৩৩।

যে-মেয়েরা ভাব-আভাতে
যেখায় যেমন সংস্থ রয়,
সন্তানেরও মূর্ত্ত বিভা
অনেকখানি তেমনি হয়;
ব্যতিক্রমদুষ্ট নয় যেখানে
শিষ্ট-সিদ্ধ সুরঞ্জনায়,
রেতঃসত্তাও তেমনতরই
বিনায়িত হয় সেই দ্যোতনায়। ৩৪।

রেতঃসত্তা যেমনতর
ডিম্বকোষও তা'ই ধ'রে

তদ্‌-অনুগ বিধায়নায়
তেমনতরই সত্তা গড়ে ;
উৎসারণী স্থিতিও তেমনি
তেমনতরই ধৃতি নিয়ে,
ব্যক্তিত্বতে বিধানটা পায়
তেমনি ধাতে মূর্ত্ত হ'য়ে ;
অল্পবিস্তর রেতঃসংস্কার
যেমনতর ক্রিয় থাকে,
ছোট-বড় তেমনি ক'রে
মূর্ত্ত করে সত্তাটাকে। ৩৫ ।

যা'ই কর আর তা'ই কর না—
জন্ম কিন্তু আদত কথা,
কুসংস্কারে জন্ম হ'লে
জীবনটাকে করেই বৃথা ;
ভাল সংস্কার ভালই করে
মন্দ আনে মন্দটায়,
তাই বুঝে নিজে শিষ্টই হও,
থাকও তেমনি উর্জ্জনায়। ৩৬ ।

নিয়ন্ত্রিত জীবন যাহার
ইষ্টানুগ অর্থনায়,
ব্যর্থ হয় কি জীবন তাহার ?
বংশ রয় না বঞ্চনায় ;
মাঙ্গলিক তা'র অনুশাসন
শ্রমকৃতি মাঙ্গলিক,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম তা'র
বংশে বর্ত্তায় আনুষঙ্গিক। ৩৭ ।

ইষ্টনিষ্ঠ শিষ্ট-সদৃশ
স্বামী-সহ রতিকালে
নিষ্ঠানিপুণ অটুট রাগে
রাখবি হৃদয় যেন না টলে ;
এমনতর অবস্থাতে
গর্ভ মেয়ের হ'লেই তবে,
সে-সব গুণের উজ্জ্বনাটি
সত্তায় গাঁথা প্রায়ই হবে ;
দেব-আদি নর যক্ষ রক্ষ
স্বামীতে আরোপ করে যে-ভাব,
অমোঘ-অটুট সেই প্রকৃতির
সন্তান সে করেই লাভ ;
পতিপ্রাণা শিষ্ট চলায়
চললে নাকি তেমনি হয়,
সন্তানেতে ধী ও বল
সেইরকমই উচ্ছলয়। ৩৮।

জনন-বিজ্ঞানে দক্ষ যাঁ'রা
একদিন তাঁ'রাই ঘটক ছিলেন,
ছেলেমেয়ের বিবাহ-ব্যাপার
তাঁ'রাই কিন্তু হাতে নিতেন ;
জাতি-বর্ণ-বংশ-কৃষ্টি
পরিবারের প্রতিজন,
হিসাব-নিকাশ থাক্‌ত তাঁ'দের
করতেন সুধী নিয়মন ;
যে-বিবাহে সুফল ফলে
বিচারবুদ্ধির অনুনয়ে,

বহুদর্শিতার বাস্তব জ্ঞান
দৃষ্টি পথে এনে নিয়ে,
ব্যাতিক্রমগুলি কোথায় কেমন
কিভাবে কোথায় লুকিয়ে রয়,
দূরদৃষ্টির অভিযানে
হ'ত তাঁদের বোধে উদয় ;
এমনতর সিদ্ধ বিজ্ঞ
ঘটকদিগের হ'তে হ'ত,
নিয়মনী অনুশাসনে
আস্‌তে নেমে শুভ কত !
শিষ্ট-দক্ষ ঘটক যাঁ'রা
ছাত্রও থাক্‌ত তাঁদের অনেক,
জনন-বিজ্ঞান শিখ্‌ত তা'রা
নিষ্ঠানতি দিয়ে বিবেক ;
কৃষ্টি ও দেশের বিপর্য্যয়ে
ঔদ্ধত্যদীপ্ত অহঙ্কারে,
সে-ঘটক আজ নাইকো দেশে
কোথায় গেছে ছারেখারে ;
মানুষ যদি হ'তে চা'স্‌ তোরা
ঘটক-প্রতিষ্ঠা আবার কর্‌,
জনন-বিজ্ঞানকে দক্ষ ক'রে
ঘটক-আবির্ভাব আবার কর্‌ ;
সদৃশ-শিষ্ট কুলের মেয়ে
এনে গ'ড়ে নিজের কুল,
আয় নিয়ে আয় বিভুর আশিস্‌—
ভেঙ্গে-চুরে সকল ভুল । ৩৯ ।

সন্তান-চর্য্যা

মায়ের খাওন-চলন-বলন
নিষ্ঠা-সেবা-বিবেচনা,
অংশে' গিয়ে ছেলের ধাতে
আনে স্বস্তি সম্বর্দ্ধনা । ১ ।

মা-ই কিন্তু জীবনদাঁড়া
সৃষ্টি কিন্তু পিতারই হয়,
দাঁড়াও পারে দাঁড়িয়ে দিতে
মা'র নিয়মন যদি সে পায় ;
দীপন তৃপ্তি হৃদয়ভরা
উর্জ্জীতেজা কৃতি নিয়ে,
ছেলেও ফোটে দীপ্ত হ'য়ে
সত্তার সুষ্ঠু ধৃতি ব'য়ে । ২ ।

নিবিষ্টমনা নয়কো কভু
যে-সব বংশের ছেলেমেয়ে,
সার্থকতার বিভব তা'দের
কৃতিপথে যায় না বেয়ে । ৩ ।

যেমন স্থলে যেমন ক'রে
যেমন বেমিল বাপ আর মা'তে,
সদ্-ইচ্ছাতে আকুল হ'লেও
ঐ বেমিল রয় ছেলের ধাতে । ৪ ।

শাসন নিয়েই চলিস্ যদি
শোধরাতে তোর সন্ততি,
(ঐ) তোষণহারা শাসন কিন্তু
আনবে না তা'র উদ্গতি । ৫ ।

ঘরের ছেলে, ঘরের মেয়ে,—
এমন ক'রে সাবধান রেখো,
কুপ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত না হয়
সেদিকেতে সজাগ থেকো ;
নিশ্চয় জেনো, একথা ঠিকই
ছেলেমেয়েদের শুভ শিক্ষা
অভ্যাসে এস্তামাল না করলে
হয় না শুদ্ধ জীবন-দীক্ষা ;
কৃতিতপা ক'রো সবায়
ক'রে যেন আনন্দ পায়,
এই অভ্যাসে দক্ষ করলে
দেখো কেমন বিভবে ধায় । ৬ ।

অনুলোমী সন্তানদিগের
ন্যাওটা ক'রে তুলিস্ নাকো,
মায়ের শিক্ষা-উদ্বোধনায়
আসুক কাছে,—নজর রেখো ;
এমনতর করলে তা'দের
ক্রমানুগ পদক্ষেপে—
বৃদ্ধি পাবে ক্রমেই তা'রা
আসবে কমই কুবিক্ষেপে ;
ন্যাওটা ক'রে তুললে কিন্তু
তোমাতে শ্রদ্ধা হবে না শিষ্ট,
তোমায় ধ'রে করবে তা'রা
বিহিত চলন—অশুভ, নষ্ট ;
স্নেহল দীপ্ত তৎপরতায়
ক্রমে-ক্রমে আস্তে দিও,

আস্‌লে তৃপ্ত আদর ক'রো
জিজ্ঞাসা-সোহাগে সাজিয়ে নিও ;
তুমি প্রধান যত হবে—
নিষ্ঠাভরা আকৃতি নিয়ে,
বাড়বেও তা'রা তেমনি ক'রে
ধীবোধনায় দক্ষ হ'য়ে । ৭ ।

পিতার দোষগুণ যা'ই থাকুক না—
মায়ের স্বভাব সুঠাম হ'য়ে
শাসন-তোষণ যদি সে করে
শিষ্টসুন্দর চলন ব'য়ে,
পিতার যা' দোষ সাম্য ক'রে
শিষ্ট-সুন্দর সঙ্গতির,
মা-ই কিন্তু এনে থাকে
উপযুক্ত সংস্থিতির । ৮ ।

মায়ের পোষণপালনচর্য্যা
শাসন-তোষণ, উর্জ্জনা—
পিতৃদত্ত দোষেরও করে
অনেকখানি মার্জ্জনা ;
যতই তৃপণ দীপ্তি নিয়ে
শাসন-তোষণ পায় ছেলে—
তেমনি বাড়ে সংহতিতে
দোষের বোঝা অনেক ফেলে । ৯ ।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

সদাচারে সৎসেবাতে
নিয়োজিত থেকে চলিস্,
স্বস্তি-সুষ্ঠু সঙ্গতিতে
সবাকেই তুই ব'য়ে চলিস্ । ১ ।

খেয়ে যদি না-ই হজম হয়
অন্ত্র কি তা'র হয় পরিষ্কার ?
সে-খাওয়া কিন্তু মন্দই করে—
নিয়ে না দেওয়ায় তেমনই তা'র । ২ ।

শরীর-মনটি বিকৃত না হয়
তাকে-তুকে সেটি পেলো,
আঘাত-ব্যাঘাত না আসে যেন
সেই চলনে সদাই চ'লো । ৩ ।

বিহিতভাবে শ্রম ক'রে তুই
শ্রমনেশাতে মত্ত হোস্,
শ্রমের মাতাল হ'বি তখন,
করবে না শ্রম তোরে বেহুঁস্ । ৪ ।

সত্তাস্বস্তি রাখতে সুস্থ
সময়ে প্রতিষেধক নিও,
সাবধানেতে চ'লো-ফিরো
অত্যাচারকে বিদায় দিও । ৫ ।

শরীর যত দুর্ব্বল হয়
হজমশক্তি কমে,
দন্তপাটিও দুর্ব্বল হ'য়ে
পড়ে ক্রমে-ক্রমে । ৬ ।

স্বাস্থ্য-আচার অটুট রেখে
শিষ্ট কৃতি-কর্ম্মা হ'য়ে,
ব্যক্তিত্ব যা'র চলতে থাকে
ভাগ্যও চলে তা'কে ব'য়ে । ৭ ।

গায়ের জোর তোমার যতই থাকুক
মনের জোরও থাকুক যত,
বিহিত-ব্যবস্থ না হ'য়ে চললে
সবই ব্যর্থ, হবে বিব্রত । ৮ ।

খেলাধুলো করবি এমন
স্বাস্থ্য ও বোধ তাজা যা'তে,
শ্রদ্ধাভক্তি সদ্দীপনা
গজিয়ে উঠবে দেখিস্ তা'তে । ৯ ।

কান্নার চেয়ে হাসি ভাল
সঙ্গীতিশীল শ্রেয় হ'লে,
স্বাস্থ্য তা'তে ভালই থাকে
বাড়ে সত্তা বুদ্ধিবলে । ১০ ।

বিশেষ গর্হিত করলে কর্ম্ম
যকৃতের হয় ব্যতিক্রম,
তা'তেও কিন্তু হ'য়ে থাকে
শ্বেতিরোগের উদ্ভাবন । ১১ ।

ধৃতি-কৃতির বিকার হ'লে
ব্যাধিও আসে বিকার-পায়ে,
ইষ্টনেশার বৈধী চলন
নিরোধ করে জীবন-দায়ে। ১২।

শাসন-তোষণ যা'ই করিস না,
শরীর-মনের স্বাস্থ্যখান,
দেখে-বুঝে তদ্-অনুগ
করিস্ তেমনি প্রতিবিধান। ১৩।

স্রোতল চলায় চলছে জীবন,
বিপাক-ব্যতিক্রম হ'লেই তা'য়,
শরীর-মনে অসুস্থি আসে,
দুর্দ্দশাতেই জীবন ধায়। ১৪।

সৎ-আচারকে সুষ্ঠু রেখে
দাঁড়া রেখে সেইগুলি
যত পারিস্ চল্ এগিয়ে,
চলবি ধ'রে সেই বুলি। ১৫।

সুস্থ অবস্থার নীতি-বিধি
আতুরের বেলায় ঠিক তো নয়ই,
আতুর হ'লে সুস্থি-বিধি
আতুরের কিন্তু পাল্‌তে হয়ই। ১৬।

সাত্বত আচার-সন্দীপ্ত থেকে
থানকুনিপাতা এক-আধ মাষা,
নিয়মমত চললে খেয়ে
দীর্ঘ আয়ুর রয় প্রত্যাশা। ১৭।

সত্তাপোষী নিরামিষ-আহার
সবার চেয়েই ভালো,
আমিষ-আহার উত্তেজনায়
স্বাস্থ্য করে কালো। ১৮।

গ্রীষ্মে ভাল ঠাণ্ডা খাদ্য
শীতে ভাল গরম,
সেই খাদ্যই শিষ্ট খাদ্য—
হজম-মাফিক নরম। ১৯।

স্বাস্থ্য তোমার যেমন চায়
তেমনতরই খেও,
শক্তি তুমি যেমন পাবে
তেমনি ক'রে যেও। ২০।

জীবনীয় যা' তাইতো মিষ্টি
মিষ্টি তো তাই ভাল লাগে,
বিহিতরূপে মিষ্টি খেলে
শক্তিও তা'তে তেমনি জাগে। ২১।

জীবন-পোষণ চাওই যদি
তোমার পক্ষে বৈধী যা',
শিষ্ট-শুদ্ধ-সমীচীনে
আহার কিন্তু ক'রোই তা';
তোমার সত্তার অনুগ পুষ্টির
আহার যদি না-ই নাও,
সত্ত্বশুদ্ধি হবে না,—মানেই
শরীর-মনের বিকৃতি চাও। ২২।

শরীরই তো জীবনের যান—
স্বাস্থ্য স্বস্থ রাখ তাই,
স্বস্থ স্বাস্থ্যে আসে কৃতি,
নইলে কোথায় ধৃতির ঠাঁই ?
কৃতি আবার ধৃতিকে ধ'রে
সত্তায় পুষ্ট ক'রে তোলে,
বিভব-বিভূতি তা'কেই দিয়ে
যেমন যে তা'র ভালে দোলে। ২৩।

নিদান বুঝে করলে বিধান
চললে হ'য়ে তেমন দড়,
আরোগ্যও তো আসে প্রায়ই
হ'য়ে সুঠাম তেমনতর ;
তাইতো বলি, নে বুঝে তুই
কখন কোথায় কেমন আছিস্,
শিষ্ট-থাকা সুষ্ঠু-চলায়
তেমনতরই তুইও চলিস্ ;
এই চলনে দেখবি রে তুই
সত্তা নিয়ে উঠছিস্ সেরে,
শিষ্ট তালে সুষ্ঠু হ'য়ে
উঠছিস্‌ও তুই তেমনি বেড়ে। ২৪।

অর্থ-নীতি

অর্থনীতি মানেই জানিস্—
অর্থ যা'তে নিয়ে যায়,
রকম-রঙে তেমনতরই
তেমনি যা'তে পাওয়া যায়। ১।

লোকবৈশিষ্ট্যই বিত্ত আনে,
বিত্ত বৈশিষ্ট্য আন্‌ল কোথায় ?
বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে-চুরে
কভু কি রে বিভব দাঁড়ায় ? ২।

মানুষই করে ফসল-শিল্প
মানুষই আনে টাকা,
পালন-পোষণ না করলে তা'দের
সবই যে তোর ফাঁকা। ৩।

শুভ-শিষ্ট নিষ্ঠাকৃতি—
হয় না কভু অর্থভীতি। ৪।

ব্যবসা ক'রে করে ধার
সার্থকতায় হয় কি পার ? ৫।

ব্যবসা করতে গেলেও তুমি
ন্যায্য দাম যা' তা'ই চেও,
সেই দরে যা' মেলে ভাল—
ক্রেতাকে কিন্তু তা'ই দিও। ৬।

যেটুকু তোমার লাভ নিতে হয়
সেইটুকুই তুমি নিও লাভ,
ঠকিয়ে কিছু নিও না ক্রেতার
ক'রো না চরিত্রের অপলাপ। ৭।

অশিষ্ট—অসুষ্ঠু স্বভাবের ভাবে
অভাবের বসবাস,
শিষ্ট-আচার করবে যতই
অভাবের হবে হ্রাস। ৮।

ইষ্টনিষ্ঠ চেষ্টা যদি
সার্থক হয় বাস্তবে,
সেইতো হ'ল বিভুর দয়া—
অর্থ সেথা সম্ভবে। ৯।

অর্থনীতির সার্থকতা
পারিবারিক শ্রমবিভবে,
পারস্পরিক সংবেদনায়
অর্থনীতি সার্থক হবে। ১০।

কৃতিমুখর স্বভাবসুন্দর
সার্থকতায় চলে যে,
অর্থ তাহার উপ্‌চে ওঠে
পায় নাকো ভয় তরাসে। ১১।

ইষ্টার্ঘ্যেরই ভানে যা'রা
আহরণ করে স্বার্থভৃতি,
সর্ব্বনাশেই হাত দিয়ে তা'রা
ডেকেই আনে তাহার ভীতি। ১২।

অর্থমোহের প্রীতি কিন্তু
রয় নাকো স্থির কোনকালে,
ভাঙ্গেই সেটা মচ্‌কা-ফেরে
উপযুক্ত সুযোগ পেলে। ১৩।

কৃতি ছাড়া আসে না ভৃতি
ভৃতি ছাড়া ধৃতি কোথায়!
ধৃতি যাহার নাইকো ভালে
বিভব সে-জন পাবে কোথায়? ১৪।

ইষ্টনিষ্ঠা অটুট যত
প্রীতি অনুকম্পী যেমন,
চর্য্যা যেমন আপ্যায়নী
বিভবও তা'র হয় তেমন। ১৫।

ইষ্টনিষ্ঠ কৃতিচর্য্যা,
শিষ্ট-ব্যবহার হৃদয়ভরা
থাকলে—বিভব উপ্‌চে ওঠে
নিয়ে উন্নতির স্রোতল ধারা। ১৬।

সার্থকতায় যা' নিয়ে যায়,
সঙ্গতিশীল অনুরাগে
সম্বৃদ্ধিতে নিয়ে চলে—
অর্থনীতি সেথায় জাগে। ১৭।

যাজন

যজনভরা যাজন যা'র
উন্নতি তো হয়ই তা'র। ১।

কথা কইবি এমন তালে
নিষ্ঠা-গৌরব টল্‌বে না,
অহঙ্কারটি থেঁতলে গিয়ে
বিকৃত রূপ ধরবে না। ২।

আজগুবী সব উল্টো কথা—
বিহিত শুভ সংযোজনায়,
ভ্রান্ত আঁধার সরিয়ে দিয়ে
রাখবি সবায় সঞ্জীবনায়। ৩।

শিষ্টতপা সৎ-আনতি
সেথায় কিন্তু সুফল আনে,
প্রাণের ব্যথা-বিধ্বস্ত যেথা
রক্ষা মাগে বিফল প্রাণে। ৪।

শুধু কথায় হয় না কিছু
রঙ্গভঙ্গী যতই কর,
আচার-ব্যবহার, পরিচর্য্যা
প্রেয়ার্থতায় প্রেমটি দড়। ৫।

কখন কা'কে বলবি কথা
কেমনভাবে কোন্ তালে,
দৃষ্টি রেখে বলিস্-কহিস্
যা'তে সেথায় সুফল ফলে। ৬।

নিষ্ঠানীতি কৃতিরাগে
সবার ধৃতি কর্ তাজা,
দৃষ্টি রেখে কৃষ্টিচর্য্যায়
সব বিভবের হ' রাজা। ৭।

আচার-ব্যবহার-চর্য্যাতে তোর
কথাবার্ত্তা-আপ্যায়নায়
যত লোকে তৃপ্ত হবে,—
দীপ্তি পাবি উর্জ্জনায়। ৮।

সঞ্চারণা করতে গেলে
সঞ্চারিত হ'য়ে থাকিস্,
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য,
চর্য্যাকৃতিতে সত্তা রাখিস্। ৯।

তীব্রতেজা মধুদীপ্ত
মিশ্র কৃতি-ধৃতি নিয়ে,
সঞ্চারণায় সিদ্ধ হ' তুই
জীবনবৃদ্ধির দীপ জ্বালিয়ে। ১০।

অচ্ছেদ্য নিষ্ঠা তোমার যত
অন্তরেতে করবে বাস,
সঞ্চারণায় লোক-হৃদয়ে
থাকবে হ'তে তা'র বিকাশ। ১১।

উপদেশ তুই দিস্ না যতই
উদাহরণ হ' আগে,
সঞ্চারণায় দীপ্ত করিস্
তৃপ্ত দীপন রাগে। ১২।

উপদেশের চাইতে উদাহরণ হওয়া
জেনো কিন্তু ঢেরই বড়,
উদাহরণ হ'য়ে উপদেশ দিলে
হ'য়ে থাকে তা'ই বিশেষ দড়। ১৩।

পূর্ব্বতনের বোধবিনায়ন
ধীদীপনী গরিমা,
গুরুগম্ভীরে সবার কাছে
নিয়ে ধীমান লালিমা,
ভাব ও কৃতির সঙ্গতিতে
ধরতিস্ যদি সবার বুকে—
দীপ্ত-তৃপ্ত ভরদুনিয়া
চল্‌ত না কি সত্তাসুখে? ১৪।

প্রচারক

ঋত্বিক্ কিন্তু সবাই নয় ঠিক,
নিষ্ঠা-আচার-অনুচলন,—
এইগুলিতে সিদ্ধ ঋত্বিক্
আনে যজমানের সংবর্দ্ধন। ১।

ইষ্টনিদেশ পালে না যে-জন
অথচ ঋত্বিক্-নামে চলে,
শিষ্ট ও সৎ নয়কো সে-জন—
ধৃতির যাজন যায়ই জলে। ২।

ইষ্টনিষ্ঠ সুসঙ্গীতির
সদ্‌গীতিতে ভেদ ধরায়—
যেমন ঋত্বিক্ হোক্ না সে-জন
নষ্ট করে জীবন-দাঁড়ায়। ৩।

ঋত্বিকতায় সিদ্ধ যা'রা
নির্ভরযোগ্য জেনো তা'রাই,
শুধু তক্‌মায় ঋত্বিক্ যা'রা
দোষত্রুটিতে পায় কমই রেহাই। ৪।

নিষ্ঠা-অটুট হৃদয় যাহার,
সত্তাস্রোতা আনুগত্য,
কৃতিবিভব সঙ্গতিশীল,—
শিষ্ট সেথায় ঋত্বিকত্ব। ৫।

ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে
    না র'লে ঋত্বিক্-সঙ্গীতি,—
ছিন্ন-ভিন্ন ব্যতিক্রমে
    হ'য়েই থাকে অপগতি। ৬।

ইষ্টগতির উচ্ছলতায়
    উদ্দীপনী আবেগভরে
সৎচলনে চলে যা'রা—
    লোকজীবনকে আগ্‌লে ধরে। ৭।

ইষ্টনিষ্ঠ শিষ্ট ভিক্ষায়
    যাজন-চর্য্যায় যাই-ই পাও—
সেইটি নিও নিজের তরে,
    ইষ্টার্থে যা'—ইষ্টে দাও। ৮।

অধ্বর্য্যু-যাজক যা'রাই হোক্ না
    নিষ্ঠানুগত্য-কৃতি বিনা,
আচার-ব্যাভারে পারে না তা'রা
    করতে শিষ্ট সঞ্চারণা। ৯।

চর্য্যানিপুণ স্বভাবসুন্দর
    নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিভরা,
এমনতর হৃদয়েতে
    ইষ্টার্থটি থাকে ধরা ;
অধ্বর্য্যু-যাজক অমনি হ'লেই
    উছল হ'য়ে ওঠে যজমান,—
চর্য্যানিপুণ সংবিধানে
    যদি হয় তা'রা বর্দ্ধমান। ১০।

ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ উতাল ক'রে
চল উদ্গাতা এখনও তুমি
নিষ্ঠানিপুণ সুতাল ধ'রে। ১১।

উদ্গাতাদের নিষ্ঠা-নেশাই
ধৃতিমর্য্যাদার কৃতি-বোল,
সব অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে
কৃতিনেশার তুলতে রোল;
ধর্ম্মপটু ক'রে তোলা
ধর্ম্মদীপ্ত ধৃতিপথে,
জাগিয়ে তোলা অটুটভাবে
ধৃতি-তপের তৃপণাতে;
বাঁচাবাড়ার পুরশ্চরণ—
মত্ত হ'য়ে দীপ্ত তালে,
ফুটিয়ে তোলা সব বিভবই
স্বভাবদীপ্ত সুষ্ঠু চালে;
মত্ত-মুখর ন্যায্যদীপী
যুক্তি-গাথা-বিনায়নে
সব জীবনকে সুসংবর্দ্ধক
ক'রে নিয়ে ঐকতানে;
উদ্গাতার ঐ হৃদয়গীতি
চারিয়ে যত যাবে দেশে,
উদ্দীপনায় ঊর্দ্ধ্বচলায়
ফুটবে সবাই স্বতঃ বিশেষে। ১২।

ঐতিহ্য ও কুলাচার

পিতামাতার ভক্তি জানিস্
প্রথম শিষ্ট ভাব,
তা'র উপরেই গজিয়ে ওঠে
জীবনের স্বভাব। ১।

জননী আর জন্মভূমি
স্বর্গ হ'তেও গরীয়সী,
মায়েরই নাম দুর্গা জেনো
দুর্গতিরই হয় সে বশী। ২।

জন্ম দিল যে-জন তোমার
জন্মপালী যে,
তাঁ'রাই তোমার দেবতা প্রথম—
সেবায় দুঃখ নাশে। ৩।

জনক-জননী, জন্মভূমিতে
নিষ্ঠাশ্রদ্ধা নাইকো যাহার,
দুষ্টক্রমী হ'য়েই চলে
অন্তর-বাহির প্রায়ই তাহার। ৪।

পিতৃকুলের সমাজ ছেড়ে
অন্য সমাজে নেয় আশ্রয়,
ব্যতিক্রমবিদগ্ধ অশিষ্ট তা'রা
তা'রাই কিন্তু লোকের ভয়। ৫।

জীবনীয় ঐতিহ্য আর
কুলাচার-নিষ্ঠা নিটোল না রয়,
পাণ্ডিত্য তোর যতই র'ক না—
নীচত্বটা ঘুচবার নয়। ৬।

আকাশেতে হাত তুলে তুই
পিতৃলোকের তর্পণায়,
স্বস্তি-সংগীত গেয়ে ওরে
রাখ্ তাঁহাদের নন্দনায়। ৭।

সমাজে যদি না-ই পাও স্থান—
পিতৃপুরুষের তীর্থভূমি,
স্মরণ রেখো নিবেশ নিয়ে
তাঁদের পূত চরণ চুমি'। ৮।

জীবনীয় ঐতিহ্য যা'
সত্তাকর্ষী নিষ্ঠা-আচার,—
ভুলিস্ নাকো, পালিস্ সে-সব
অর্ঘ্য দিয়ে কুলপিতার। ৯।

সকলেরই চর্য্যা করিস্
অনুকম্পী হৃদয় দিয়ে—
জীবন-ঐতিহ্য-কুলাচার-প্রথা
সবগুলিতে নিষ্ঠা নিয়ে। ১০।

সুধী-শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ
ধৃতি-আচার ঐতিহ্য যা',
কুলপ্রথায় মেনে চল
রেখে সাহস সত্ত্বতা। ১১।

ঐতিহ্যে যা'র প্রতিষ্ঠা থাকে
কুলাচারে সৎ-চলন,
ইষ্টনিষ্ঠ কৃতিযাগী—
হ'য়েই থাকে তা'র বলন। ১২।

যে-বিষয়ে যেমন লোভ থাক্
নিষ্ঠা-কুলাচার ছেড়ো নাকো,
ওটি ভাঙ্‌লে—ব্যক্তিত্বটি
র'বে না দৃঢ়, জেনে রেখো। ১৩।

আভিজাত্যে অনুরতি—
আচার-নিয়ম সব দিয়ে
শিষ্ট তালে চলে যা'রা,—
সুষ্ঠুই থাকে সব নিয়ে। ১৪।

কুলপুরুষের তর্পণাতে
হেলাফেলা ক'রো নাকো,
দেখো ক'রে নিষ্ঠাযোগে—
শিষ্ট চলায় কেমন থাকো। ১৫।

ঐতিহ্য আর কুলাচারে
রেখো নিষ্ঠা চিরদিন,
জীবনীয় যা'-সব কিছু
হ'তে দিও না তা' মলিন;
ঐ নিষ্ঠারই বেদীর উপর
সবার জীবন মূর্ত্ত হয়,
পিতামাতায় শ্রদ্ধা বাড়ে
দেশাত্মবোধ প্রাণে বয়। ১৬।

ব্যক্তিগত ঐতিহ্য আর
কুলাচার যা'র যেমন আছে,
দাঁড়িয়ে তা'তে শক্ত ক'রে
যা না লেগে তেমনি কাজে। ১৭।

লোকচর্য্যায় সাত্বত বিধির
সমীচীনে সংরক্ষণ,
সত্তাটাকে সুষ্ঠু করে
থাকেই সেথায় নিষ্ঠ মন;
ইষ্টনিষ্ঠার এমন ধাঁজটি
অস্খলিত যেথায় চলে,
কৃতিদীপ্ত বোধে সেথায়
ধৃতিদীপ্ত সব যা' ফলে। ১৮।

ঐতিহ্য ও কুলপ্রথা
জীবনীয় বুঝবি যা',
নিবিষ্ট হ'য়ে ঐ প্রেরণায়
ব্যক্তিত্বে তোল্ ফুটিয়ে তা';
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল
অসীম পথে জীবন নিয়ে,
বাঁচ, বাড়, ধর সবায়
ঐ জীবনের মর্ম্ম বেয়ে। ১৯।

ইষ্টে নিবেদন ক'রে আগে
পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ,
হৃদয়ভরা আবেগ নিয়ে
করতে কিন্তু ভুলিস্ না কখন;

দৈনন্দিন নিবেদন যদি না কর—
শ্রাদ্ধতর্পণের সময় এলে
প্রাণ ভ'রে তাঁদের স্মরণ করিস্
হৃদয়েরই দুয়ার খুলে ;
তা'ও যদি তুই না পারিস্ ওরে
দু'টি হস্ত ঊর্দ্ধে রেখে,
হৃদয়ঢালা ব্যাকুল রাগে
স্মরণচক্ষে তাঁদের দেখে—
আবেগদীপ্ত অনুনয়ে
মানসমুগ্ধ স্রোতল প্রাণে,
উদ্দেশে তাঁদের হৃদয়-কথায়
করিস্ নিবেদন অটুট টানে ;
রেতঃদীপ্ত ঊর্জ্জনাতে
রেতঃশুদ্ধি চলবে হ'য়ে,
পূর্ব্বপুরুষের গুণগরিমা
ঐ রেতঃই তো আনবে ব'য়ে। ২০।

মানস-বিরোধ হোক্ না যতই
স্বার্থ-বিরোধ যতই হোক,
পিতৃমাতৃ-ভক্তিটাকে
রাখিস্ নিরীখ ক'রে রোখ ;
পিতামাতার যা'-কিছু সব
হজম ক'রে সেবার রাগে,
থাকবি কিন্তু অটুট হ'য়ে
নন্দনারই নিটোল ফাগে ;
পিতামাতা যতই কেন
বিরোধ-আচার করুন না—

তোমার যেন না হয় খাঁকতি
সেবাসুন্দর নন্দনা ;
পিতামাতার তৃপ্তি যা'য় হয়
তাই-ই তোমার করণীয়,
বিরক্তিতেও রেখো তাঁ'দের
শিষ্ট সুন্দর বরণীয় ;
পিতামাতার যুগল মূর্ত্তি'ই
যেন হয় তোমার পূজার হোম,
তাঁ'দের প্রতি ভক্তি-প্রীতি
হউক ইষ্টনিষ্ঠাদম। ২১।

পূর্ব্বপুরুষের রেতঃধারা
তোমার সত্তায় সজাগ যা'—
শক্ত কর, শুদ্ধ কর—
দোষাবহ দেখবে যা' ;
নিটোল নিষ্ঠা নিয়ে তুমি
চলতে থাক কৃতিপথে,
ব্যাপ্তিবিভোর হ'য়ে চল
চর্য্যানিপুণ মনোরথে ;
যে-জন যেমন ব্যক্তিত্বে বড়
যে-বিশেষত্ব যা'র আছে—
তা'ই দিয়ে তা'রা পূরণ করুক
যা'তে ছোট বাড়ে—বাঁচে ;
সংস্কৃতির বিনায়নে
শিষ্ট কর দীপন রাগ,
গ'র্জ্জে উঠুক তা'দের প্রাণে
ব্রাহ্মীতেজা অনুরাগ ;

জন্ম যেন শিষ্ট থাকে
সদ্‌শস্তের উছল ধারায়,
যা'র ফলেতে ব্যক্তিত্বটা
শিষ্ট হ'য়ে শুভে দাঁড়ায় ;
শ্রেয় নিয়ে চর্য্যা ক'রে
নন্দনারই শুভ পথে,
থাকুক চলুক বাড়ুক তা'রা
দীপক সুরে মনোরথে ;
সব প্রবৃত্তির নিয়ন্তা হ'য়ে
তা'রাও চলুক বজ্র হ'য়ে,
অসৎগুলি দিক্‌ তাড়িয়ে
সৎ যা' সে-সব আনুক ব'য়ে ;
এমনি ক'রে দেশদুনিয়ায়
সবায় কর সম্বর্দ্ধন,
বীর্য্যতেজা হ'য়ে সবাই
আনুক শুভ বিবর্ত্তন ;
নিজে আগে আদর্শ হও
উদাহরণ হও নিজে তুমি,
সঞ্চারণ তা' ক'রো সবায়
উঠুক জেগে জন্মভূমি । ২২ ।

আর্য্যকৃষ্টি

অনুশীলনের সার্থকতায়
সঙ্গতিশীল কৃষ্টি যা',
তা'ই-ই জানিস্ শিষ্ট-সুধী,
সিদ্ধ জানিস্ সে-ই তা'। ১।

নিষ্ঠাই কিন্তু কৃষ্টি আনে
কৃতি-উচ্ছল ক'রে তোলে,
অনুগতির অনুসন্ধানে
জ্ঞানও তেমনি ওঠে উথলে। ২।

জাতি তোমার উঠুক জেগে
কৃষ্টি-স্ফীত হোক্ সবাই,
হৃদয়-কাড়া ধৃতি নিয়ে
জয়ে অবাধ হওয়াই চাই। ৩।

জীবনানন্দ—কুলকৃষ্টি,
কী আছে দেখ্ খুঁজে-পেতে,
পরে যা' পাস্ সার্থকতায়
নিস্ সে-সব তুই দু'হাত পেতে। ৪।

শিষ্ট শুভ জীবনীয়
যে-সব সংস্কার,
কুলপ্রভ সেইগুলিই তো
সাত্বত উৎসার। ৫।

জীবনীয় কুলপ্রথা—
নিষ্ঠাকৃতির উন্নয়নে
সমীচীনতায় পাল্‌লে—সেথা
ব্যক্তিত্ব-বর্দ্ধন আনেই আনে । ৬ ।

সংক্রামিত হয়ই যা'রা
কুসংস্কৃতির কদাচারে,
সংক্রামক হয় তা'রাই কিন্তু
বিশিলষ্ট ক'রে জীবনটারে । ৭ ।

অস্তিত্বকে ভণ্ডুল করা
যা'দের কৃষ্টির সৃষ্টি,
বিষাক্ত অসৎ-সন্দীপনা
করেই তা'রা বৃষ্টি । ৮ ।

শিষ্ট শুভ তুক্‌-কৌশল
জীবন-আহব হ'তে
বিনায়নে চয়িত যা'—
ঐতিহ্য রয় তা'তে । ৯ ।

সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে
গোঁফ পাকিয়ে বেড়ায় যা'রা,
তা'ই দেখে সব ভড়্‌কে গেলি
দাসখতেতে হ'লি সারা ! ১০ ।

আরে অবোধ ! ও বেকুব তুই !
বিপথ হ'তে ফিরে দাঁড়া,
অন্যের সাড়া খতিয়ে নিয়ে
ধর্‌ সাত্বত কৃষ্টিধারা । ১১ ।

ঐতিহ্যেতে নাইকো নিষ্ঠা
কুলপ্রথায় নেই আকর্ষণ,
জীবনবেদের ধার ধারে না,—
সংস্থিতি তা'র হয় কখন ? ১২।

ঐতিহ্য আর সংস্কারের
বালাই বইতে চায় না,
এমন জনার সংস্কৃতি-কৃষ্টি
সার্থকতায় ধায় না। ১৩।

ঐতিহ্যেরই মর্ম্ম যেটা
সেথায় রাখিস্ নিষ্ঠারতি,
যা'র উপরে তুল্‌বি গেঁথে
তোদের কৃষ্টির সংস্কৃতি। ১৪।

উজ্জয়িনী প্রভাবই তো
ঐতিহ্যেতে গাঁথা রয়,
সুকর্ষণায় সংস্কৃতিও
সেই উর্জ্জনা বয়ই বয়। ১৫।

ঐতিহ্যেতে অটুট থেকে
সংস্কারের সুবিন্যাসে,
চল্ এগিয়ে অটুট হ'য়ে
পড়িস্ নাকো আর আপ্‌সোসে। ১৬।

ঐতিহ্য আর সংস্কারের
শিষ্ট-সুবোধ বিন্যাস যেথায়—
দুষ্ট ভেজাল আসে কি কভু ?
দৃপ্ত-শিষ্ট হৃদয় সেথায়। ১৭।

সংস্কৃতি সব বিনিয়ে নিয়ে
কুল-ঐতিহ্যে ক'রে খাড়া,
তা'ই ধ'রে তুই চল্ এগিয়ে—
সার্থক ক'রে বাঁচা-বাড়া । ১৮ ।

কাপড়-চোপড় বেশভূষা সব
কুল-ঐতিহ্যের সিদ্ধ তালে—
তেমনি ধাঁচেই করবি সে-সব
বাঁচা-বাড়া যা'য় সুফল ফলে । ১৯ ।

ঐতিহ্যকে স্থণ্ডিল ক'রে
নিষ্ঠানিটোল শ্রদ্ধাভরে,
জ্ঞান-চয়নে উঠে দাঁড়াও
বিচক্ষণী কৃতি ধ'রে । ২০ ।

অমৃত-পীযূষ যেথায় যা' পাও—
ঐতিহ্য-স্থণ্ডিলে দাঁড়িয়ে সটান,—
কুড়িয়ে নিয়ে সে-সকলকে
বিনায়নে আন বিধান । ২১ ।

যজ্ঞোপবীত বিভব আনে
নিষ্ঠাকৃতি থাকলে প্রাণে । ২২ ।

যজ্ঞ মানেই সম্বর্দ্ধনী দান,
সেবাদীপ্ত অবদানে,
যেমন চর্য্যায় সম্বর্দ্ধিত
হ'য়ে ওঠে সব জনগণে । ২৩ ।

সব যজ্ঞের সেরা যজ্ঞ—
যেমন যজ্ঞের সুবিধানে
আনে শিষ্ট সঙ্গতিশীল
নিষ্ঠানুগ-কৃতি প্রাণে । ২৪ ।

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ,
ভূতযজ্ঞ আর লোকপূজা—
যা'র শিষ্ট সুবিধানে
রয়ই দেশটা উর্জ্জী-তেজা । ২৫ ।

যজ্ঞবিধি নিষ্ঠা বাড়ায়
পূর্ব্বপুরুষে সঙ্গতি নিয়ে,
নিষ্ঠানুগ ভাববৃত্তির
উৎসারণের আবেগ দিয়ে । ২৬ ।

পঞ্চযজ্ঞের সন্দীপনা
উৎসারণী হৃদয় নিয়ে,
দেখ্ না ক'রে কেমন লাগে !
দেখ্ না ক'রে হৃদয় দিয়ে ! ২৭ ।

বোধবিজ্ঞানের সজাগ চোখে
সুদূর পাল্লায় দৃষ্টি রেখে,
ভবিতব্যটা ছ'কে নিয়ে
শুভ'র পথে চল্ না দেখে । ২৮ ।

ঐতিহ্যেতে অটুট থেকে
সংস্কার আর সংস্কৃতি
আগ্‌লে ধ'রে চল্ এগিয়ে—
আরোতে রাখ্ নিত্য গতি । ২৯ ।

ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি—
　　সংবেদনী বিধির বোধন,
নিষ্ঠাপ্রতুল উদ্দীপনী
　　সেইতো জানিস্ বিভুর আসন । ৩০ ।

জীবনটাকে কেন্দ্র ক'রে
　　অশুভ যা' এড়িয়ে সব
উচ্ছলিত শুভকে আন্,
　　বাজিয়ে তোল্ তোর জীবন-তপ । ৩১ ।

নিষ্ঠাপ্রবৃত্ত গুণী যা'রা হয়
　　কৃষ্টিপ্রবুদ্ধ মন,
কুশলী কৃষ্টি ক'রে জ্ঞানবৃষ্টি
　　উচ্ছল করে জন । ৩২ ।

সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়
　　এই নিয়েই তো চলবি ভবে,
ধৃতি-চর্য্যায় সবারে তোর
　　উছল ক'রে তুলতে হবে । ৩৩ ।

ঊর্জ্জী বেগে পরাক্রমে
　　দীপ্ত ধী আর সৌন্দর্য্যে
আচার-ব্যাভারের সঙ্গতি নিয়ে
　　ওঠ্ ফুটে তুই সুধৈর্য্যে । ৩৪ ।

বিঘ্নচলায় মগ্ন থেকে
　　উচ্ছলতা হয় কি তা'য় ?
চর্য্যানিপুণ সচ্ছলতায়
　　বর্দ্ধনাটা বেড়েই যায় । ৩৫ ।

স্বস্তিচারণ করবি যা'-সব
বুঝে-সুঝে যেমন হয়,
কৃতিদীপ্ত না করলে তা'
নিষ্পাদনটি পাবে লয় । ৩৬ ।

ধৃতি-চলায় শিষ্ট বলায়
জীবনটাকে অমর কর্,
অমর-পথের যে-সব সন্ধান
খুঁজে-পেতে সে-সব ধর্ । ৩৭ ।

সবার কৃতি সবার স্বার্থ
সবার অর্থ সকল যা',
উপ্‌চে উঠুক হৃদয় ভ'রে
হেসে উঠুন সেই ধাতা । ৩৮ ।

অন্তরেতে কান লাগিয়ে
অন্তর-নিয়মন শোন্ না—দেখ্—
ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে,
বৈশিষ্ট্যকে পুষ্ট রাখ্ । ৩৯ ।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
যেমনতর আবেগ তোর,
উন্নতিরও তেমনি তালে
হ'য়ে থাকে ততই জোর । ৪০ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
আবরণ সব মুক্ত ক'রে,
উধাও তেজে তোল্ বাড়িয়ে
ধৃতি-কৃষ্টি আঁকড়ে ধ'রে । ৪১ ।

নিষ্ঠানিপুণ-আনুগত্যে
কৃতিসম্বেগ আছে যা'য়,
উজ্জয়িনী অনুচলন
উর্জ্জনাতে দীপ্ত রয়। ৪২।

শোন্ রে তোরা, আবার বলি—
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়,
আনুগত্য-কৃতির সহিত
চলিস্ শিষ্ট সাবধানতায়;
সম্যক্‌ভাবে দেখে শুনে
বাস্তবতার পরিচয়ে,
সন্ধিৎসু সুদক্ষ হ'য়ে
চলবি সবাই দক্ষ পায়ে। ৪৩।

কুলে শীলে কৃষ্টিচর্য্যায়
পরাক্রমী সৎ,
তা'রাই জানিস্ বীর্য্যে দীপন
অস্তিবৃদ্ধির পথ। ৪৪।

শুভাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণার
স্বস্তিদীপ্ত অনুনয়ন,
আশীর্ব্বাদের উৎসারণায়
উৎসর্জ্জনে সেই মনন। ৪৫।

ইষ্টানুগ্রহ মানেই কিন্তু
ইষ্টগ্রহণ ক'রে চলা,
যেমনি গ্রহণ তেমনি হবে
ধৃতিও তোমার সুসচ্ছলা। ৪৬।

গ্রহণ-বরণ যা'ই কর না
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হও,
তাঁ'রই পোষণ-সার্থকতায়
সব সময়ে ব্যস্ত রও । ৪৭ ।

নিষ্ঠানিপুণ নন্দনাতে
রেখেই জীবন-স্পন্দনা,
বিনিয়ে সে-সব ধৃতির যাগে
ইষ্টকে কর্ বন্দনা । ৪৮ ।

ইষ্ট-ঈশান-দীপ্ত-বিষাণ
বাজ্ছে যে ঐ শুনে চল্
ইষ্টকর্ম্মে কৃতী হ'য়ে
বাড়িয়ে তোল্ তোর বুকের বল । ৪৯ ।

পরাক্রমী বীর্য্য নিয়ে
ইষ্টনিষ্ঠ বোধনায়,
বুঝে-সুঝে বিহিত বোধে
চল্ ক'রে তুই সমন্বয় । ৫০ ।

আবহমান চ'লে এসে
সংস্কার আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে,
সংস্কৃতি যা' হ'য়ে আছে
পূর্ব্বতনের অনুধ্যানে ;
বোধে ব্যর্থ সবই হ'ল
গোল্লায় দিলি জ্ঞান যা'-সব,
ইষ্টবিহীন—নিষ্ঠাবিহীন !—
হারালি তোর কৃতি-বিভব । ৫১ ।

তোর ঐতিহ্যের সংস্কারই
তোর জীবনের প্রস্রবণ,

বৈধী বিশেষ বিনায়নে
রাখিস্ ধ'রে সে জীবন ;
সে-জীবনের মাহাত্ম্যই এই—
কৃষ্টিপথের সংস্কৃতি
পেলেই সেটা গ'র্জ্জে ওঠে
পরাক্রমে রেখে ধৃতি । ৫২ ।

ব্যতিক্রমের দুষ্ট তালে
শাতনক্ষুধ লোলুপতায়
নষ্ট ক'রে জীবনটাকে
যদিও কেউ চলতে চায়,
ধৃতি-উৎসারণা নিয়ে
ধারণপালন-সুসম্বেগে,
তা'কেও ঈশ্বর রাখতেই চান
সংরক্ষণী সু-আবেগে । ৫৩ ।

আচার-ব্যাভার সংস্কারের
সাংস্কৃতিক অনুশীলন,
তা'তেই কিন্তু ফুটন্ত হয়
ব্যক্তিত্বটার ধৃতি-জীবন ;
ঐ জীবনের সঞ্চারণায়
কত জীবন ওঠে ফুটে,
নিথর চেষ্টার নিথর জ্ঞানে
ব্যক্তিত্ব যে যায়ই টুটে । ৫৪ ।

ঐতিহ্য-সংস্কার আর
কুলপ্রথার ভিত্তি ধ'রে,
নিষ্ঠা যা'দের সার্থক হয়
সংস্কৃতিকে বিন্যাস ক'রে,

বুদ্ধিতে যা' নিটোলভাবে
চলছে যেটা ভিত্তি হ'য়ে,—
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
থাকেই তা'দের উপচয়ে ;
ঐতিহ্য, সংস্কার, কুলপ্রথা
সার্থকতার সঙ্গতি নিয়ে,
বিধায়িত হ'য়ে ওঠে—
বাস্তবতার যুক্তি ব'য়ে । ৫৫ ।

বিক্রম আর স্থৈর্য্য-গুণের
সুসঙ্গত দীপনায়,
ওঠ্ না ফুটে দিগন্তেতে
পড়্ বিছিয়ে চেতনায় ;
সব চেতনার সঙ্গতিতে
জ্ঞানদীপনী অনুভবে,
সৃষ্টি ক'রে তাঁ'র প্রসাদে
হ' বিভু তুই সেই বিভবে । ৫৬ ।

বিশ্বধাতার অমর ভাতি
জ্ঞানের তপে কুড়িয়ে নে,
সুবিন্যাসের বিনায়নে
সবার প্রাণে ঢেলে দে ;
বাঁচুক-বাড়ুক উন্নতিতে
অমর ভোগে থাক্ সবাই,
পরস্পরের প্রীতি-বাঁধনে
পরস্পরের হ' সবাই । ৫৭ ।

বিশ্বরূপ

বিশ্বরূপটা দেখা মানেই—
বিশদ বিহিতে সবটা দেখা—
সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তায়
রূপগুলিরই সকল রেখা ;
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে
ইষ্টার্থকে স্বার্থ ক'রে,
বিজ্ঞদৃষ্টিতে বুঝে দেখে
তাঁতে দেখা সবটা ধ'রে । ১ ।

ব্যাপ্ত পুরুষ বিশ্ব জুড়ে'
যিনি সবার অন্তরে,
তাঁ'রই দীপ্তি প্রাণস্পন্দন
সবার হৃদি-কন্দরে ;
অস্তিত্বটি সবাতে যা'
তাঁ'রই বিভব-বিভূতি,
প্রাণস্পন্দন দীপ্তি তাঁ'রই
তৃপ্তিও তাঁ'রই রাগরতি ;
সোঽহং মানে—বুঝে রাখিস্—
আমিও তাঁ'রই সর্জ্জনা,
জীবন আমার যেমনিই হোক
তাঁ'রই কিন্তু উর্জ্জনা । ২ ।

ব্যষ্টি যখন শিষ্টপথে
ইষ্টদ্যুতির সার্থকতায়,—
সঙ্গতি তখন সৎ-শুভতে
বিশ্বরূপে তাঁ'য় দেখায় । ৩ ।

বিশ্বের প্রতি ব্যষ্টিতে যখন
ফুটে ওঠে সত্তাদীপ,

ভালমন্দের সুসঙ্গতিতে
ফোটে ইষ্টে বিশ্বজীব,
বিশ্বের প্রতি ব্যষ্টি যখন
ফুট্‌লো নিয়ে জীবন-স্রোত,
ভালমন্দের সঙ্গতি নিয়ে
উঠ্‌লো প্রাণের রণন-দ্যোত,
ঐ রণনে নিষ্ঠ হ'য়ে
পরাক্রমী ইষ্টনেশায়
জ্ঞানের দ্যুতি উঠ্‌লো ফুটে
বোধন-দীপ্ত সমীক্ষায় ;
সব যা'-কিছুর বিনায়নে
ভালমন্দের সমীক্ষায়,
সমীচীনে সব স্ফূর্ত্ত হ'ল
ইষ্টীপূত দক্ষতায় । ৪ ।
প্রতিটি ব্যষ্টির বিশেষ বিধান
বিশেষত্বের বিনায়নে,
সংহত যেথা ভাতি-দীপনায়
বিশ্বরূপ তো সেইখানে ;
বিশ্বের রূপ তিনিই কিন্তু
ব্যষ্টি-সমষ্টি সকল জুটে,
বোধায়নী ঊর্জ্জী টানেতে
তাঁ'তেই সকল ওঠে যে ফুটে ;
সব যা'-কিছুর মূর্ত্ত প্রতীক
বোধ-বিবেকের স্বতঃস্রোত,
মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত সব-কিছুরই
অন্তরেরই জীবন-দ্যোত ;
বিভূতি-বিভব সবই তিনি
ব্যষ্টি-সমষ্টি সব নিয়ে,

তিনিই মূর্ত্ত সব ঘটেতে
বিশ্বে ব্যষ্টির রূপ দিয়ে ;
ব্যষ্টিতে তিনি ব্যষ্টিরই মত
সমষ্টিতে তিনি সব নিয়ে,
বিশ্বরূপের ঐ তো নিশান
ব্যক্ত বিশ্বে বিশেষ হ'য়ে ;
সব-যা'-কিছুর স্থিতি যে তাঁতেই
সঙ্গতিশীল দ্যোতনায়,
বিশেষ হ'য়ে সব-কিছুরই
দেহেই থাকেন চেতনায় ;
বিশ্বের রূপ যেমন তিনি
ব্যষ্টিরূপও তা'ই নিয়ে,
ব্যষ্টি-সমষ্টির সঙ্গতি যা'
বিভু কিন্তু তা'ই দিয়ে ;
সব তনুতে অণু হ'য়ে
বিশেষ-বিশেষ বন্ধনে
ভেদবিধিতে মূর্ত্ত হ'য়ে
সঙ্গতিতে র'ন্ প্রাণে ;
অণু হ'তেও অণু তিনি
মহান্ হ'তেও মহীয়ান্,
জ্ঞানের দীপে নে দেখে তুই
নিষ্ঠাস্রোতে রেখে প্রাণ ;
দীপন রাগে নিষ্ঠা-স্রোতা
সঙ্গতিশীল উচ্ছলায়,
বিশেষ বিভূতির উদ্বেলনে
সমষ্টিতে তেমনি তা'য় ;
নিপুণ রসের বিপুল চলায়
আত্মিক স্রোতে তিনিই ব'ন্,

বিশ্বরূপের একটি প্রতীক—
ভক্তি-জ্ঞানে তিনিই র'ন । ৫ ।

ব্যষ্টিটাকে প্রসারিত কর
শিষ্ট বিশেষে সঙ্গত,
কোথায় কেমন রীতিটি রয়েছে
ক্রমে-ক্রমে কর সংহত ;
কোন্ বিশেষের কিবা গুণ আছে
কোন্ গুণ কা'তে কেমন রয়,
সংহত ক'রে সঙ্গতি নিয়ে
দেখে নাও কোথা কেমন বয় ;
এমনই ক'রে একায়িত সব—
সমষ্টি কিসে বিধায়িত,
দেখে নিয়ে তা'কে রূপ-গুণ সব
এক-এ আন ক'রে একায়িত ;
একের এমনই বিহিত ব্যাদানে
সঙ্গতি এনে সবার সাথে,
জ্ঞান-ভাতি নিয়ে ব্যষ্টি-সমষ্টি
কর বিনায়ন প্রাজ্ঞ-চিতে ;
ভাব, থাক, কর যেমন বিহিত
যেখানে যেমন খাটে,
বিশ্বের ছবি বিনায়িত কর
তোমার চিত্ত-পটে ;
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
বিশেষ বিধান-বিনায়নে,
বিশ্বরূপের আবির্ভাব হয়
শীল-সম্বেগী ধ্বননে । ৬ ।